1562

ভাগ্যলক্ষ্মী।

(প্রবন্ধ পুস্তক।)

১নং বেচারাম চাটুর্য্যের লেন হইতে

শ্রীরাধানাথ মিত্র দ্বারা

সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা।

"উদ্বোধন প্রেসে" স্বামী ত্রিগুণাতীত দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৮।

সূচিপত্র।

সূচনা	১
নির্ব্বাচন	৫
সময়	৯
অর্থনীতি	১৪
প্রাতরুত্থান	১৮
পত্র প্রণালী	২১
তুচ্ছ বিষয়	২৪
স্বাবলম্বন	২৬
সুযোগ	৩১
ক্রুটী	৩২
বিঘ্ন বিপত্তি	৩৪
মতান্তর	৩৫
অসৎ সংসর্গ	৩৬
ঋণদায়	৩৮
আয় ব্যয়	৪২
বিশ্বাস	৪৪
মিতব্যয়	৪৬
যাচিতমান	৪৭
ব্যর্থশ্রম	৪৮
তৎপরতা	৪৯
পরিশ্রম	৫০
সঞ্চয়	৫৬
সতর্কতা	৫৮
যুক্তি	৫৯
আলস্য	৬১

বিষয়	পৃষ্ঠা।
উপায় ও অনুষ্ঠান	৬৫
যখন যেমন তখন তেমন ...	৬৭
কথার ও সময়ের ঠিক ...	৬৮
বিলম্ব ও তৎপরতা	৭১
স্থির প্রতিজ্ঞা	৭৩
সুখ ও সন্তোষ	৭৪
আশা	৭৭
উপদেশ ও উপদেষ্টা ...	৭৮
অনিষ্ট ও বিরক্তি	৮১
এক সময়ে একটি কার্য্য ...	৮৩
নিজের কার্য্য নিজে কর ...	৮৫
আত্মনির্ভর	৮৮
অভিজ্ঞতা	৮৯
চাল চলন	৯২
কেন অপরাধী ?	৯৫
প্রতিজ্ঞা পালন	৯৭
গুপ্ত বিষয়	৯৯
নাম	১০১
পক্ষ ও বিপক্ষ	১০২
চাটুতা ও চাটুকার ...	১০৬
কথাবার্ত্তা	১০৮
রাজার দোহাই	১১১
বেশবিন্যাস	১১২
ভাগ্য	১১৩

ভাগ্যলক্ষ্মী।

সূচনা।

প্রাচীনের কথা, বাহ্যাড়ম্বরে লঘুক্রিয়া—"কোন কাজে আড়ম্বর সহ হস্তক্ষেপ করিলে, তাহার অর্দ্ধেক মাত্র সম্পন্ন হয়।" সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, লোকে অর্থ ও লোকবল পাইয়াও কার্য্য-ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে। কি জন্য যে এরূপ ঘটে, তাহার যথাযথ কারণ নির্দ্দেশ করা দুঃসাধ্য ; কার্য্যের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি থাকিলেও অজ্ঞাতসারে তাহাতে এরূপ কতকগুলি ত্রুটী সংঘটিত হয় যে, সময়ে সেই সামান্য ত্রুটী গুরুত্বে পরিণত হইয়া তৎসাধনে প্রতিবন্ধক করে। অসঙ্গত ব্যাপারের সমাবেশ ও বিবিধ উপসর্গ হইতে সচরাচর এইরূপ বিপত্তি ঘটিয়া থাকে। এই নিমিত্তই ভাগ্যবান ব্যক্তি দুর্ভাগার সংস্রবে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সংকুচিত হন ; অধিকন্তু ইচ্ছাও করেন না।

মনুষ্য মাত্রেই ভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট, আমি যে বিষয়ের অনু-মোদন করিলাম, অন্যে তাহা উপেক্ষা করিল ; এইরূপে পদে পদে মতান্তর বশতঃ কার্য্য সাধনে বিড়ম্বনা ঘটে। সংসারে সকলেই উচ্চ আশা করিয়া থাকেন, কিন্তু উচ্চের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অনেকের অদৃষ্টে অধঃপতন হইয়া থাকে। বাঞ্ছিত বস্তু লাভে—সুখভোগ আকাঙ্খায়, তৎসাধনে প্রাণপণে চেষ্টা পাইবার

কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। যখন সকল বিষয়েরই সামঞ্জস্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, তখন নিয়মানুসারে কার্য্য করিতে পারিলেই তাহা সুসম্পন্ন হইতে পারে; এইরূপ চেষ্টায় যদি নিস্ফল হইতে হয়, তাহা হইলে এক কালে সে বিষয়ে নিবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য; তৎসাধনে অধিকতর প্রয়াস ও উদ্যোগ প্রয়োগ করিলে, ইষ্টের পরিবর্ত্তে সমধিক অনিষ্ট হইবারই সম্ভাবনা। লাভের প্রতি দৃষ্টি রাখা সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম, যে ব্যক্তি জীবনের সূত্রপাতে আয়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া অর্থের অপব্যবহার করে, সময়ে সেই অর্থ নাশের জন্য তাহাকে মনস্তপ্ত হইতে হয়।

ব্যবসা বাণিজ্য করিতে হইলে, মূলধনের প্রয়োজন; অর্থ ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না, লোক অর্থোপার্জ্জনের উদ্দেশ্যেই ব্যবসায় নিযুক্ত হইয়া থাকে; কিন্তু দুই পয়সা লাভ হইতেছে জানিয়া, নির্দ্দিষ্ট আয়ের সীমা অতিক্রম করিয়া চলিলে,সময়ে সেই ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়; একবার ক্ষতি স্বীকার করিলে, তাহা পূরণ করণ প্রায়ই ঘটিয়া উঠে না; এইরূপে অনেক ব্যবসাদার ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া এক কালে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়েন। সোপানে উঠিতে হইলে প্রথম সিঁড়িতে পদক্ষেপের প্রয়োজন, সামান্য মূলধন লইয়া ব্যবসা করিলে, সময়ে তাহাতেই সংস্থান হইতে পারে; একটী প্রাচীর ভাঙ্গিতে হইলে, যে ব্যক্তি প্রথম ইষ্টকখানি খুলিতে পারে, সেই ব্যক্তিই প্রশংসাভাজন; কার্য্য আরম্ভে যে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তাহার পক্ষে ব্যবসাসূত্রে দশ টাকা উপার্জ্জন অসম্ভব সদুদ্দেশ্যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, বিঘ্ন বিপত্তি তৎসাধনে সহায়তা করিয়া থাকে। মিঃ স্মাইলস্ তাঁহার "সেলফ্‌-হেল্‌প" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, যুবা পুরুষেরা সুচারুরূপে

কার্য্য আরম্ভ করিতে পারে, যেহেতু জীবনের সূত্রপাতেই যে নীতি গৃহীত হয়,সময়ে তাহার পরিপক্ক হইয়া থাকে। সংবৃত্তি সহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, উত্তরোত্তর সততারই বৃদ্ধি পায়। সুচারু বন্দোবস্তের সহিত যে কার্য্য করা যায়, বুঝিতে হইবে যে, তাহার অর্দ্ধেক মাত্র সমাধা হইল। প্রকৃত পক্ষে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া তাহার সূত্রপাতেই ভাল মন্দের নিদর্শন করা যাইতে পারে; চলিত কথায় বলে—উঠন্ত মূল পত্তনে চেনা যায়। কার্য্য আরম্ভের পূর্ব্বেই যদি পরিণামের বিষয়ে চিন্তা করিয়া যথাযথ বন্দোবস্ত করা হয়, তাহা হইলে সে কার্য্যে সহসা কোন অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। এইরূপ বন্দোবস্তের সহিত কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, উত্তরোত্তর সেই বন্দোবস্তের উন্নতি সহ কার্য্যে শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। অধিকন্তু তৎজনিত কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। যে ব্যক্তি জগতে সৎকার্য্য করেন, তাঁহার জীবনের অনেক সময় অন্যকৃত অপকর্ম্মের উদ্ধার করণে যাপিত হইয়া থাকে; সাধুপথ অবলম্বন ব্যতিরেকে কেহই জগতে কৃতিত্ব লাভ করিতে পারেন না। অনুষ্ঠান দ্বারা যে বক্তি কার্য্যের সংস্কার করিতে সক্ষম, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত পৃথিবীর হিতাকাঙ্ক্ষী; ভালমন্দ বিচার দ্বারা সেই ব্যক্তিই শুভপ্রদ বিষয়ের নির্দ্দেশ করনে সক্ষম, সামান্য পদে ব্রতী হইয়া দিনে দিনে যে ব্যক্তির পদোন্নতি হইতে থাকে, তাঁহার মান সম্ভ্রম স্বল্প দিনেই জনসমাজে প্রকাশ হইয়া পড়ে।

বিচার দ্বারা যে ব্যক্তি সত্য পথ অবলম্বন করিতে সমর্থ,তিনিই জন সাধারণের হিতকর কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আপনার মঙ্গল লাভ করিয়া থাকেন। উদারচেতা কোন কার্য্যে সংযত হইলে, তৎসংক্রান্ত যাবতীয় কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ

করিতে হইবে, তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য ; যেহেতু সামান্য কার্য্যে উপেক্ষা করিলে অথবা তৎসংক্রান্ত সামান্য বিষয়ে অজ্ঞাত থাকিলে, তৎকার্য্য সম্পাদনে বিবিধ বিঘ্ন সংঘটিত হয়। কোন কার্য্যের প্রারম্ভ হইতেই নিযুক্ত থাকিয়া যিনি তাহাতে সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সেই কার্য্যে তাঁহার যেরূপ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, অন্য ব্যক্তি তাঁহার অপেক্ষা সমধিক বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হইলেও, তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন না এবং তাঁহার কার্য্য কখন সেরূপ সুফলপ্রদ হইতে পারে না।

কোন কার্য্যে সংযত হইবার পূর্ব্বে তাহা সামান্য বা অসাধ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করা বিবেচক ব্যক্তির কদাচ যুক্তি সঙ্গত নহে। "যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতেক অত্র দোষ" এই কথা স্মরণ করিয়া যথাশক্তি কার্য্য সম্পাদনে উদ্যোগী হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। নূতন কল্পনা কিম্বা কোন একটী নূতন বস্তুর আবিষ্কার দেখিয়া, এক কালে বিস্মিত হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকা উচিত নহে ; অন্যপক্ষে পরিণামের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, এক কালে তৎসম্পাদনে ব্যস্ত হওয়াও যুক্তি সঙ্গত নহে : যেহেতু যখন একটী কার্য্য অপরের দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়াছে, অবশ্য তাহা অন্যের দ্বারাও হইতে পরে ; কিন্তু যে ব্যক্তি প্রথম কার্য্যটী করিয়াছে, তৎসাধনে সে ব্যক্তি কি কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, অধিকন্তু কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বেই অগ্র পশ্চাৎ ভাবিয়া দেখা আবশ্যক, নতুবা অকস্মাৎ সে কার্য্যে নিযুক্ত হইলে, যথা সময়ে তাহা পূরণ হয় না, ও অকারণ জনসমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। কোন বিষয়ে সংযত হইতে হইলে, তাহার পরিণামের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া

পুনঃ পুনঃ তৎসম্বন্ধে মনে মনে আন্দোলন করা যুক্তি সঙ্গত, যেহেতু আপনার মনে যতক্ষণ না কোন একটী স্থিরসিদ্ধান্ত হই-তেছে, ততক্ষণ তৎসম্বন্ধে লোকের নিকট কোন কথা উত্থাপন করিলে, সাহানুভূতির পরিবর্ত্তে বিড়ম্বনাই লাভ হইয়া থাকে; লোক সমাজে, কিছু হইবার পূর্ব্বে, কোন বিষয়ের উল্লেখ করিলে, তাহার সম্মোহন শক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

নির্ব্বাচন।

শিক্ষায় জ্ঞানের উন্নতি হয়, মেধাশক্তি সকলের সমান নহে; এক ব্যক্তির চিত্র অঙ্কনে অনুরাগ, অন্যের পূর্ত্তকার্য্যে একান্ত আগ্রহ, এইরূপ জগতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোক ভিন্ন ভিন্ন শক্তি লইয়া জন্মলাভ করিয়া থাকে। একারণ যাহার যে বিষয়ে অনুরাগ, তাহাতেই তাহার প্রয়াস। এরূপ অবস্থায় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেকেই জাতীয় ব্যবসা বাণিজ্যে অনুরাগ দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু কাহার পক্ষে কোন ব্যবসায় সুবিধা হইবে, সর্ব্বাগ্রে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। বাল্যকাল হইতে আমরা পরস্পর যেরূপ ভাবে লালিত পালিত হইয়া থাকি, বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মেধা শক্তির যেরূপ বিকাশ হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, তাহাতে সম্ভবত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে না; কারণ, আমার যাহা অভি-প্রেত, জীবনে যদি আমি সেই বিষয়ে সংযত থাকি, ক্রমে ক্রমে অভিলষিত বিষয়ের উন্নতি সাধনে অবশ্যই আমার চেষ্টা ও যত্ন

আসিয়া পড়িবে, এবং তাহাতে অনিষ্টের সম্ভাবনাও অল্প ; অনুরাগ সহ কার্য্যে সংযত হইলে, সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী।

কোন কার্য্যের অনুষ্ঠানে দশ টাকার সংস্থান না করিয়া এবং ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিহীন হইয়া ভালমন্দ চিন্তা না করিয়া প্রবৃত্ত হইলে, কদাচ তাহাতে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না ; অধিকন্তু এরূপ অবিমৃষ্যকারীতার জন্য পরিণামে তাঁহাকে অনুতাপানলে দগ্ধ বিদগ্ধ হইতে হয়।

যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, তাহার আদ্যোপান্তের বিষয় ভাবিয়া দেখা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, অধিকন্তু তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট বিজ্ঞতা আছে কি না, অন্যের মুখাপেক্ষি না হইয়া সেই কার্য্য তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে কি না, এই সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য ; আর এক কথা, যে কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইবে, তাহা আপনার অভিপ্রেত ও আয়ত্তাধীন কি না, ইহাও ভাবিয়া দেখা আবশ্যক ; নতুবা অনিচ্ছা সত্বে কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইলে, সে কার্য্যে সেরূপ আগ্রহ থাকে না, এজন্য তাহা সুসিদ্ধ হইবার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে।

সংসারে সকলের অবস্থা সমান নহে, কেহবা দিনান্তে এক মুষ্টি অন্নে জঠরানল নিবৃত্তি করিতেছে, আর কাহারও বা চব্যচষ্য লেহ্য পেয়ে দিনাতিপাত হইতেছে ; এই নিয়মে এক জন অন্যের উপর আধিপত্য করিয়া থাকে, রাজা প্রজা এই সূত্রে সংগঠিত। জনসমাজে সদসৎ সকল প্রকারেরই লোক দেখিতে পাওয়া যায়, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন রাজধর্ম্ম ; রাজা প্রজাপুঞ্জের হিত কামনায় বিচারকের ব্যবস্থা করিয়া দেন, এবং বিচারাসনে বসিয়া বিচারক অপরাধীর দণ্ড মুণ্ডের হর্ত্তাকর্ত্তা, তিনি যাহার প্রতি

যে আদেশ করিবেন, তদ্দণ্ডে তাহা পূর্ণ হইবে। এইজন্য যিনি বিচারক পদে অধিষ্ঠিত হইবেন, বিদেশী বিজাতি হইলেও যে দেশের তিনি বিচারাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন, সেই দেশবাসীর কাহার কিরূপ প্রকৃতি, মতিগতি, কথাবার্ত্তা, তৎ প্রতি তাঁহার সবিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য; বিচারপতি যাহার বিচার করিতে বসিয়াছেন, তাহার বা তদ্দেশীয় ভদ্র ইতর লোকের স্বভাব চরিত্র কিরূপ যদি পূর্ব্ব হইতে তাঁহার পরিজ্ঞাত থাকে, তাহা হইলে বিচার কার্য্যে তাঁহাকে কোন প্রকার বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হয় না : নতুবা তাঁহাকে পদে পদে সন্দিগ্ধ হইতে হয়, এবং এরূপ অবস্থায় বিচারক সুবিজ্ঞ ও বিচক্ষণ হইলেও,বিচার বিভ্রাটের সম্ভাবনা আছে। যে বিচারক জনসাধারণের অনুরাগ ভাজন হইতে পারেন, উচ্চ পদস্থ লোকের নিকট কোন বিষয়ে তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি না হইলেও, জগতে তিনি অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন, তাঁহার সে সুনাম কখনও বিলুপ্ত হইবার নহে।

ভাগ্য-প্রবাহ কাহার কখন কোন পথে ধাবিত হইবে, তাহার কিছু মাত্র স্থিরতা নাই; অথচ মনুষ্য মাত্রেই ভাগ্যের অধীন। বাল্যজীবন হইতে যে যুবা নিজ জীবনের লক্ষ্য স্থিরীকরণ করিতে সমর্থ, তাহার অপেক্ষা ভাগ্যবান আর কেহই নাই। কারণ, ভবিষ্যতের প্রতি যাহার সম্যক্ দৃষ্টি আছে, কোন প্রকারে তাহার পদস্খলনের সম্ভাবনা নাই, সামাজিক বা অন্য কোন প্রকার অনিষ্ট তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না, এরূপ যুবক নিজের গন্তব্য পথে অগ্রসর হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে, সাংসারিক বাধা বিপত্তি সম্মুখীন হইলেও তৎসমুদয়ের প্রতি উপেক্ষা করিয়া আপন মনে চলিতে থাকে,—পার্থিব মায়ামোহে জড়িত

হইয়া, তাহার পদস্খলনের সম্ভাবনা নাই ; যেহেতু কোন প্রকার বিপত্তি সংঘটনের পূর্ব্ব হইতেই, সে ব্যক্তি মনে মনে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়া রাখেন। একের সহিত অন্যের আলাপ পরিচয় না থাকিলেও যখন পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ হয়, উভয়ে উভয়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে বাহ্যিক দৃশ্যে একরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া লয়। প্রথম সাক্ষাতে কাহার কিরূপ প্রকৃতি জানিতে পারা যায় না, তথাচ প্রয়োজন না থাকিলেও লোকে যখন অপরিচিত ব্যক্তির সহিত প্রথম দেখা করে, তৎকালে স্বাভাবিক ভাবের কথঞ্চিৎ বিকৃত ভাব দেখাইয়া থাকে। সংসার-জীবনে অপেক্ষাকৃত ধনশালী ও প্রতিভাপন্ন লোকের প্রতি সাধারণে অধিকতর অনুরাগ দেখাইয়া থাকে এজন্য লোকে আপনার প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখিয়া অপরিচিত ব্যক্তির নিকট কথঞ্চিৎ মান ও পদমর্য্যাদার গৌরব প্রকাশ করে—এ বিংশ শতাব্দীতে মনুষ্যের চরিত্র সম্বন্ধে এরূপ বাহ্যিক গরিমা প্রদর্শন সাধারণতঃ অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচিত হয় না।

ভাগ্যলক্ষ্মী কখন কাহার প্রতি সুপ্রসন্না হন, তাহার কিছুই স্থিরত্ব নাই। দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন ব্যক্তি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া যথাশক্তি পরিশ্রম করিয়াও মূলধন নষ্ট করিয়া ফেলেন, সুবিধামতে অন্য কার্য্যে সংযত হন, কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টে ক্ষতি ভিন্ন লাভ ঘটে না ; এইরূপ একটা হইতে অন্যটায় প্রবৃত্ত হইয়া সঞ্চিত অর্থে বঞ্চিত হন, পরিণামে হয়ত ঋণজালে আবদ্ধ হইয়া মনকষ্ট পাইতে থাকেন।

সময়।

অনেকে সময়কে অর্থের সহিত তুলনা করিয়া থাকে, কাহারও সংস্কার যে সময়ই চরিত্র। যে ব্যক্তি সময়ের অসৎ ব্যবহার করে, সে ব্যক্তি অর্থ ও চরিত্র উভয় পক্ষেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কার্য্য করিবার যথেষ্ট সময় আছে; এই সিদ্ধান্তে যে ব্যক্তি সময়ের গতির প্রতি আদৌ দৃষ্টি রাখে না, চরিত্রহীন লোক যেরূপ সংসার যাত্রা নির্ব্বাহে পুনঃ পুনঃ কষ্ট ভোগ করে, তাহার অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিয়া থাকে। সংসারে জীবন ধারণ কার্য্যের জন্য, এ কারণ প্রতিমুহূর্ত্ত যাহাতে কার্য্যে নিয়োজিত হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক,মহাত্মা গোয়েথ আমোদ প্রমোদেও ক্ষণকাল যাপন করিতেন না, সময়ের প্রতিমুহূর্ত্ত তাঁহার কার্য্যে নিক্ষেপিত হইত, এই জন্য তিনি জগতে কর্ম্মিষ্ঠের দৃষ্টান্ত স্বরূপ রহিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, সময়ের যথাযথ ব্যবহার করিলে, কদাচ অভাব অনুভব হয় না; যে সময় বৃথায় নষ্ট হইয়া যায়, যদি সেই সময়ের যথাযথ ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে অনায়াসে আমরা সময়ের উপর জয়লাভ করিতে পারি। গত সময় যখন পুনরায় ফিরাইবার সম্ভাবনা নাই, তখন বর্ত্তমান সময়ের সদ্ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। নির্বোধ ও অলস ব্যক্তির পক্ষে সময় তস্করের কার্য্য করে, কিন্তু জ্ঞানী ও পরিশ্রমী লোকের সহায়তা করিয়া থাকে। মিঃ স্মাইল স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, কাজের লোক সময়কে অর্থ স্বরূপ বিবেচনা করে, বস্তুতঃ ইহা তদপেক্ষাও অধিক, যেহেতু আত্মকর্ষণ, আত্মোন্নতি ও সৎস্বভাবের ইহাতে উন্নতি হইয়া থাকে। সময়ের রীতিমত ব্যবহার করিলে, অনায়াসে বিরামের সাবকাশ পাওয়া যাইতে

পারে। নেলসন বলিয়াছেন, নির্দ্দিষ্ট সময়ের পনের মিনিট অগ্রে কার্য্য সম্পন্ন করায় তাঁহার সফলতা লাভ হইয়াছে। ফ্রাঙ্কলিন বলিয়াছেন, যদি জীবনের প্রতি অনুরাগ থাকে, তাহা হইলে সময়ের অপব্যবহার করিও না, যেহেতু সময়ের সমষ্টিই জীবন। জাইসিয়ার্ডিনী বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি সময়ের প্রকৃত সদ্ব্যবহার জানেন, তাঁহার পক্ষে জীবন অল্পস্থায়ী বলিয়া কখন বিবেচিত হয় না, যেহেতু সে ব্যক্তি সময়ে কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া, যথেষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন, এজন্য তাঁহার অভিযোগ করিবার কিছুই নাই। কোন কার্য্যের জন্য সহায়তার প্রয়োজন হইলে, যে ব্যক্তি অলসভাবে কালক্ষেপ করেন, অথবা যথেষ্ট সাবকাশ আছে বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন, তাঁহার নিকট কার্য্যের পক্ষে কোনপ্রকার সাহায্য লাভ হয় না; কিন্তু যে ব্যক্তি কার্য্যভারাক্রান্ত, সদা সর্ব্বদাই কার্য্যে ব্যস্ত, তাঁহার নিকট কার্য্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সহায়তা পাওয়া যায়। সার টমাস ফাউএল্ বক্স্টনের উক্তিতে আছে যে, যে ব্যক্তি যত অধিক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে, সে ব্যক্তি তত অধিকই কার্য্যক্ষম হইবে। পায়ের চলংশক্তি না রাখিলে পঙ্গু হইতে হয়, তালা ও চাবির ব্যবহার না থাকিলে, মরিচা ধরে; কিন্তু যতই তাহাদের ব্যবহার করা যায়, ততই তাহাদের চাকৃচিক বৃদ্ধি পায়। যে ব্যক্তি সময়ের প্রকৃত ব্যবহার বুঝিতে পারিয়াছে, সেই ব্যক্তিই মনের সুখে কালযাপনে সক্ষম, সেই ব্যক্তিই সময়ের উপর জয়লাভ করিয়া থাকে।

ফ্রাঙ্কলিন বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি সময়কে উপেক্ষা করে, সময় তাহার প্রতিই বাম হইয়া থাকে; গত সময় ফিরিয়া আসে না,

যথেষ্ট সময় আছে—এই ধারণায় কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না। অবসর লইবার ইচ্ছা থাকিলে, সময়ের উত্তমরূপ কার্য্যে ব্যবহারের আবশ্যক; জীবনের এক মুহূর্ত্তের প্রতি বিশ্বাস নাই, অতএব এক ঘণ্টা কাল বৃথায় নষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে। চেষ্টার ফিল্ডের আরল্ বলিয়াছেন যে, কোন কার্য্য উপস্থিত হইবামাত্র তাহা সম্পাদনে চেষ্টা করা উচিত, সম্ভবতঃ তাহা শেষ না করিয়া কোন প্রকারে ক্ষান্ত হওয়া বিধেয় নহে। যখন সময় অমূল্য এবং জীবন ক্ষণস্থায়ী, তখন সময়ের এক মুহূর্ত্তও বৃথা নষ্ট করা যুক্তিসঙ্গত নহে। বুদ্ধিমান লোক সময়ের প্রকৃত ব্যবহার জানেন, তাঁহারা কদাচ আলস্যে কালযাপন করেন না; আলস্য—পাপের সোপান, আনন্দের বশবর্ত্তী হইয়া লোকের বুদ্ধি শুদ্ধির লোপ পাইয়া যায়। ব্যবসায়ী যদি তাঁহার আপন ব্যবসার প্রতি সম্পূর্ণ দৃষ্টি না রাখিতে পারেন, সমস্ত কাজ কর্ম্মের ভার কর্ম্মচারী বা অন্য কাহারও হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ব্যবসায়ে তাহার অনুরাগ নাই। ব্যবসাদার ব্যবসা চালাইয়া আনন্দ উপভোগ করেন; যদি ব্যবসার প্রতি তাহার অনুরাগ না থাকে, তাহা হইলে কদাচ সে সুখ সম্ভোগ করিতে পারেন না, অধিকন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া যথাসর্ব্বস্বে বঞ্চিত ও অর্থ হীনতার জন্য পরিণামে কষ্টভোগ করেন। ভাগ্যক্রমে যদি পুনরায় কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া, কার্য্যান্তরে হস্তক্ষেপ করেন; তাহা হইলে তাঁহার পূর্ব্বানুষ্ঠিত নিষ্ফলতার কথা স্মৃতিপথে জাগ্রত থাকিলেও বিষয়ান্তরে নিযুক্ত থাকায় নবোদ্যম ও উদ্যোগে কার্য্য করিতে পারেন; এরূপ অবস্থায় যদি তাঁহাকে পূর্ব্ব কথার উল্লেখ করিয়া কেহ কোন কথা বলে,

অবশ্যই তখন তাঁহাকে অনুতপ্ত হইতে হয়। বিবেচক ব্যক্তি এরূপ অবস্থায় তাঁহার বর্ত্তমানের কথাই বলিয়া থাকেন। পুনঃপুনঃ ক্ষতি স্বীকার করিয়াও যে ব্যক্তি একমাত্র আশায় ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া লাভের প্রত্যাশায় উৎসাহ সহ কার্য্যে সংযত হইয়াছেন, সেরূপ লোককে পূর্ব্বকথা তুলিয়া ব্যবসা সম্বন্ধে কোন কথা বলিলে তাঁহার মনক্ষুণ্ণ করা হয় মাত্র। এরূপ অবস্থায় সৎপথে থাকিয়া কার্য্য করিলে,অবশ্যই উন্নতি হইবে—এবম্বিধ আশ্বাসবাক্যে তাহাকে কার্য্যে সংযত থাকিবার জন্য প্রবোধ বাক্য বলা বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য। এজন্য কথোপকথন কালেও ব্যাহিক ভাবে তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা সূচক কোন প্রকার ভাবভক্তি প্রকাশ করা কোনমতে বিধেয় নহে।

ব্যবসাদার মাত্রেই কার্য্যের অনুষ্ঠান কালে আড়ম্বর করিয়া থাকে; প্রকৃত পক্ষে নাম ডাক না হইলে, ব্যবসায় প্রতিপত্তি লাভে ব্যাঘাত ঘটে। এরূপ অবস্থায় যাহা সম্ভবপর এবং যাহা লোকের মনে অতিরঞ্জিত বলিয়া বিবেচিত না হয়, এইরূপ ভাবেই কার্য্য করা সঙ্গত; নতুবা শুদ্ধ আড়ম্বরে কোন কার্য্যই হয় না, অধিকন্তু সময়ে তাহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। ব্যবসায়ী মাত্রেই সৎপথে থাকিয়া কার্য্য চালাইতে আরম্ভ করিয়া থাকে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে বিফল মনোরথ ও ভগ্নোৎসাহ হইলে তাঁহার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পাইয়া যায়। বাহ্যাড়ম্বরে যে ব্যক্তি ব্যবসায় সূত্রপাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার যদি প্রবঞ্চনায় ঘৃণা থাকে, সময়ে সেই ক্ষতি পূরণ হইতে পারে; কিন্তু ধর্ম্মের প্রতি না চাহিয়া যে কোন উপায়ে হউক, তাহা পূরণ করিতে যাহারা চেষ্টা পাইয়া থাকে, তাহারা অধর্ম্মের প্রশ্রয় দিয়া

সাধারণের ও আপনাদেরই অনিষ্ট করে। 'বড় হইতে হইলে ছোট হও'—এই কথা স্মরণ রাখিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে, তাহাতে ক্ষতি স্বীকারের বিশেষ সম্ভাবনা নাই। যেহেতু সে ব্যক্তি পদে পদে আপনাকে অন্যের অপেক্ষা হীন জানিয়া, ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে থাকেন। যে ব্যবসাদারের ধর্ম্মে লক্ষ্য আছে, তাঁহার কাজ কর্ম্ম তাদৃশ সুবিধা-জনক না হইলেও, সহসা সে ব্যক্তির মূলধনে ব্যঞ্চিত হইবার কোন প্রকার সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না। এরূপ লোক সতত সাবধানতার সহিত নিজ ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিয়া, সুদীর্ঘ সময়ে দশটাকার সংস্থান করিতে পারেন। আর যে ব্যবসায়ীর ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য নাই, তাহার ব্যবসা কখন শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন হয় না, হয়ত সময়ে এককালে নষ্টও হইয়া যায়। আমোদ প্রমোদ মনকে কুপথগামী করে; মনে অসৎভাবের উদ্রেক হইলে, শরীরও সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইয়া যায়; মনের সহিত শরীর সংশ্লিষ্ট, এ কারণ হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হইতে না হইতেই, তাহার প্রক্রিয়া সর্ব্ব শরীরে বিক্ষিপ্ত হইয়া আমাদের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সেই সুখ উপভোগে সহায়তা করে। শরীরের সহিত যখন চিত্তের সংশ্রব রহিয়াছে হৃদয়ে আনন্দের বিকাশ হইবামাত্র তাহার প্রক্রিয়া শরীরের উপর বিক্ষিপ্ত হয়।

যুবা ব্যক্তি ব্যবসায়ে সংযত হইয়া বিশেষ পরিশ্রমসহ কার্য্য করিলে অবশ্য লাভের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু যদি কোন সূত্রে তাহার আমোদ প্রমোদে আনুরক্তির সঞ্চার হয়, তাহা হইলে ব্যবসার পক্ষে বিঘ্ন ঘটে, যুবক ব্যবসায়ী কার্য্যসূত্রে দশ টাকা লাভ হইতেছে জানিয়া, নির্দ্দিষ্ট আয়ের কতকাংশ আমোদে ব্যয়

করিতে ইচ্ছুক হইয়া—আপনার ও ব্যবসার উভয় পক্ষে অনিষ্ট করিয়া থাকে। যে মূলধন লইয়া কার্য্য আরম্ভ করা হয়, যতক্ষণ না সেই টাকা তুলিয়া লওয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অলেস্থ কার্য্যে এক পয়সাও ব্যয় করা কোন মতে উচিত নহে ; কার্য্যসূত্রে আজ যাহার দশ টাকা লাভ হইতেছে, হয়ত কাল তাহাতে কতক ক্ষতি হইতে পারে, এ সকলের প্রতি দৃষ্টি না থাকায় সামান্ত ব্যয়ে অনিষ্টের আশঙ্কা নাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া, যে ব্যবসাদার অবৈধ কার্য্যে অর্থ নষ্ট করে, সময়ে তাহার ও ব্যবসার উভয় পক্ষে অনিষ্ট ঘটে। যতক্ষণ ব্যবসা সূত্রে নিযুক্ত থাকিতে হয়, উত্তরোত্তর তাহার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে চিন্তা করা কর্ত্তব্য ; যুবক ব্যবসাদার আপনার কার্য্যের প্রতি অমনোযোগী হইয়া তাশ, পাশা বা অন্য কোন ক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া যে সময়ের অপব্যবহার করে, প্রকৃতপক্ষে সে সময় স্বীয় অনুষ্ঠিত ব্যবসার প্রতি মনোযোগী হইয়া ক্ষেপণ করিলে, সহসা কোনপ্রকার অনিষ্ট ঘটিতে পারে না। বিশপ হল বলিয়াছেন, "প্রতিদিনই আমাদের জীবনের অংশ, এই পুনঃ পুনঃ দিনের সমষ্টিতে আমাদের জীবন পূরণ হইয়া থাকে। অতএব প্রতিদিন কোন না কোন কার্য্যে সংযত থাকিয়া সময়ের সদ্ব্যবহারে যাহাতে দিনাতিপাত হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা সকলেরই কর্ত্তব্য।"

অর্থনীতি।

জ্ঞানী লোকের হাতে টাকা পড়িলে তাহা শক্তিস্বরূপ কার্য্য করে, কিন্তু নির্ব্বোধ ধন সম্পত্তির অধিকারী হইলে, পার্থিব ছলনা

ও প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া যায়। কৃপণ অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইয়া থাকে, অপব্যয়ীর হস্তে সঞ্চয় হয় না; প্রকৃতপক্ষে উভয়েরই হস্তে অর্থের অপব্যয় হয়। গোল্ডস্মিথের "বি" নামক প্রবন্ধে উল্লেখ আছে যে, কৃপণদিগের সম্মান বা সত্তার প্রতি আদৌ দৃষ্টি নাই, তাহারা কেবলমাত্র সঞ্চয়েই আনন্দ উপভোগ করে, অন্যবিধ সুখের আস্বাদন ইহজীবনে তাহারা সম্ভোগ করিতে পারে না। উন্মাদ যেমন পার্থিব সকল সুখভোগ উপেক্ষা করিয়া, কল্পিত চিন্তায় চিত্ত নিমগ্ন রাখে, কৃপণের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটে। কৃপণতা সম্বন্ধে ডিন সুইফ্‌ট নিম্নলিখিত গল্পটী বর্ণনা করিয়াছেন;—একটী বৃদ্ধ কৃপণের এক পালিত দাঁড়কাক্ ছিল। সেই দাঁড়কাক্ স্বর্ণমুদ্রা দেখিতে পাইলেই, একটী গর্ত্তের মধ্যে জমা করিত। বায়সকে এইরূপ করিতে দেখিয়া এক বিড়াল জিজ্ঞাসা করিল, "দাঁড়কাক্! এই চক্‌চকে মুদ্রাগুলিতে তোমার কিছুমাত্র ব্যবহার দেখিতে পাই না, তবে তুমি অনর্থক এরূপ সঞ্চয় করিতেছ কেন?" বিড়ালের কথায় দাঁড়কাক উত্তর করিল, "ভাই বিড়াল! আমার প্রভু যখন এইরূপ চাক্‌চিক্যশালী মুদ্রায় তাঁহার সিন্দুক বোঝাই করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া রহিয়াছেন, মোহর সঞ্চয়েই যখন তাঁহার সুখ, তখন আমিই বা কেন না এরূপ করিব?"

টাকার প্রকৃত কোন মূল্য নাই, যে ভাবে রাখিয়া দেওয়া যায় সেই ভাবেই থাকে। কিন্তু এই টাকার বিনিময়ে কেহ ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়া বংশবংশাবলীক্রমে সুখ স্বচ্ছন্দে কালক্ষেপ করিতেছেন, কেহ বা ব্যবসায়ে খাটাইয়া দশ টাকার সংস্থান করিয়া লইতেছেন। ভাল মন্দ লোকের হস্তেই টাকার সৎ ও

অসৎ ব্যয়ের পরীক্ষা হইয়া থাকে। মহাত্মা কাউপার মুদ্রা ব্যবহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ধনী বা দরিদ্রে কিছুমাত্র বিভেদ নাই, ধনশালী ব্যক্তি যদি অর্থের সদ্ব্যয় না করিয়া, কেবল মাত্র সঞ্চয় করিয়া রাখেন, তাহা হইলে জগতের কোন কার্য্যই তাঁহা দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারেনা,—সে ব্যক্তি নগণ্যভাবেই দিনযাপন করেন; যক্ষের ধন উত্তরাধিকারীগণের জন্ম সঞ্চয় রাখিয়া কৃপণ ইহসংসার হইতে বিদায় লইয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে টাকা সিন্দুকের ভিতর তুলিয়া রাখিলে, তাহা কোন ব্যবহারেই আইসে না; কিন্তু যদি সেই টাকা বিচক্ষণতার সহিত ব্যবসা সূত্রে খাটান হয়,সময়ে সেই মূলধনের সমধিক বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এক পয়সা ব্যয় করিব না— এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া যাহারা নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া থাকে, তাহারা কখনও উন্নতি লাভ করিতে পারে না। অর্থ স্থায়ী নহে, সঞ্চিত অর্থ সময়ে অপহৃত হইতে পারে, এজন্য মূলধন যাহাতে খাটিতে পারে,তৎপ্রতি বিবেচনার সহিতকার্য্যকরা কর্ত্তব্য। প্রথম মুকুলিত বৃক্ষের মুকুলগুলি নষ্ট না করিলে, ফলের যেরূপ বৃদ্ধি হয় না; সেইরূপ অর্থ ব্যয় না করিলে, কদাচ অর্থাগমের সুবিধা হইতে পারে না। লোকে অর্থ উপায়ের জন্য বিদেশ যাত্রা করিতেছে, প্রাণের মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতেছে; চুরি, ডাকাতী, নরহত্যা প্রভৃতি পৈশাচিক কার্য্যেও পশ্চাৎপদ হইতেছে না, যে কোন উপায়ে ৫টাক দশ টাকা সংস্থান করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকে। প্রতারণা প্রবঞ্চনা প্রভৃতি গর্হিত কার্য্যেও লোকের নিবৃত্তি নাই, এরূপ দুঃসাহসিক নিকৃষ্ট কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াও অনেকে অর্থ সমাগমের উপায় করে; কিন্তু এ সকল কাজ কদাচ যুক্তিসঙ্গত নহে। সততা ও শিষ্টতাসহ পরিশ্রম করিলে কখন

তাহা নিস্ফল হয় না, শ্রমলব্ধ অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে।

কানে জল ঢুকিলে অন্য জল দিয়া যেমন তাহা বাহির করিতে হয়,সেইরূপ অর্থ ব্যয় না করিলে অর্থাগমের সুযোগ হয়না। আমার টাকা আছে কষ্ট পাইব না ভাবিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে কালযাপন সদ্বিবেচক ব্যক্তির পক্ষে সঙ্গত নহে; যাহাতে সেই টাকা ব্যবসা বাণিজ্যে বা অন্য কার্য্যে খাটাইয়া দশ টাকা অধিক সঞ্চয় হইতে পারে,তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। জনৈক গ্রীককবি বলিয়া গিয়াছেন যে, বিচক্ষণ ব্যক্তির কিছুমাত্র অভাব হয় না, যে ব্যক্তি হিতাহিত বিবেচনা করিতে সক্ষম, তিনিই অর্থের যথাযথ ব্যবহার জানেন। ধনকুবেরগণ! জ্ঞানীব্যক্তির নিকট অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা লও,অতুল ঐশ্বর্য্য নির্ব্বোধ ব্যক্তির পক্ষে অভিসম্পাতের কার্য্য করিয়া থাকে। কোন কল্পনা কার্য্যে পরিণতকালে অর্থের আবশ্যক হইয়া থাকে, যেহেতু যে ব্যক্তি সামান্য ধনে অধিকারী, সে ব্যক্তি সেই অর্থ ব্যয় করিয়া সম বা ততোধিক মূল্যের সামগ্রী ক্রয় করিতে পারেন। নশ্বর পৃথিবীতে অর্থ লোকের জীবন স্বরূপ, যে ব্যক্তি কাজ কর্ম্মে কোন সুবিধা করিতে পারিল না,সে ব্যক্তির কিঞ্চিৎ অর্থ থাকিলে এবং পরিণামের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ব্যবসাসূত্রে নিযুক্ত হইলে, হয়ত সময়ে দশ টাকা সংস্থান করিতে পারে। ভদ্র ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি অর্থদ্বারা খ্যাতি, বিশ্বাস, সুখ ও আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে,অর্থে না হইতে পারে, এমন কার্য্যই নাই; অধিক কি, অর্থ সাহায্যে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে। অর্থহীন ব্যক্তি পদে পদে কষ্টভোগ করে, কিন্তু সঙ্গতিপন্ন লোককে কখন সে যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। এজন্যই প্রবাদ আছে যে 'ধনীর মাথায় ধর

ছাতি, নিধ´নীর মাথায় মার লাথি' ইহজীবনে যে ব্যক্তি অর্থের সঞ্চয় বুঝিয়াছেন, তাঁহাকে মনস্তাপানলে কদাচ দগ্ধ হইতে হয় না। অধিকন্তু অনেক সময়ে তিনি মনের আনন্দ লাভ করেন।

সংসারে আমরা যখন যে কার্য্যে নিযুক্ত হই, প্রায় সকল সময়েই অর্থের প্রয়োজন হইয়া থাকে; হাতে পয়সা নাই, অথচ কোন একটী কার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য একান্ত অনুরাগ জন্মিয়াছে, এরূপ অবস্থায় যদি কোন সুযোগে অর্থের সংগ্রহ হয় এবং বিশেষ উদ্যম ও উৎসাহ সহ কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া যায়, এবং কোন প্রকারে এক পয়সা অন্যায় নষ্ট না হয়, তৎপ্রতি যদি সবিশেষ দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে সময়ে মূলধন তুলিয়া লইয়া, দশ টাকার সঞ্চয় হইতে পারে; এরূপ অবস্থায় সততা, ন্যায়পরায়ণতা, দানশীলতা, পরিমিততা ও স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন; নতুবা পদেপদে বিপত্তি ঘটিতে পারে। যে ব্যক্তি কায়িক ও মানসিক পরিশ্রমে দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া সংসারে গণ্য মান্য ও খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করেন, সে ব্যক্তি ধনশালীর বংশধর অপেক্ষা সসম্মানে মনের সুখে কালাতিপাত করিয়া থাকেন।

প্রাতরুত্থান।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একজন বিখ্যাত ডাক্তার স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, প্রাতরুত্থানে শরীরের পক্ষে অপকার হয়, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার এই মত সম্পূর্ণ ভ্রান্তিসূচক, যেহেতু প্রাতরুত্থানে স্বাস্থ্য, ধন ও জ্ঞানের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ফ্রাঙ্কলিনের উক্তি "সকাল সকাল শয়ন এবং সকাল সকাল শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলে, মানুষ ধনী, জ্ঞানী ও নিরোগী হইয়া থাকে।" কোলটন্ বলিয়াছেন,

"আমরা ইচ্ছা পূর্ব্বক শয্যায় যাই, কিন্তু ক্ষুণ্ণ মনে ইহা ত্যাগ করি, শয়ন কালে প্রত্যুষে উঠিব মনে মনে স্থির করিয়া রাখি, কিন্তু প্রভাতে বিলম্বে গাত্রোত্থান করিয়া থাকি।" বস্তুতঃ প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া সমস্ত দিন কাজ কর্ম্মে সুবিধা বোধ হয়। লর্ড লিটন্ বলিয়াছেন যে, তিনি অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করিতেন। যে ব্যক্তির প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গ হয়, সে ব্যক্তি সুখী, যেহেতু প্রভাতে প্রকৃতি পরিষ্কার, অভিনব ও মনোরম মূর্ত্তি ধারণ করে। সুকুমার শিশুর সহাস্য বদন সদৃশ তরুণ অরুণের শোভা বিকীর্ণ হইতে থাকে। যে ব্যক্তি প্রাতে উঠিয়া কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারেন, তিনি বয়সে প্রবীণ হইলেও তাঁহাকে বৃদ্ধ বলা যাইতে পারে না। হেরিক এই মর্ম্মে গীত গাইয়া ছিলেন ;—

"উঠ, দেখ—শিশিরবিন্দু কি সুন্দর ভাবে বৃক্ষে ও তৃণপুঞ্জে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে ; পুষ্পদাম সেই হিম বিন্দুতে সিক্ত হইয়া রবি-চ্ছবি দর্শন আশায় পূর্ব্বমুখী হইয়াছে ; এক ঘণ্টা অতীত হইল—প্রভাত হইয়াছে, এখনও তোমরা বেশভূষায় সজ্জিত হও নাই, অধিক কি এখনও শয্যা ত্যাগ কর নাই, ওই শুন—পক্ষীগণ সকলেই ঈশ্বরের স্তুতিগান করিতেছে।"

প্রসিদ্ধ চিত্রকর রুবেন্স অতি প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিতেন, গ্রীষ্মকালে তিনি চারি ঘটিকার সময় শয্যাত্যাগ করিয়া ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন; তৎপরে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া ভোজনের পূর্ব্বেই সুপ্রসিদ্ধ "ব্রেক্ ফাষ্ট স্কেচ" নামক অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কনে নিয়োজিত থাকিতেন। তিনি মধ্যাহ্ন ভোজনের পূর্ব্বে একঘণ্টা কাল মাত্র বিশ্রাম করিতেন, সারা দিন কার্য্য করিয়াও অবসন্ন হইতেন না, অধিকন্তু আনন্দ লাভ করিতেন। এইরূপে

নিয়মিত কার্য্যতৎপরতার সহিত পরিশ্রম করায়, তিনি জগৎ বিখ্যাত চিত্রকর বলিয়া লোকসমাজে ঘোষিত হইয়া ছিলেন।

কোন গতিকে প্রাতঃকালীন কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটিলে, সারাদিনই কার্য্যে মন নিবিষ্ট হয় না, এ কারণ বৃথায় দিনক্ষেপ হয়; কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, কার্য্য নিজ হস্তেই রহিয়াছে, অতএব অনর্থক সময় নষ্টের জন্য তাহা সম্পন্ন করিতে এক দিনের বিলম্ব হইল, এ অবস্থায় যাঁহার বেতনভোগী হইয়া কার্য্য করিতেছি, তিনি অকারণ সময় নষ্ট প্রযুক্ত তাঁহার এক দিনেরকার্য্য হানি হইয়াছে বলিয়া বিরক্ত হইতে পারেন। প্রভুর নিকট এইরূপে অপরাধী হওয়া ভৃত্যের পক্ষে নিতান্ত লজ্জার কথা। প্রাতরুত্থানে যে কত উপকার তাহা মিঃ ট্রোলোপ বিরচিত সাহিত্য ভাণ্ডারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারা যায়, তিনি ডাকঘরের দায়ীত্বজনক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সময়ের অধিকাংশ যাপন করিলেও অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান অভ্যাস করায়, কল্পনা, জীবনচরিত, ভ্রমণ বৃত্তান্ত সংক্রান্ত নানাবিধ পুস্তক রচনায় কিছুমাত্র ব্যাঘাত বোধ করেন নাই।

মনুষ্য প্রকৃতির প্রধান—নীতি, ইহার অপেক্ষা অভ্যাসবল আর নাই; যে ব্যক্তি যে ভাবে অভ্যস্থ হয়, তাহার কার্য্যপ্রণালীও সেই ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে প্রাতরুত্থানে আমরা সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে পারি, আলস্যযুক্ত হইয়া শয্যায় অনর্থক আমরা যে সময় নষ্ট করি, প্রাতরুত্থানের পর কার্য্যে নিযুক্ত হইলে, সময়ের যথাযথ ব্যবহার হইতে পারে; তবে সকল বিষয়েরই সামঞ্জস্য আছে, নির্দ্দিষ্ট সময় নিদ্রায় ক্ষেপণ না করিলে, স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে পারে; এ কারণ যাহাতে সকল দিক বজায় থাকে,

অথচ সময়ের কোন প্রকার অপব্যবহার না হয়, এরূপ ভাবে কার্য্য করা কর্ত্তব্য। সময় কাহারও মুখাপেক্ষী নহে, প্রভাতের পর মধ্যাহ্ন, মধ্যাহ্নের পর সন্ধ্যা ধারাবাহিক নিয়মে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। প্রভাত আলস্যে নষ্ট করিলে, মধ্যাহ্ন হয়ত সেই ভাবে কাটিতে পারে; দিবা ভাগের দুই ভাগ যদি বৃথায় নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে শেষ ভাগে কদাচ নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না, অধিকন্তু দৈব বিড়ম্বনায় অনেক সময় বিপত্তিও ঘটিতে পারে।

পত্র প্রণালী।

সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই স্থানে স্থানে বিদ্যালয়ের সংস্থাপিত হওয়ায়, লেখা পড়ার সমধিক উন্নতি হইতেছে। আজ কাল সকলেই বিদ্যা লাভে উৎসুক, বাস্তবিকই যে কোন কার্য্য করিতে হয়, সকল বিষয়েই লেখাপড়ার প্রয়োজন; লেখাপড়া না শিখিলে, জ্ঞানোন্নতি হয় না। এক পক্ষে পড়ার যেরূপ প্রয়োজন, অন্য পক্ষে লেখারও সেইরূপ আবশ্যক; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে পাঠের প্রতি লোকের যেরূপ অনুরাগ জন্মিয়াছে, এখনও হস্তাক্ষরের প্রতি সেরূপ লোকের আগ্রহ হয় নাই। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, অধিকাংশ লোকের হাতের লেখা ভাল নহে, এক্ষণে যাহাতে সত্বর শিক্ষালাভ হয়, অনেকেই এই বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া থাকেন; পাঠাভ্যাসে বিদ্যালাভ হয়, কিন্তু লেখা সময় সাপেক্ষ; অপরিচ্ছন্ন লেখা পাঠকের বিরক্তিকর হইয়া উঠে, কেহ আগ্রহের সহিত পাঠ করিতে স্বীকৃত হয় না, অধিকন্তু অন্য

সময়ের মধ্যে যাহারা অনেক লিখিবার চেষ্টা করে, তাহাদের লেখায় ব্যাকরণ শুদ্ধি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না, বাক্য-বিন্যাসের প্রতিও এরূপ লেখকের তাদৃশ লক্ষ্য থাকে না, তদ্ব্যতীত অনেক সময়ে বর্ণাশুদ্ধিও ঘটিয়া থাকে। কিন্তু যে লেখা পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও ব্যাকরণসঙ্গত, সে লেখা পাঠে মন প্রফুল্ল হয়। যাঁহারা লেখক বলিয়া লোকসমাজে প্রসিদ্ধি লাভে কামনা করেন, তাঁহাদের লেখার প্রতিদৃষ্টি রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য; যেহেতু তাঁহাদের লেখা আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়া লোকে কার্য্য ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া থাকে. যাহার সহিত কখন আলাপ পরিচয় নাই, ঘটনাক্রমে হয়ত তাঁহাকে পত্র লিখিতে হইল, এরূপ অবস্থায় হস্তাক্ষর যদি পরিচ্ছন্ন, ব্যাকরণসঙ্গত ও বিশুদ্ধ না হয়; তাহা হইলে শিক্ষিত ব্যক্তিও এরূপ অবস্থায় হতাদৃত হইয়া থাকেন, এজন্য লেখার প্রতি দৃষ্টি রাখা বিশেষ কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ ব্যবসা-সূত্রে কোন পত্রাদি লিখিতে হইলে, যে বিষয়ের কথা লিখিত হইতেছে, তাহা যাহাতে সুস্পষ্ট এবং মনোগত ভাব সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্ত হয়, তৎপ্রতি মনোযোগী হওয়া আবশ্যক, অধিকন্তু যাঁহাকে লেখা হইতেছে, তিনি যাহাতে সহজে বুঝিতে পারেন, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখাও বিধেয়, লর্ড চেষ্টারফিল্ড বলিয়াছেন পত্রগুলি যাহাতে সুচারু রূপে লিখিত হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত, যেহেতু আমোদ প্রমোদ বা ব্যবসা স্থলে যে সকল পত্রাদি লিখিত হয়, তাহাতেই লেখকের জ্ঞান বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এরূপ অবস্থায় যদি কোন প্রকার বর্ণাশুদ্ধি বা ব্যাকরণে ক্রটী ঘটে, তাহার অপেক্ষা নিন্দার ও লজ্জার বিষয় আর কিছুই নাই। পত্র লিখিয়া যাহাতে

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রূপে ভাঁজা ও মোড়া হয়, সে বিষয়েও দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। ব্যবসা সম্বন্ধীয় পত্রে ব্যাকরণ ভুল তাদৃশ গ্রাহ্যনীয় না হইলেও অন্যান্য পত্রে ব্যাকরণ ভুল কোন ক্রমেই মার্জ্জনীয় নহে।" স্যার আর্থার হেলপ সের উক্তি যে, কার্য্য সম্বন্ধে পত্র লিখিতে হইলে, যাঁহাকে লেখা হইতেছে, তিনি যাহাতে লেখকের মনের ভাব সহজে, ও সম্যকরূপে বুঝিতে পারেন এবং যে উদ্দেশ্যে পত্র লেখা হইতেছে, সবিশেষ জানিতে পারেন, তদ্বিষয়ে দৃষ্টির প্রয়োজন। ব্যবসা সম্বন্ধীয় পত্রে ব্যাকরণ ভুল তাদৃশ মারাত্মক হয় না। কিন্তু প্রয়োজনীয় বিষয়ে যদি কোন প্রকার ক্রটী ঘটে, তাহা হইলে তদ্দণ্ডে সেই ভ্রমের জন্য অনুতপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়, সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া পুনঃ পুনঃ তাহা ব্যাকরণসঙ্গত হইল কি না—দেখা আবশ্যক, যেহেতু তাহা সাধারণে প্রকাশ হইলে, সেই সামান্য ক্রটী লইয়া লোকে উপহাস করিতে পারে। ব্যবসা সম্বন্ধীয় পত্রের বিষয়ে মিঃ অণ্ডারসন্ বলিয়াছেন, "অক্ষরগুলি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন যাহাতে হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টির আবশ্যক, যে কথা দশছত্রে ব্যক্ত হয়, তাহা যদি দুই ছত্রে প্রকাশ করা যাইতে পারে এবং মনোভাব ব্যক্ত সম্বন্ধে কোন ব্যতিক্রম না ঘটে, সে বিষয়ে লক্ষ রাখা আবশ্যক, ব্যবসাদার কাজের কথা চায়, সুদীর্ঘ বাক্যচ্ছটায় তাহার কিছু মাত্র আবশ্যক হয় না, অধিকন্তু সে ব্যক্তি সদা সর্ব্বদা নিজ কার্য্যেই ব্যস্ত থাকে, পত্রাদির লিপিচাতুর্য্যে তাহার চিত্তাকর্ষণ করে না। এজন্য পত্র লিখিবার কালে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন, কোন বিষয় সংক্ষেপে জানিতে পারিলে, কেহ তাহার, সুদীর্ঘ ব্যাখ্যা শুনিতে ইচ্ছা করে না।

তুচ্ছ বিষয়।

তুচ্ছ জিনিসের প্রতি যে ব্যক্তি উপেক্ষা করেন না, সময়ে সেই ব্যক্তিই জগতে সম্মান, প্রতিপত্তি লাভ করিয়া থাকেন। সচারাচর আমরা সামান্য বস্তুর প্রতি আদৌ লক্ষ্য রাখি না, অধিকাংশ স্থলে অগ্রাহ্য করিয়া থাকি; কিন্তু যে ব্যক্তি এই সামান্য বস্তুর প্রতি বিশেষ যত্ন রাখেন, সময়ে ইহা হইতে তাঁহার বিশেষ উপকার সাধিত হয়। "যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, হলেও হইতে পারে কষিত কাঞ্চন।" সামান্য জিনিসের যত্ন দ্বারা এই পদের সার্থকতা হইতেছে। বাণিজ্য, সাহিত্য ও শিল্প সকল বিষয়েই তুচ্ছের প্রতি দৃষ্টির প্রয়োজন। কোন কার্য্যে ব্রতী হইতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে শিক্ষানবিশী করিতে হয়; এরূপ অবস্থায় যে ব্যক্তি তুচ্ছ সামগ্রীর প্রতি অবহেলা করেন না, সময়ে সেই ব্যক্তিই উন্নতি লাভ করিয়া থাকেন। একগাছি করিয়া তৃণ সঞ্চয় করিয়া পক্ষী তাহার কুলায় নির্ম্মাণ করে; এক পয়সার সঞ্চয়ে সময়ে বহুমুদ্রা সঞ্চিত হইতে পারে। যে ব্যক্তি ছিন্ন বস্ত্রে তালি দেয় না, সময়ে তাহাকে বস্ত্রের জন্য কষ্ট পাইতে হয়। অপচয়ের প্রতি যাহার লক্ষ্য না থাকে, সে ব্যক্তির গৃহে লক্ষ্মী স্থিতি হয় না। সমান্য কাষ্ঠে অগ্নি প্রজ্জলিত হয়, কিন্তু এক কালে স্তুপাকার কাষ্ঠ সেই আগুনে নিক্ষেপ করিলে, তাহা নির্ব্বাণ হইয়া যায়। ডাঃ জনসনের উক্তি, "যে কোন বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ কর না, সময়ে তাহা হইতে উপকার পাইবে; পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা হইতে কিছু না কিছু শিক্ষালাভ হয়।" ব্যবসায় যত্ন করিলে, মুদ্রার সঞ্চয় হয়; এক মুহূর্ত্ত যদি নষ্ট

করা না হয়, তাহা হইলে সময়ের জন্য কখনও কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না।" ফ্র্যাঙ্কলিন বলিয়াছেন, 'যে ব্যক্তি বিনা কার্য্যে এক মুহূর্ত্ত নষ্ট করে সে ব্যক্তি এক দিনে সহস্র মুদ্রা লাভে বঞ্চিত হয়। সামান্য ছিদ্রে সুবৃহৎ অর্ণবপোত জলমগ্ন হইতে যায়। লঘু আঘাতে মহান বৃক্ষ ধরাশায়ী হয়। বিন্দু বিন্দু জলপাতে সুদৃঢ় প্রস্তরখণ্ড বিদীর্ণ হইয়া যায়।" সামান্য দ্বারা মহৎকার্য্য সাধিত হয়, কিন্তু মহৎকার্য্যে সামান্য কখন সাধিত হয় না। ইয়ং বলিয়াছেন, "সামান্যের প্রতি তুচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিও না, বালুকণা হইতে পর্ব্বত গঠিত হয়, মুহূর্ত্তের সমষ্টি বৎসরে পরিণত হইয়া থাকে, এই সামান্য লইয়াই জীবন সংগঠিত হইয়াছে।" যখন সামান্য হইতে মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হয়, তৎকালে সকলেরই সামান্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা বিধেয়;—সামান্য জিনিসে দৃষ্টি রাখা সম্বন্ধে স্যার হেনরি টেলার এই গল্পটী লিখিয়াছেন:—"ম্যানচেষ্টারের জনৈক বিখ্যাত ব্যবসায়ী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া জনৈক ভদ্র লোকের একটী বাটী ক্রয় করিয়া ছিলেন। বিক্রয় সম্বন্ধে লেখাপড়ায় এইরূপ সর্ত্ত ছিল যে, বাটীতে যেখানে যে জিনিস যে ভাবে সাজান আছে, ঠিক সেই ভাবে থাকিবে; কোন সামগ্রী স্থানান্তরিত করা হইবে না। তিনি বাটীখানি দখল করিবার সময় দেখিতে পাইলেন যে, একটী দেউল সংলগ্ন আলমারী স্থানান্তরিত করা হইয়াছে, তদ্দণ্ডে তিনি বাটী বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ খানে যে আলমারিটী ছিল, তাহা সরান হইয়াছে কেন? কে সরাইল?' গৃহস্বামী উত্তর করিলেন, 'মহাশয়! আপনি যখন সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন, তৎপক্ষে ইহা

অতি তুচ্ছ।" তাহার প্রত্যুত্তরে ব্যবসায়ী কহিলেন, 'মহাশয়! আজীবন যদি এই সামান্যের প্রতি আমার লক্ষ্য না থাকিত, তাহা হইলে কখনই এ সম্পত্তি আমি ক্রয় করিতে পারিতাম না। আর এক কথা—অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, হয়ত আমার মত যদি আপনার সামান্যে দৃষ্টি থাকিত, তাহা হইলে আপনাকে এই বহু মূল্য সম্পত্তি আজ হস্তান্তরিত করিতে হইত না।' "

বেকনের উক্তি সৌভাগ্য সোপান আকাশে ছায়া পথ সদৃশ, ছায়া পথ যেরূপ কতকগুলি অদৃশ্য তারকা মণ্ডলী মাত্র, দৃষ্টি পথে পতিত না হইলেও তাহারা জ্যোতি প্রদান করে, সেইরূপ মনুষ্যের যৎসামান্য কয়েকটী পুণ্য বা সৎক্রিয়া সঞ্চিত হইয়া সৌভাগ্যের বিকাশ হইয়া থাকে। ভাগ্যলক্ষ্মীর সম্মান করা কর্ত্তব্য, বিশ্বাস ও খ্যাতি এই দেবীর দুহিতা স্বরূপ। "ফরচিউন্ অফ্ নিজেল" পাঠে জানা যায় যে, এক খানি সুবৃহৎ কাগজ একটী সূক্ষ্ম কলমে লিখিয়া পূর্ণ করা যাইতে পারে। যাহারা শস্য ব্যবসায়ী তাহারা তুষের প্রতি লক্ষ্য রাখে। গোল্ডস্মিথ্ বলিয়াছেন, "অর্থ ও সম্মান প্রার্থীর সৎ, পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী হওয়া আবশ্যক।"

স্বাবলম্বন।

স্যার হাম্‌ফ্রে ডেভি বলিয়াছেন, "আত্ম নির্ভরে এই সম্মানলাভ করিয়াছি, আমি ইহাতে কোন অহঙ্কার করিতেছি না, প্রকৃতই সরল চিত্তের কথা বলিতেছি।" যে ব্যক্তি স্বাবলম্বনে কৃতীমান ও যশস্বী হইতে পারেন, সে ব্যক্তিই সগর্ব্বে অনায়াসে এই কথা

বলিতে পারেন। প্রকৃত পক্ষে সংকার্য্যে নিয়োজিত হইলে সর্ব্বাগ্রে আপনার উন্নতি সাধিত হয়। সহযোগী ছাত্রবৃন্দ সকলেই এক শিক্ষকের নিকট শিক্ষা লাভ করে, শিক্ষক মহাশয় সকল ছাত্রকেই সমভাবে উপদেশ দিয়া থাকেন, কিন্তু যে ছাত্রের স্বাবলম্বনের প্রতি দৃষ্টি আছে, সময়ে সেই ছাত্রেরই উন্নতি হয়। পরের সাহায্য না লইয়া কার্য্য সম্পন্ন করিব, এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া যে ব্যক্তি কার্য্যে ব্রতী হয়, সময়ে সেই ব্যক্তি কৃতীত্ব লাভ করে। মনুষ্য মাত্রেই সদসৎ প্রবৃত্তির অধীন, যে ব্যক্তি সৎ প্রবৃত্তির প্রয়োগ দ্বারা, অসৎ প্রবৃত্তিকে দমন করিতে পারে, জগতে সেই ব্যক্তিই কার্য্যক্ষম। দোষের সংস্কার করিতে পারিলে গুণ আপনা হইতেই বিকাশ পায়। স্বাবলম্বন গ্রহণ করিতে হইলে যথেষ্ট জ্ঞান, হিতাহিত বিবেচনা শক্তি ও ভাল মন্দের ভেদাভেদে সমর্থ হওয়ার প্রয়োজন। কোন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলে, নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে যাহাতে তাহা সুসম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টির প্রয়োজন, কার্য্য উপস্থিত হইবা মাত্র যে ব্যক্তি তৎপরতার সহিত তাহাতে সংযত হয়, তাহার পক্ষে কোনপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হয় না; কিন্তু যিনি কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াও সময় আছে জানিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া থাকেন, পরিণামে তাঁহাকে সত্বর কার্য্য নিষ্পন্নের জন্য ব্যস্ত হইতে হয়, এরূপ অবস্থায় কার্য্য শেষ করিতে পারিলেও তাহা কখন সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। কার্য্য যতই সামান্য বা গুরুতর হউক না, যদি বিশেষ উদ্যম ও যত্নের সহিত তাহাতে সংযত হওয়া যায় এবং পরিশ্রমের পক্ষে কোন অংশে কোন প্রকার ত্রুটী না ঘটে, তাহা হইলে অবশ্য তাহা নির্ব্বিবাদে সুসম্পন্ন হইয়া যায়,—কোন প্রকার বিঘ্ন ঘটে না। জগতে যে

সকল লোকে স্বাবলম্বনে নির্ভর করিয়া কৃতীত্ব লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কেহ কখন কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ পদ হন নাই, শত সহস্র বিঘ্ন বিপত্তি সত্ত্বেও কার্যকে ব্রত স্বরূপ জানিয়া যে ব্যক্তি কায়মনে ব্রতী হইয়াছেন, তিনিই তাহাতে কৃতী হইয়া পরিণামে যশলাভ করিয়াছেন। ইয়ং বলিয়াছেন,"মানুষ যেকার্য্য করিয়াছে সকলেরই সেই কার্য্য করিবার অধিকার ও শক্তি আছে।" প্লুটস্ বলিয়াছেন, জ্ঞানীব্যক্তি ভাগ্য দ্বারা খণ্ডবিখণ্ডিত হইলেও বিঘ্ন বিপত্তি তাঁহার কার্য্যহানি করিতে পারে না।" লর্ড লিটন্, বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আত্ম-বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিতে পারে, তাহার উন্নতি অনিবার্য্য। নৌসঞ্চালন পক্ষে হাল যেরূপ প্রধান অবলম্বন, মনুষ্য জীবনে আত্ম-বিশ্বাস সেইরূপ কার্য্য করে। মিঃ ইমারসন বলিয়াছেন, "উন্নতির পদক্ষেপ কখনও স্খলিত হয় না, আত্ম-বিশ্বাসে ধর্ম্মের সাহায্য পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি পরের সহায়তা না লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়, বিঘ্ন বিপত্তিতেও তাহার কিছুমাত্র অনিষ্ট ঘটে না। আত্মনির্ভর ব্যক্তির প্রতি বিধাতা অনুকূল।"

স্বাবলম্বনের উপর নির্ভর করিয়া উন্নতি সাধন সম্বন্ধে শত সহস্র উদাহরণ পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যে ব্যক্তি কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া তদনুসারে চলিতে পারেন, তিনিই ধন্য! একটী আখ্যায়িকায় উল্লেখ আছে যে, "এক সেতুর ধারে ধীবরেরা ছিপ ফেলিয়া মৎস্য ধরিতে ছিল, তাহাদের পাশে মৎস্য পূর্ণ ঝুড়ি রহিয়াছে। একটী দরিদ্র বালক তথায় উপস্থিত হইয়া সাগ্রহ দৃষ্টে সেই মৎস্য পূর্ণ ঝুড়ির প্রতি চাহিয়া আপনার মনে বলিল, 'আহা! আমি যদি এই মৎস্যগুলি পাইতাম,

তাহা হইলে বাজারে বিক্রয় করিয়া ভরণ পোষণের সংস্থান করিতাম।' বালকটীকে এইরূপ আক্ষেপ করিতে শুনিয়া, এক জন ধীবর উত্তর করিল, 'ওহে ছোকরা, বুঝিয়াছি মাছ দেখিয়া তোমার লোভ হইয়াছে তুমি এইগুলি পাইবার জন্য মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করিতেছ; ভাল, আমি তোমার মনস্কামনা পূরণ করিতে পারি, কিন্তু তোমাকে আমার একটি কাজ করিতে হইবে।' ধীবরের মুখে এইরূপ আশ্বাসবাক্য শুনিয়া বালক সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়! অনুমতি করুন, আমাকে কি করিতে হইবে?' বালকের কথায় ধীবর বলিল, 'আর কিছুই নহে, আমার একটা কাজ আছে সারিয়া আসি, তুমি যতক্ষণ না আমি ফিরিয়া আসি, আমার এই ছিপ লইয়া মৎস্য ধরিতে থাক, আমি আসিয়া তোমার ইচ্ছামত মাছ দিব।' ধীবরের কথায় বালক তদ্দণ্ডে স্বীকৃত হইল এবং ছিপ লইয়া মৎস্য ধরিতে বসিল, ধীবরও অবিলম্বে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। বালক প্রতি মুহূর্ত্তেই মৎস্যের অপেক্ষায় রহিয়াছে কিন্তু একটীও মৎস্য ধরা পড়িতেছে না, এইভাবে থাকিয়া কিছুক্ষণ পরেই সে অধীর হইয়া পড়িল, অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছিপ গাছটী লইয়া বসিয়া রহিল। ধীবর আসিয়া তাহাকে মৎস্য দিবে, সে এই প্রত্যাশায় নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছে, এমন সময়ে একটী সুবৃহৎ মৎস্য তাহার বঁড়সীতে বিঁধিল, বালক খেঁচ মারিবার পূর্ব্বেই ধীবর তথায় আসিয়া পৌঁছিল এবং জল হইতে মৎসটীকে ডাঙ্গায় উঠাইল। পরে বালকের ইচ্ছামত ধীবর তাহাকে মৎস্য দিয়া বলিল, 'বালক! বৃথায় সময় নষ্ট কর, সে জন্যই তোমার অভাব। সময়ের সদ্ব্যবহার করিলে অন্নবস্ত্রের জন্য কখন দুঃখ পাইতে হইবে না;

তাহার প্রমাণ হাতে হাতে দেখিতে পাইলে। দেখ, আমরা কষ্ট স্বীকার করিয়া মৎস্য ধরিতেছি, তুমি বিনায়াসে সেই মৎস্যের ভাগীদার হইবার জন্য ইচ্ছা করিয়াছিলে, এখন তোমার আপন পরিশ্রমের ফল তুমি আপনি লাভ করিলে, মৎস্য লইয়া তোমার যাহা ইচ্ছা করিতে পার'" আর একটী আখ্যায়িকা এই ;—এক পিতৃমাতৃহীন বালক নিরাশ্রয় অবস্থায় দরজীর দোকানে উপস্থিত হইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিল, সেই দোকানে সর্ব্বসমেত নয় জন দরজী কাজ করিতেছিল ; তাহার কাতরোক্তিতে তাহাদের সকলেরই তাহার প্রতি দয়ার সঞ্চার হওয়ায়, প্রত্যেকেই তাহাকে একটী করিয়া অর্দ্ধমুদ্রা দান করিল, বালক সেই সাড়ে চারি টাকা পাইয়া ফল বিক্রয়ের ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইল। বিশেষ পরিশ্রম সাবধান ও পরিমিত ব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করায়, সেই দীন বালক সময়ে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিল।

যখন যে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হয়, অন্যের সাহায্য ব্যতীত যাহাতে আমরা তাহা সমাধা করিতে পারি, সে বিষয়ে মনোযোগী হওয়া সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। যাঁহার আদেশে কার্য্যভার গ্রহণ করিতেছি, তিনি আমার কার্য্য সুচারু রূপে সম্পন্ন হইলে অবশ্যই সন্তুষ্ট হইবেন ; প্রভু সন্তুষ্ট হইলে পরিশ্রম জন্য পুরস্কার লাভ হইবে। পরিশ্রমের ফল বৃথায় যায় না, শ্রম করিলেই তাহাতে কিছু না কিছু লাভ হইবেই হইবে, প্রকৃতির যখন ইহাই নিয়ম, তখন সাধ্যমত একমাত্র স্বাবলম্বনের প্রতি নির্ভর করিয়া কার্য্যে ব্রতী হওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। কার্য্যে হস্তক্ষেপ কালে তাহা যত গুরুতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কার্য্যক্ষেত্রে যতই আমরা অগ্রসর

হইতে থাকি উত্তরোত্তর ততই তাহা সহজসাধ্য হইয়া আইসে, তখন আর তাহা গুরুভার বা অসাধ্য বলিয়া অনুমিত হয় না। যে ব্যক্তি স্বাবলম্বনের উপর নির্ভর করিয়া, কার্য্যভার গ্রহণ করে, ঈশ্বর তাহার সহায় হইয়া থাকেন, স্বাবলম্বনে যদি জগদীশ্বরের অনুগ্রহ ভাজন হইতে পারা যায়, তাহা হইলে নশ্বর মনুষ্যের সহায়তার জন্য ব্যাকুল হইবার প্রয়োজন কি ?

সুযোগ।

কতকগুলি লেকের ধারণা যে,সময় মতে সুবিধা হইয়া থাকে ; এজন্য সুযোগের মুপোপেক্ষি হইয়া থাকিতে হয়। পরিশ্রমী ও উৎসাহী পুরুষ সে অপেক্ষায় থাকেন না, তাঁহারা কার্য্য করিতে করিতেই সুবিধার অবসর পাইয়া থাকেন ; সুবিধার জন্য তাঁহাদিগকে বসিয়া থাকিতে হয় না।

কার্য্য করিব সঙ্কল্প করিয়া যে কার্য্যে ব্রতী হয়, তাহার পক্ষে সুবিধা আপনা হইতেই হইয়া আসে। ভাল সময় না আসিলে, কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব না, এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া যাঁহারা সেই শুভ সময়ের প্রতীক্ষা করেন, তাঁহাদের অদৃষ্টে অনেক সময়ে কার্য্য করাই হয় না। এক কালে দ্রুত গমন অপেক্ষা ধীরে ধীরে যাইলে, বহু পথ যাওয়া যাইতে পারে। আমেরিকাবাসীর প্রবাদ আছে যে, তাজা ডিম্বে তা দিয়া ফুটাইতে হয়, সুযোগ মতে কার্য্য করিলে তাহার ফল উপলব্ধি হইয়া থাকে। লাটিন উক্তি —"সুযোগ সন্ধান করিতে হইলে,সর্ব্বাগ্রে তাহার মস্তকের সম্মুখস্থ

কেশদাম সজোরে ধরিতে হয়, নতুবা সে সুবিধা ত্যাগ করিয়া মধ্যভাগের কেশের অপেক্ষায় থাকিলে নিষ্ফল হইবার সম্ভাবনা; যেহেতু সুযোগ এই মহাপুরুষের মস্তকের অগ্রভাগ মাত্র কেশ দ্বারা আচ্ছাদিত, তাহার পশ্চাৎ ভাগ এক কালে কেশ শূন্য। সুযোগ একবার ত্যাগ করিয়া যাইলে, সাধ্য সাধনায় আর তাহার দেখা পাওয়া যায় না। সাইসিয়ার্ডিনি বলিয়াছেন যে, কোন বস্তু গ্রহণে ইচ্ছা হইবামাত্র, তাহা সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য; যেহেতু যতক্ষণ না সে জিনিষটী করগত হইতেছে, ততক্ষণ তাঁহাতে আমার বলিবার অধিকার নাই। কোন জিনিষে অপ্রিয় জ্ঞান হইলে তদ্দণ্ডে তাহা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য; যেহেতু সময় ক্রমে হয়ত সেই জিনিষের জন্য তোমার কষ্ট হইতে পারে। যখন যেরূপ সুযোগ বুঝিবে, তখনই সেই ভাবে কার্য্য করা উচিত, নতুবা সময়ে সন্ধান না লইলে, অসময়ে পরিতাপ করিতে হয়। সময়ের অনুকূলে কাজ করিলে, কোন অসুবিধা ঘটে না; অসময়ে নানা বিঘ্ন বিপত্তির সংঘটনে, আমাদের কাজের পক্ষে গোলযোগ বাধিয়া থাকে।

ত্রুটী।

কার্য্যে সফলতা সম্বন্ধে ত্রুটীর মত শত্রু আর নাই। পত্রের প্রত্যুত্তর না দেওয়া, চিঠির সহিত আবশ্যকীয় কাগজ পত্র দিতে বিস্মৃত হওয়া, করার মত টাকা দিতে না পারা,—এই সকল সামান্য ত্রুটী হইলেও সংসারীর পক্ষে গুরুতর অনিষ্টকর। কার্য্য করিতে হইলে, এই সকল ত্রুটীর প্রতি লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

সেক্‌সপিয়ার লিখিয়াছেন,—"আবশ্যকীয় বিষয়ে কোন প্রকার ক্রটী ঘটিলে বিপদের দ্বার সম্যক উন্মুক্ত করা হয়, আমরা যখন নিশ্চিন্ত ভাবে স্বচ্ছন্দে কোন কার্য্য করিতেছি, এমন সময়ে অজ্ঞাতসারে সেই বিপদ আসিয়া উপস্থিত হয় ও একেকালে বিপন্ন করে। মনুষ্য জীবনে সৌভাগ্য প্রবাহের একবার মাত্র বিকাশ হয়; সে শুভক্ষণের সম্মিলনে যে ব্যক্তি কার্য্য করিতে সক্ষম, তাহারই প্রতি কমলা দেবীর কৃপা হইয়া থাকে, কিন্তু সে সময়ের একবার মাত্র উপেক্ষা করিলে ইহজীবন কষ্টেই যাপন করিতে হয়।"

যে ব্যক্তি যে কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, সুযোগ উপস্থিত হইলে বিশেষ দৃষ্টির সহিত তাহার কার্য্য করা কর্ত্তব্য। কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিলেই, সে ব্যক্তির ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। ব্যবসায় যদি অবহেলা করা যায়, তাহা হইলে কদাচ তাহা রক্ষা হয় না। বিশেষতঃ যাঁহারা ব্যবসা করিয়া জীবন ধারণ করেন তাঁহাদের পক্ষে আমোদ প্রমোদ একেকালে নিষিদ্ধ; যেহেতু এরূপ উৎসবে একপক্ষে অর্থব্যয়, অন্যপক্ষে সময় অপব্যয় জনিত ব্যবসার পক্ষে ক্ষতি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। কর্ম্মচারীর প্রতি বিশ্বাস করিয়া, যে ব্যক্তি আপনার কাজ কর্ম্মে অবহেলা করে এবং উদাসীন হইয়া থাকে, সময়ে তাহাকে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া অনুতাপ করিতে হইবে, ইহা স্থির নিশ্চয়। যাহার কর্ম্ম তাহার যদি তাহাতে মন নিবিষ্ট না হয়, তাহা হইলে সে ব্যবসার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিবার পদে পদে সম্ভাবনা।

বিঘ্নবিপত্তি।

মনুষ্যজীবন বিপত্তিসঙ্কুল। সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে পদে পদে বিঘ্নবিপত্তির সম্মুখীন হইতে হয়। যিনি সেই সকল বিঘ্ন বাধা অতিক্রম পারেন, জগতে তাঁহার অপেক্ষা সুখী পুরুষ আর কেহ নাই। কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে হইলে, বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম না করিয়া কদাচ তাহাতে সফলতা লাভ হয় না। কৃত সঙ্কল্প ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইয়া কোন কার্য্যে ব্রতী হইলে, ঘাত প্রতিঘাত অনিবার্য্য, বিঘ্ন বিপত্তি অবশ্যম্ভাবী। তাহার কঠোর হস্ত হইতে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। যে ব্যক্তি বুদ্ধি কৌশলে সেই সকল বিপদে পরিত্রাণ লাভ করিয়া নিজ কার্য্য সাধন করিতে পারেন, জগতে তাঁহার নাম চিরদিনের জন্য ঘোষিত হইতে থাকে। আমেরিকা আবিষ্কার কর্ত্তা কলম্বস জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া, আত্মীয় স্বজনের মায়া মমতা বিসর্জ্জন দিয়া, অলৌকিক সাহসে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহাকে এই আবিষ্কার কার্য্যে শত সহস্র বিঘ্ন বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, কিন্তু যখন তিনি পূর্ণ মনোরথ হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন, সকলের মুখেই তাঁহার প্রশংসা হইতে লাগিল। মিঃ কার্লাইল তাঁহার সম্বন্ধে যে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, অনন্তকালের জন্য তাহা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। বিপদকালে শক্তি ও ক্ষমতার বিকাশ পাইয়া থাকে, কোন একটী অলৌকিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, প্রথমতঃ সে কার্য্যটী যত দুঃসাধ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে তাহা

অপেক্ষাকৃত সুগম হইয়া পড়ে, পরিণামে যতই কার্য্যে অগ্রসর হওয়া যায়, যত কিছু বিঘ্ন বিপত্তি সেই অনুষ্ঠানের সহায় হয়।

মতান্তর।

যে ব্যক্তি যে কার্য্যে সংযত থাকেন, তাঁহার পক্ষে সেই কার্য্যের সমধিক উন্নতি বিষয়ে চেষ্টা পাওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু সচারাচর দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকেই সহসা মতান্তর করিয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় সম্পূর্ণ রূপে ক্ষতিগ্রস্থ হইবার সম্ভাবনা। এক স্থানে সংস্থাপিত বৃক্ষরাজি বা একান্নভুক্ত পরিবারবর্গের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে থাকে, কিন্তু তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ স্থানান্তরিত করিলে কদাচ তাহারা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না। প্রাচীন প্রবাদ যে আলোড়িত প্রস্তর খণ্ড শৈবালযুক্ত হয় না। ট্যাসার বলিয়াছেন, যে প্রস্তর খণ্ড সদাসর্ব্বদা বিচলিত হইয়া থাকে তাহাতে কখনও শৈবাল স্পর্শ করিতে পারে না। অন্যপক্ষে প্রভু ও ভৃত্যে পরস্পর পরিবর্ত্তন ঘটিলে পরস্পর তাদৃশ সদ্ভাব হয় না, এজন্য কিঙ্কর কখনও প্রভুর অনুরাগভাজন হইতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে, পরিবর্ত্তনে অনেক সময়ে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। একভাবে কার্য্য চলিতেছে, তাহার অপেক্ষা অধিক সুবিধার আশায় লোকে পরিবর্ত্তনের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে; এজন্য যে পরিবর্ত্তন দ্বারা সমধিক উন্নতিলাভ হইতে পারে, তৎপ্রতি প্রত্যেকেরই দৃষ্টি রাখা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। অধিকন্তু পরিণামে অবশ্যম্ভাবী উন্নতি বুঝিয়া যদি কোন প্রকার পরিবর্ত্তন করা যায়, তাহাতে মঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। আজকাল স্বদেশের

প্রতি লোকের লক্ষ্য পড়িয়াছে, আপাততঃ যাহা সুন্দর পরিণামে তাহার স্থায়ীত্বের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই আমরা তৎ সংগ্রহে উদ্যোগী হই ; আজ আসল নকলের ভেদ বুঝা যায় না। তাই সময়ে সময়ে অকৃত্রিম অপেক্ষা কৃত্রিমেরই আদর বাড়িয়া থাকে, বিক্রয়ের মুখেই ব্যবসার লাভালাভ, যখন যে জিনিষের কাটতি হইয়া যায়, তখন তাহার চলনও অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না ; এই হেতু তৎব্যবসায়ীগণ ব্যবসায়ে দুই পয়সা দেখিতে না পাইয়া এককালে ব্যস্ত হইয়া পড়েন, এরূপ অবস্থায় ব্যবসাসম্বন্ধে মতভেদ ঘটিলে সে ব্যবসার পতন এককালে অনিবার্য্য, নতুবা উত্তরোত্তর ক্ষতিগ্রস্থ হইবার সম্ভাবনা।

অসৎ সংসর্গ।

ক্ষচ প্রবাদ,—"বৎসরেক কাল খঞ্জভাবে চলিলে, খঞ্জ হইয়া যায়।" মানুষের খ্যাতি প্রতিপত্তি আচার ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। কথায় বলে যে, অসৎ সংসর্গের অগ্নি দগ্ধ না করিলেও মলিন করিয়া থাকে। আমরা কুসঙ্গে যে সময় নষ্ট করি, তাহাতে সমধিক অনিষ্ট ঘটে। এই অপব্যয় বশতঃ ভবিষ্যতের পক্ষে সমধিক অপকার হইয়া থাকে। যৌবন চাপল্যে যুবকবৃন্দ আমোদ প্রমোদে অনুরক্ত হইয়া যে সকল কলুষিত চরিত্রের পরিচয় দিয়া থাকে, এবং তৎকালে যদিও কেহ কেহ কষ্ট ভোগ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে, কিন্তু কালে সেই সকল অপকর্ম্মের জন্য তাহাদিগকে নিয়ত অনুতাপ করিতে হয়। যাহাদের সহিত, একত্র বসিতে বা দাঁড়াইতে হয়, তাহাদের

রীতি নীতি ও স্বভাব চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। যেহেতু এরূপ সংসর্গে একের স্বভাব অন্যে বর্ত্তিয়া থাকে ; আমার সহিত যাহার একত্র সহবাস, সে ব্যক্তি সময়ে আমার যাহা অভ্যাস এবং যাহাতে আমার আসক্তি, একে একে তৎসমুদায়ে অভ্যস্ত ও অনুরক্ত হইবার সম্ভাবনা। সমবয়স্কের সহিত একত্র কাল-যাপনে আনন্দ উপভোগ হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই ; কিন্তু বয়োধিকের সহিত একত্র থাকায় জ্ঞানলাভ হইবার কথা, যেহেতু সে ব্যক্তি সংসার সম্বন্ধে সমধিক বিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, এজন্য তাহার নিকট শিক্ষিত হইবার, সাধারণতঃ অনেক বিষয় আছে। এরূপ সংসর্গেও নির্ব্বাচনের প্রয়োজন, যাঁহাকে বয়োজ্যেষ্ঠ জানিয়া উপদেশ গ্রহণেচ্ছুক হইতেছি, তাঁহার চরিত্র ও কার্য্যপ্রণালী দূষ্য হইলে, আমার উপকার বিনিময়ে সমধিক অনিষ্টের সম্ভাবনা। যে সংসর্গে আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া জ্ঞান জন্মে, সেই সংসর্গে উন্নতিলাভ নিশ্চয়ই হইয়া থাকে। নিজের চরিত্র বিশুদ্ধ হইলেও, যখন আমরা অসৎসংসর্গে মিলিত হই, তখন তাহার পূতিগন্ধ আমাদের সর্ব্বাঙ্গে লিপ্ত হইয়া যায় ; এ অবস্থায় স্বীয় চরিত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য, নতুবা সমধিক অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে। অসৎসংসর্গ তামাকের ধূম সদৃশ, তুমি তামাক না খাইলেও যদি সর্ব্বদা ধূমপান স্থানে বসিয়া থাক, তাহা হইলে সময়ে তোমারও সেই অভ্যাস হইয়া যাইবে।

ঋণদায়।

ঋণগ্রস্থ ব্যক্তির আয়ের কতকাংশ উত্তামর্ণের প্রাপ্য। যে ব্যক্তি ঋণজালে জড়িত, সে ব্যক্তি কখনই আপনার অবস্থা অটুট রাখিতে পারে না। যাহার নিকট অর্থ কর্জ্জ লওয়া যায়, যতক্ষণ না সেই টাকা পরিশোধ হয়, সদা সর্ব্বদা তাহার নিকট সঙ্কুচিত ভাবে কাটাইতে হয়। একবার ঋণ-জালে জড়িত হইয়া পড়িলে, তাহা হইতে মুক্তিলাভ সহজে ঘটে না; সচরাচর দেখা যায় যে, এক ব্যক্তি এক স্থান হইতে কর্জ্জ লইয়া কাজ কর্ম্ম আরম্ভ করিল, তাহার মনে মনে স্থিরবিশ্বাস রহিয়াছে, যথা সময়ে সেই ঋণ শোধ করিবে, কিন্তু দৈব গতিকে এরূপ বিড়ম্বনা ঘটিল যে, এক ঋণদায় হইতে পরিত্রাণ পাইতে, তাহাকে অন্য ঋণে জড়িত হইতে হইল। একবার ঋণগ্রস্ত হইলে দিনে দিনে সেই ঋণের বৃদ্ধি হইয়া, পরিণামে অতিকষ্টে দিনাতিপাত করিতে হয়। ঋণ গ্রস্ত ব্যক্তি কদাচ মনের সুখ উপভোগ করিতে পারে না, পদে পদে করার মত টাকা দিতে হইবে, এই চিন্তায় তাহার শরীর জর্জ্জরীভূত হইয়া পড়ে; আহার বিহারে তাহার সুখ নাই, প্রতি মুহূর্ত্তেই মহাজনের তাগিদা তাহার স্মৃতিপথে জাগ্রত হইয়া তাহাকে ব্যথিত করিতে থাকে।

সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে, গৃহস্থ লোক ঋণগ্রস্থ না হইয়া, দিনযাপন করিতে প্রায়ই পারে না; যৎসামান্য আয়ে দুঃখে কষ্টে লোকের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হইতে পারে, কিন্তু সামাজিক বন্ধনের রীতি নীতি রক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে হইলে, অনেক সময়ে অর্থের অভাব হইয়া থাকে; নিতান্ত অভাবে না

পড়িয়া লোকে অপরের নিকট কর্জ্জ গ্রহণ করে না, অধমার্ণকে টাকা দেওয়া না দেওয়া উত্তমার্ণের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। আমার যাহা অভাব, পরিচিত এমন লোক অনেক আছেন, যাঁহাদের অবস্থা আমার অপেক্ষা উন্নত, মুখের কথা ব্যক্ত করিলেই তাঁহাদের অনুগ্রহে উপস্থিত দায় হইতে মুক্ত হইতে পারি, মনে মনে এইরূপ কল্পনা করি; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ সংসার তাহা নহে। যাহার অর্থ আছে, আমার ব্যথায় তাহার প্রাণ বিচলিত হইবে কেন? মৌখিক সদ্ভাব আছে জানিয়া, যখন এইরূপ পরিচিত কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট দায়ের কথা উল্লেখ করিয়া হস্ত প্রসারিত করিব, সে ব্যক্তির যদি আমার প্রতি বিশ্বাস থাকে, করার মত টাকা পরিশোধ করিতে পারিব বলিয়া যদি তাঁহার প্রতীতি জন্মে, তাহা হইলে তিনি হয়ত সাহায্য করিতে পারেন; কিন্তু যতক্ষণ না তিনি টাকা কর্জ্জ দিতেছেন, ততক্ষণ তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। যেহেতু সকলের প্রবৃত্তি সমান নহে, মৌখিক আলাপ পরিচয়ে অনেকেই বন্ধু বলিয়া সম্ভাষণ করে, কার্য্যক্ষেত্রে আদান প্রদান সম্বন্ধে এইরূপ লোকের প্রকৃতির সমক্ পরিচয় পাওয়া যায়। আমার অনুরোধ কদাচ উপেক্ষিত হইবে না, মনে মনে স্থির করিয়া এক পরিচিত ব্যক্তির নিকটে টাকা কর্জ্জ লইবার কথা উল্লেখ করিলাম; বন্ধু বলিলেন, "ভাই! আমার হাতে এখন কিছুই নাই। অন্ততঃ পাঁচ সাত দিন অপেক্ষা করিতে হইবে।" কেহবা বলিলেন, 'না ভাই! আমার নির্দ্দিষ্ট আয়, তোমাকে টাকা ধার দিলে—আমার চলিবে না।" কেহবা বলিলেন, "তুমি মাসে দশ টাকা উপায় করিতেছ, তবে তোমার কিসের অভাব?" অর্থের অনাটনে

পরিচিতের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া অভিলাষ পূর্ণ হইল না, একে একে সকলেই কোন না কোন ওজর দেখাইয়া আমাকে অপমান করিলেন, কাহারও নিকট আমার কথা রক্ষা হইল না, ইহাতে লোকের নিকট অনর্থক অপদস্থ হইলাম মাত্র।

যে ব্যক্তি ব্যথায় ব্যথী, পরের দুঃখে যাহার হৃদয়ে বেদনা লাগে, সেইরূপ লোকের নিকট মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, অনেক সময়ে সাহায্য পাওয়া যায়। কিন্তু এ জগতে সে দেব-প্রকৃতি বিশিষ্ট লোকের সংখ্যা অতি বিরল। স্বার্থময় জগতে সকলেই নিজস্ব রক্ষার জন্য চেষ্টা পাইয়া থাকে, আমার প্রকৃত অভাবে, আমি কষ্টভোগ করিব; আপনার সঞ্চিত অর্থে আমায় সাহায্য করিয়া অন্যে কেন নিজ সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইবে? ঘরের টাকা পরকে দিয়া যতদিন পর্য্যন্ত না সেই টাকা হস্তগত হই-তেছে, ততদিন সে ব্যক্তি কোন মতেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। টাকার মত জটিল সামগ্রী জগতে আর নাই, এই টাকার আদান প্রদানে সকল কার্য্য হইয়া থাকে; প্রকৃতি অনুসারে কাহারও অদৃষ্টে সুখভোগ, কেহ বা নিতান্ত কষ্টে দিনযাপন করে।

ডাঃ সামুয়েল জনসন ঋণসম্বন্ধে বলিয়াছেন,"ঋণ কেবলমাত্র যে অসুবিধার কারণ, তাহা নহে; অধিকন্তু ইহা দুঃখের আকর। দারিদ্র্যতা শুভ কর্ম্ম সম্পাদনে এবং অশুভ নিবারণে ঘোর প্রতিবন্ধক স্বরূপ; জ্ঞানী ও বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই দীনতার হস্ত হইতে মুক্তি লাভের চেষ্টা পাইয়া থাকেন। জীবনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত যে, কদাচ কাহারও নিকট ঋণ-গ্রস্ত হইব না।" আয়ের অপেক্ষা যাহাতে ব্যয় স্বল্প হয়, তৎপ্রতি

লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন। দারিদ্র্যতা মনুষ্য জীবনে সুখ-ভোগের প্রধান হন্তারক, পরিমিত ব্যয় এক পক্ষে শান্তির সদন, অন্য পক্ষে মহোপকারী। যে ব্যক্তি নিজের সাহায্য করিতে অক্ষম, সে ব্যক্তি কদাচ পরের উপকার করিতে পারে না। আমরা উপার্জ্জনের কতকাংশ অবশ্যই সঞ্চয় করিতে পারি। ফিলামন্ বলিয়াছেন, "আমি সর্ব্বাগ্রে স্বাস্থ্য, তৎপরে পর্য্যায়ক্রমে সৌভাগ্য ও সুখের কামনা করি এবং পরিশেষে প্রার্থনা করি—যেন কাহারও নিকট ঋণগ্রস্থ না হই।" ঋণ দায় পরিমিত ব্যয়ের উপর নির্ভর করে, দাতব্য খরচের ভুক্ত নহে; ঋণদায়ে জড়িত হইয়া দান করা কদাচ ভগবানের অভিপ্রেত কার্য্য নহে। দাতব্যরূপ সততা সংসারী হইবার সূত্রপাতেই শিক্ষা করিতে হয়। এরিষ্টটল্ বলিয়াছেন, "বন্ধুভোজনে অর্থব্যয় অপেক্ষা মহাজনের ঋণ শোধ করা যুক্তিসঙ্গত। অর্থ সঞ্চয় করা অপেক্ষা সহজে উপায় করা যাইতে পারে, কিন্তু ধনোপার্জ্জন হইবামাত্র, তৎসঙ্গে কতকগুলি অনাবশ্যকীয় খরচ পত্রের তালিকা উপস্থিত হইয়া থাকে। এজন্য যে ব্যক্তি দশ টাকার সংস্থান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার খরচের প্রতি এককালে বিদ্বেষ থাকা আবশ্যক।" যে ব্যক্তি পরিশ্রম দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করেন, তিনিই প্রকৃত টাকার আদর জানেন; তাঁহার হস্তে কখনও এক পয়সা অপব্যয় হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু যে ব্যক্তি শ্রম ব্যতিরেকে পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকেন, টাকার প্রতি তাঁহার তাদৃশ মমতা জন্মায় না, তাঁহার ব্যয়সম্বন্ধে ন্যায় অন্যায়ের প্রতি দৃষ্টি থাকে না। স্যাটার্ডে হারল্ডে লিখিত আছে—সংসারে অর্থের অভাব নাই, পরিশ্রম করিলেই ধন উপার্জ্জন হইতে পারে। বিজ্ঞ পিতা পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার জন্য

প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন, যেহেতু সময়ে পুত্র দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া জনসমাজে গণ্য মান্য হইবে। তখন তাঁহার কোন অভাব থাকিবে না, এই ভাবিয়াই তিনি ঋণগ্রস্থ হইতেও সঙ্কুচিত হন না। ঋণের প্রতি যাহাদের বিষদৃষ্টি, তাহারা কদাচ বিপদগ্রস্থ হয় না। প্রবাদ আছে—যে ব্যক্তি সুলভ ভাবিয়া অপ্রয়োজনীয় বস্তু ক্রয় করে, তাহাকে পরিণামে ঋণজালে জড়িত হইতে হয়; এ কথাটী সম্পূর্ণ সত্য। যে ব্যবসাদার খুচরা বিক্রয়ে অধিক লাভের আশায় এক কালে বহু সামগ্রী ক্রয় করে, পরিণামে তাহাকে ঋণগ্রস্থ হইতে হয়। যেহেতু হয়ত সময়ে দুই পয়সা পাইবে ভাবিয়া, এক কালে সমগ্র সামগ্রী ক্রয় করিল; কিন্তু বাজারে সে জিনিষের আদর না থাকায়, সে সময়ে সুবিধা দরে বিক্রয় হইল না; এরূপ সংঘটনে তাহাকে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইল। ব্যবসায়ে ক্ষতি হইলে, অবশ্যই ঋণজালে যে জড়িত হইতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আয় ব্যয়।

লোকের উপার্জ্জনের কিছুমাত্র স্থিরত্ব নাই, কিন্তু জীবন ধারণ করিতে হইলেই ব্যয়ের প্রয়োজন, এজন্য আমরা সামান্য যে সকল খরচ পত্র করি, তৎপ্রতি সম্যক্‌দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। পর্ব্বতের পাদদেশে স্বতার সঞ্চারে যে জলরেখা সমূহের সূত্রপাত হয়, সেইগুলি একত্র মিলিত হইয়া সময়ে সুবৃহৎ নদীতে পরিণত হইয়া থাকে, এইরূপ দৈনিক জীবনে আমরা যে সকল সামান্য খরচ প্রতিদিন করি, সেই গুলি একত্রে বহুব্যয়ে পরিণত হয়।

যৎসামান্য বলিয়া আমরা প্রথমে যাহা উপেক্ষা করি, পরিণামে তাহাই গুরুতর হইয়া থাকে; কিন্তু গুরুত্বে পরিণত হইলে তৎপ্রতীকারে কোন উপায় নির্দ্দেশ করা বড়ই সুকঠিন হইয়া উঠে, এজন্য সামান্যের সঞ্চারেই তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। লর্ড বেকন বলিয়াছেন, "লোক যদি মিতব্যয়ের উপর দৃষ্টি রাখিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার আয়ের অর্দ্ধেক মাত্র ব্যয় হইয়া থাকে; অধিকন্তু যদি তাঁহার সঞ্চয়ের প্রতি সম্যক্‌ দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে তিনি এক তৃতীয়াংশে প্রয়োজনীয় অভাব মোচন করিতে পারেন।"

জন লক বলেন, "যে ব্যক্তি আয়ের উপর নির্ভর করে, কোন প্রকার ঋণজালে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করে না, কি কার্য্যে কত টাকা ব্যয় হইতেছে, তাহার হিসাব পত্র রাখে, সে ব্যক্তির উদ্দেশ্য অবশ্য সিদ্ধি হয়।" টমাস কুলার বলিয়াছেন, "যাহা হস্তগত হইয়াছে, ব্যয়ের তালিকা তদনুসারে প্রস্তুত কর; ভবিষ্যতে টাকা আসিবে ভাবিয়া অতিরিক্ত ব্যয় করা কোন ক্রমে যুক্তি সঙ্গত নহে।" জাইসিয়ার্ডিনী বলিয়াছেন, "মিতব্যয়ীর পক্ষে অতিরিক্ত খরচ এক কালে হ্রাস করা কর্ত্তব্য।" লর্ড বর্লের উক্তি—আয়ের $\frac{২}{৩}$ অংশ সাধারণ খরচের জন্য ব্যয় কর, অবশিষ্ট অতিরিক্তি খরচে ব্যয় হইয়া যাইবে। সার হেন্‌রি টেলার সাংসারিক আয় ব্যয় সম্বন্ধে এইরূপ তালিকা দিয়াছেন;—স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে, ব্যয়ের তালিকা আয়ের অপেক্ষা কিছু ন্যূন করিয়া ধরিতে হয়। যে সামগ্রীর বিশেষ প্রয়োজন নাই, যে ব্যক্তি অর্থব্যয়ে সেই সামগ্রী সংগ্রহ করে, পরিণামে জগতে সেই ব্যক্তি নির্ব্বোধ বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির সঞ্চয়ের

প্রতি দৃষ্টি আছে, সে ব্যক্তির যতই অল্প উপার্জ্জন হউক না কেন, সময়ে তিনি দশ টাকার সংস্থান করিতে পারিবেন। লোকে তাঁহাকে ব্যয়কুণ্ঠ বলিলেও প্রকৃত পক্ষে তিনিই খরচ করিবার যোগ্য ব্যক্তি; যেহেতু হাতে টাকা থাকিলে, কোন একটী কার্য্য করিবার ইচ্ছা হইলেই তিনি করিতে পারেন; কিন্তু যাহার হাতে টাকা নাই, অপব্যয়ে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, টাকার অভাবে তাহার মনকষ্ট মাত্র ভোগ হইয়া থাকে।

বিশ্বাস।

আফ্রিকা দেশীয় প্রবাদ—যে ব্যক্তি যেখানে বাস করে, তাহার চরিত্র সেখানেই বিকাশ পায়। যাহারা সারল্য, সততা পরিত্যাগ করিয়া অসৎপথে অগ্রসর হয়, পরিণামে তাহাদিগকে অনুতপ্ত হইতে হয়। লোকের সহিত বিশ্বাস সহ কার্য্য করিব—সকলেরই এই ইচ্ছা; যে কোন ব্যক্তি কাহারও সহিত প্রথম আদান প্রদান করে, সততা ও সাধুতার সহিত কার্য্য করিবে স্থির জানিয়া, সে ব্যক্তি তাহাতে প্রবৃত্ত হয়, কাহারও সহিত কোন প্রকার প্রবঞ্চনা করিব—এরূপ কল্পনা করিয়া, লোকে কাহারও সহিত কার্য্য সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট হয় না, কিন্তু সংসারের গতি বিচিত্র, দিনে দিনে আদান প্রদানে কথামত কার্য্য করিতে না পারায়, করার মত টাকা দিতে অক্ষম হওয়ায়, চরিত্রে কলঙ্কের রেখা অঙ্কিত করিয়া থাকে। লোকলজ্জায় ক্রমে ক্রমে তাঁহার এরূপ চিত্তবিকার উপস্থিত হয় যে, সে ব্যক্তি নির্জ্জন প্রদেশে পলাইয়া নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা পায়; কিন্তু এই অসৎ চরিত্রের পরিচয় তথায়ও গোপন থাকেনা।

বিশ্বাসে জগৎ সংসার চলিতেছে, একে অন্যকে বিশ্বাস না করিলে, সাংসারিক কোন কার্য্য হইতে পারে না। সলোমান বলিয়াছেন, "সৎনাম মহামূল্য প্রলেপ অপেক্ষাও মূল্যবান,বিশ্বাসের উপর একমাত্র নির্ভর করিয়া বড় বড় ব্যবসাদারের কার্য্য চলিতেছে।" লোকে ধনী হইলেও অন্যের সাহায্যে তাঁহাকে নির্ভর করিতে হয়; যাহার সহিত আদান প্রদান সম্বন্ধে লিপ্ত থাকিতে হয়, সর্ব্বাগ্রে তাহার বিশ্বাসভাজন হইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; করার মত কাজ করিতে পারিলে, কোন পক্ষেই গোলযোগ হয় না; কিন্তু একবার কথামত যদি কার্য্য না করিতে পারা যায়, কোন গতিকে করার ভঙ্গ হয়, তাহা হইলে তাহার নিকট জীবনের মত অবিশ্বাসী হইতে হইবে। বারম্বার কার্য্যসূত্রে লোকের যে, বিশ্বাস লাভ করা যায়, একবার তাহা রক্ষা করিতে না পারিলেই সমস্ত বিশ্বাস নষ্ট হইয়া যায়। জগতে বিশ্বাস সদৃশ মূল্যবান বস্তু আর নাই, আমার অবস্থা যতই হীন বা নিম্ন হউক না কেন, যদি কথার ঠিক থাকে, তাহা হইলে অর্থের অভাব জানাইয়া যাহার নিকট যখন উপস্থিত হইব, তাহার নিকটে তখনই সাহায্য পাইতে পারিব, যেহেতু লোকের বিশ্বাস আছে যে, যেদিন ঋণ শোধ করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছে, সে দিনের আর অন্যথা হইবে না, বিঘ্নবিপত্তি সত্ত্বেও আমার প্রতিজ্ঞা পূরণ করিব। কথার ঠিক—এই বিশ্বাস বজায় রাখিয়া যে ব্যক্তি কার্য্য করিতে সক্ষম, তিনিই সংসারে যশস্বী হইয়া থাকেন।

মিতব্যয় ।

দরিদ্রের মিতব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। সামান্য বিষয়ে যাহার দৃষ্টি আছে, সময়ে সেই ব্যক্তি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া গণ্য মান্য হইতে পারেন। প্রবাদ আছে —ফাটা বাসন, গোটার মত স্থায়ী হইয়া থাকে। মিঃ লিওনার্ড হর্ণার বলিয়াছেন ;—সকল বিষয়ে স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতে হইলে, মিতব্যয়ের প্রতি লক্ষ্য থাকে না স্বীকার করি, কিন্তু মিতব্যয় আবশ্যক। তরলমতি লোকে মিতব্যয়ীকে ঘৃণা করিলেও, যে ব্যক্তি মিতব্যয়ী হইয়া অর্থসঞ্চয় করিতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বাধীনতা লাভ করিয়া থাকেন, স্বাধীনতা লাভ অপেক্ষা জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য আর কিছুই নাই। ফ্রাঙ্কলিন বলিয়াছেন, "মিতব্যয় বার্দ্ধক্যের সুখাসন। ধনী, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত সকল শ্রেণীর লোকেরই মিতব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, যেহেতু যে ব্যক্তির সামান্য খরচের প্রতি আদৌ লক্ষ্য থাকে না ; সামান্য ছিদ্রে জাহাজ যেরূপ জলমগ্ন হইয়া যায়, সেইরূপ ক্রমান্বয়ে অপচয় হইয়া তাহার যথা-সর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।" অতুল ধনাধিপতি যদি আয়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া ব্যয় করিতে থাকেন, কলসীর জল যেমন ঢালিতে ঢালিতে কমিয়া গিয়া পাত্র এককালে জলশূন্য হইয়া পড়ে ; সেইরূপ তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব সময়ে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে ; কিন্তু যাঁহার মিতব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি আছে, অন্যায় হিসাবে কখন এক পয়সাও অপব্যয় করেন না, সদাসর্ব্বদা সংস্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পরিশ্রমসহ কার্য্য করেন, সময়ে তাঁহার ধনাগার অর্থে পরিপূর্ণ হয়। টাকার সংস্থান হইলে, জগতে খ্যাতি প্রতিপত্তি সহজেই লাভ হইয়া থাকে।

খ্যাতি-অভিমান

মিঃ টমাস কার্লাইল বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন, তৎসম্বন্ধে অতি সামান্য লোকেও মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারে। রাজ্যাধিপতি প্রজাবৃন্দের বিরক্তির কারণ হইয়াছেন জানিতে পারিলে, তাঁহার সুখাভিলাষের হ্রাস হইয়া থাকে; তিনি মনের সন্তোষলাভ করিতে পারেন না। জগতে প্রত্যেক ব্যক্তিই অন্যের সম্মান ভাজন হইতে চেষ্টা পাইয়া থাকে।" স্যার হেন্‌রি টেলার লিখিয়াছেন যে, যুবকবৃন্দ লোকের নিকট সম্মান ও প্রীতিলাভের আশায়, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। প্রকৃত ভক্তি ও অনুরাগ লাভ করিতে হইলে, এরূপ প্রকারে অর্থ-ব্যয় করিলে কদাচ উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় না।

যে ব্যক্তি জগতে যশস্বী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে সাধারণের মাঙ্গলিক কার্য্যে সংযত থাকিতে হয়; কায়িক ও মানসিক শ্রম ও প্রয়োজন মতে অর্থব্যয় দ্বারা যে ব্যক্তি দশের উপকারে ব্রতী হন, সময়ে তাঁহার সুখ্যাতি জনসমাজে ঘোষিত হইয়া থাকে; সুনাম অপেক্ষা সংসারে আদরের বস্তু আর কিছুই নাই; কিন্তু ইচ্ছা করিলেই সে সম্মান লাভ করা যাইতে পারে না। যাঁহার সৎকার্য্যে লোকে প্রশংসা করে, দেশের দশজনে যাঁহার নিকট উপকৃত, তিনিই জগতে প্রকৃত যশস্বী। লোকে আমাকে সম্মান করিবে, এই উদ্দেশ্যে যাঁহারা অর্থব্যয় করেন, অনেক সময়ে তাঁহাদের দানের সঙ্গে সঙ্গেই খ্যাতির লোপ পাইয়া থাকে।

ব্যর্থ শ্রম।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়াবাসীদিগের প্রবাদ যে, ভাগ্যলক্ষ্মী অতিসূক্ষ্ম সূত্র কাটিয়া যে লুতাতন্তু প্রস্তুত করেন, তাহাতে জড়িত হইয়াই আবদ্ধ থাকেন। প্রকৃত পক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন একটী কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া যদি তাহা সম্পূর্ণ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে অর্থ ও শ্রম উভয়ই বৃথা নষ্ট হয়। সে ক্ষতির পূরণ করা অসম্ভব হইয়া উঠে। আমরা যখন যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করি, তাহা যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে বিধিমতে চেষ্টা করিয়া থাকি; কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই যে সকল বাহ্যাড়ম্বরের উদ্যোগ করি, অনেক সময়ে তাহাতেই বিড়ম্বনা ঘটিয়া থাকে। মহাকবি সেক্ষপীয়রে "কিং জন" নাটকে উল্লেখ আছে—বিশুদ্ধ স্বর্ণে রসায়ন, পদ্মে চিত্রকরণ, ভাওলেটে সুগন্ধ মিশ্রণ, বরফকে মসৃণকরণ, রামধনুতে রঙ্গ ফলান বা প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে শোভাবর্দ্ধন ইত্যাদি কার্য্যে যাঁহারা প্রয়াসী হন, তাঁহারা সময় বৃথা নষ্ট করেন, অধিকন্তু জনসমাজে তাঁহারা সেই কার্য্যের জন্য হাস্যাস্পদ হইয়া থাকেন।

সংসার যাত্রা নির্ব্বাহে সদা সর্ব্বদা নিস্ফলতার জন্য আমাদের উদ্যমভঙ্গ হইয়া পড়ে। তথাচ প্রত্যেকেই নিজ ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া পদে পদে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া থাকে। যাহার যেরূপ অবস্থা, সে ব্যক্তি যদি তদনুসারে কার্য্য করিয়া প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, তাহা হইলে নিস্ফল হইবার সম্ভাবনা নাই। যখন যে কার্য্য করিতে হয়, যথাশক্তি চেষ্টা করিয়া তাহা সম্পন্ন করা আবশ্যক, নতুবা অসম্পূর্ণাবস্থায় তাহা ছাড়িয়া দিলে, পূরণ হইবার পক্ষে নানাবিধ বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে।

কোন একটি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে, তৎসম্বন্ধে চিন্তা করা কর্ত্তব্য ; পুনঃ পুনঃ কোন বিষয়ের আন্দোলন দ্বারা অভিজ্ঞতা জন্মিলে, তৎকার্য্য সম্পাদন পক্ষে স্বভবতঃ ব্যাঘাত ঘটে না।

তৎপরতা।

শ্রম কখন বিফল হয় না। যে কার্য্য মনুষ্যের দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে,চেষ্টা করিলে—আমিও তাহা করিতে পারি, এইরূপ বদ্ধ-প্রতিজ্ঞ হইয়া যে ব্যক্তি কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়, সাংসারিক ঘাত প্রতিঘাতে, বিঘ্ন বিপত্তিতে তাহার কার্য্য সাধনে বিড়ম্বনা ঘটিলেও সময়ে তাহা সফল হইয়া থাকে। যে কার্য্য করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে তৎপরতার প্রয়োজন ; অলসভাবে সময় ক্ষেপ করিলে, সামান্য কার্য্যেও বিঘ্ন ঘটিতে পারে। কর্ম্ম করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া পড়িব, তথাচ নিশ্চিন্ত ভাবে বসিয়া থাকিব না ; এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া কার্য্যে ব্রতী না হইলে, তাহা কদাচ সুসম্পন্ন হইতে পারে না। জগতে অনেক লোক আছেন, যাঁহারা কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া—অনর্থক সময় নষ্ট করিয়া থাকেন ; কোন বিষয়ে চিন্তা করিবার তাঁহাদের শক্তি নাই, কোন পরামর্শ গ্রহণকালে তাঁহারা অন্যমনস্ক হইয়া পড়েন ; বর্ত্তমানে তাঁহা-দের মনস্তৃপ্তি হয় না, সদা সর্ব্বদাই ভবিষ্যতের মুখাপেক্ষী হইয়া কালক্ষেপ করেন ; বস্তুতঃ ইঁহাদের মত দুর্ভাগ্য আর কেহ নাই। কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সময়ের সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য ; কার্য্যে সংযত থাকিয়া যদি সময় কাটে, তাহাতে যে আনন্দ উপলব্ধ হয়, অকর্ম্মণ্য ভাবে বসিয়া থাকিয়া কদচ সে সুখ ভোগ হয় না ;

এজন্য সদা সর্ব্বদা কার্য্যে নিযুক্ত থাকা আবশ্যক। কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, যে পরিমাণে তাহা সমাধা হইতে থাকে, সেই পরিমাণে উৎসাহ ও অনুরাগের বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া যাঁহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, সমাজে তাঁহারাই ভদ্র বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন, যে ব্যক্তি পরিশ্রমে কাতর নহেন, সেই ব্যক্তিই কার্য্যক্ষেত্রে জয়পতাকা লাভ করেন। সলোমান বলিয়াছেন—"যে কার্য্যে নিয়োজিত আছ, যথাশক্তি তাহা সুসম্পন্ন করিতে চেষ্টা কর।" বেনজামিন ফ্র্যাঙ্কলিন কখনও সময়ের অপব্যয় করিতেন না, তিনি সমুদ্র যাত্রাকালেও কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। অভ্যাস ব্যতীত কোন কার্য্য হয় না, সহসা কার্য্যভার গ্রহণ করিলে, তাহা গুরুতর বলিয়া বিবেচিত হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি অধ্যবসায় ও তৎপরতা সহ তৎসাধনে উদ্যোগী, সময়ে সেই ব্যক্তি সেই কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া, যশস্বী হইয়া থাকেন। এককালে দশ ক্রোশ পর্য্যটন করা সকলের পক্ষে সহজ নহে, কিন্তু ধীরে ধীরে চলিলে—অনায়াসেই উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে। যাহারা পরিশ্রমে কাতর ও বৃথায় সময় নষ্ট করিতে ভালবাসেন, ইহ জীবনে তাঁহারা কদাচ উন্নতি লাভ করিতে পারেন না।

পরিশ্রম।

শ্রম নিষ্ফল হয় না; যে ব্যক্তি পরিশ্রম করেন, তাঁহার শ্রমলব্ধ বস্তু তিনি স্বয়ং এবং পৃথিবীর যাবতীয় লোক উপভোগ করিয়া থাকে। ইহা হইতে উৎকর্ষ শক্তির বৃদ্ধি হয়—এক ব্যক্তি যে

কার্য্য করিয়াছে, আমি তদপেক্ষা অধিক পারিব না কেন, তিনি যে ভাবে শ্রম করিয়াছেন, আমি ততোধিক পরিশ্রম করিলে, অবশ্য উদ্দেশ্য পূরণ হইবে— এইরূপ উৎসাহ ও অনুরাগের সঞ্চার হয়,অধিকন্তু ইহাতে জীবনের সহিত চরিত্রের সম্বন্ধ নির্ণীত হয়। পরিশ্রম প্রাকৃতিক নীতিসমূহের ভিন্ন ভিন্ন বিকাশ সংশ্লিষ্ট। বিখ্যাত ডাক্তার ব্যারো বলিয়াছেন—"বিবিধ উদাহরণে পরিশ্রমের প্রতি আমাদের অনুরাগ সঞ্চার হয় এবং তৎ অনুকরণে আগ্রহ হই; এই নিমিত্ত পরিশ্রম প্রশংসনীয় হইয়াছে। সমগ্র প্রকৃতিচরিত্র জগৎদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া আমাদিগের দৈনিক জীবনে বিকাশ পাইতেছে। হিতাহিত জ্ঞানহীন নিকৃষ্ট জীব, অধিক কি নির্জ্জীব জড় পদার্থ আমাদিগকে প্রতিনিয়ত পরিশ্রমের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতেছে। যেহেতু আত্মরক্ষা বা সাধারণের উপকারে, তাহারা অবিরত পরিশ্রম করে। যখন জগতে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট, চেতন অচেতন, স্থাবর জঙ্গম সকলেই কার্য্যে ব্যস্ত, সকলেই সৃষ্টিকর্ত্তার মহিমা প্রচারে নিযুক্ত রহিয়াছে, তখন আমরা আলস্যের বশবর্ত্তী হইয়া বক্ষস্থলে হস্ত রাখিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে শয্যায় পড়িয়া থাকিব কেন? জীব জন্তু সকলেই যদি জগতের হিত-সাধনে সংযত থাকে, তাহা হইলে তাহাদের অনুকরণ করা আমাদের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য; তাহাদের কার্য্য দেখিয়া আমাদের হৃদয় কার্য্যের জন্য উত্তেজিত করা কি কর্ত্তব্য নহে?" মিঃ স্মাইল উল্লেখ করিয়াছেন—"পরিশ্রম সৌভাগ্যের জননী।" স্যার টমাস ফাউয়েল বক্স্টনের উক্তি—"পরিশ্রমীর চেষ্টা, সৎপথেই অগ্রসর হইয়া থাকে।" ডেভন্যান্টের উক্তি—"প্রকৃতির সঞ্চিত সময়ের উপর তৎপরতার সহিত যে ব্যক্তি অধি-

কার করিতে সক্ষম, সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ।” কলম্ব্যান বলিয়াছেন, “জগতে অসাধ্য কিছুই নাই, পরিশ্রম দ্বারা সকলই সিদ্ধ হয়।” ফ্র্যাঙ্কলিনের মনের ভাব—আলস্য সকল কার্য্যই গুরুতর করিয়া তুলে, কিন্তু পরিশ্রমে সুগম করে; যে ব্যক্তির শয্যা হইতে উঠিতে বিলম্ব হয়, সে ব্যক্তি সারা দিন গুরুতর পরিশ্রম করিয়াও কদাচিৎ রাত্রে কার্য্য শেষ করিতে পারে; আলস্যের মন্থরগতি, এ কারণ অলস ব্যক্তি দারিদ্রতায় সত্বর আক্রান্ত হইয়া থাকে। জনৈক গ্রীক কবি বলিয়াছেন—“যে ব্যক্তি পরিশ্রমে সক্ষম,তাহাকে কদাচ হতাশ হইতে হয় না, আমরা পরিশ্রম ও তৎপরতার সহিত সকল কার্য্য করিতে পারি।” স্যার ডেভিড উইল্‌কি বুদ্ধির অপেক্ষা পরিশ্রমের বিশেষ গৌরব করিতেন। তাঁহার বন্ধু বান্ধব কেহ সাক্ষাৎ করিতে যাইলে, তাঁহাকে সদা সর্ব্বদাই গুরুতর পরিশ্রম করিতে দেখিতে পাইতেন; তাঁহারা তাঁহাকে আমোদ প্রমোদে অনুরক্ত হইবার জন্য আকিঞ্চন করিলেও তিনি তাঁহাদের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতেন। এক সময়ে তিনি জনৈক যুবক চিত্রকরকে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, যদি বুদ্ধি থাকে, পরিশ্রমে তাহা পরি-মার্জ্জিত হইবে; যদি না থাকে, অবিরত শ্রম দ্বারা সে অভাব পূরণ হইতে পারে। কোলটন বলিয়াছেন—“যে ব্যক্তি অবি-শ্রান্ত পরিশ্রমে সক্ষম, তাহার কদাচ কোন বিঘ্ন ঘটে না।” ডেভিড হিউমের উক্তি—“মনুষ্য যদি সময়ের সদ্ব্যবহার করে, তাহা হইলে কর্ষিত ক্ষেত্রের মত ফল লাভ হইবে; উর্ব্বর ক্ষেত্রে যদি আবাদ করা না হয়, সময়ে তাহা কণ্টকাবৃত হয়।” অবি-রত পরিশ্রম ব্যতিরেকে, কোন কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না; আমরা শশক ও কচ্ছপের গল্পে ইহার সুন্দর উদাহরণ পাইয়াছি। কচ্ছপের

গতি মন্থর, শশক দ্রুতগামী ; প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া এক কালে এক স্থান হইতে উভয়ে চলিতে আরম্ভ করিল, শশক কচ্ছপ অপেক্ষা নির্দ্দিষ্ট স্থানে সত্বর পৌঁছিবে স্থির জানিয়া, এক স্থানে নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করিতে লাগিল। এই সাবকাশে কচ্ছপ নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে,কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া কোন প্রকারে নিশ্চিন্ত থাকা কদাচ কর্ত্তব্য নহে ; অবিশ্রান্ত শ্রমসহ কার্য্য করিলে, বাধা বিপত্তি অনুকুল হইয়া থাকে। ফ্র্যাঙ্কলিন বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি আশায় নির্ভর করে, তাহাকে অনশনে প্রাণত্যাগ করিতে হয়, পরিশ্রম আকাঙ্ক্ষার মুখাপেক্ষী নহে।" জনৈক লাটীন কবি লিখিয়াছেন—শ্রম পরিণামে সকল বিষয়েই জয়লাভ করে, যাবতীয় বিঘ্নবিপত্তি প্রয়োজনমতে দমিত হয়। লর্ড ক্লারেণ্ডনের উক্তি—"পরিশ্রম দ্বারা লাভ হয় না, এরূপ কোন বিদ্যা বা বিজ্ঞান শাস্ত্র নাই ; পরিশ্রম দার্শনিকের পরেশ মণি।" ডাঃ সামুয়েল জনসন্ লিখিয়াছেন—অসার আশা ও আশঙ্কা উভয়ই সমভাবে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য, যে ব্যক্তি জগতে খ্যাতাপন্ন হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার ভাবা উচিত যে, খ্যাতনামা হইতে হইলে, বিঘ্ন বিপত্তি আছে , অতএব সেই পরিমাণে পরিশ্রমের প্রয়োজন। পরিশ্রম ব্যতিরেকে সফলতা লাভ হয় না, অবিরত পরিশ্রমে নিষ্ফল হইবার কদাচ সম্ভাবনা নাই। জনৈক বিসপের উক্তি—"যে ব্যক্তি সন্তান সন্ততিকে পরিশ্রমে অভ্যস্থ করিতে সক্ষম, তিনিই পুত্র কন্যাকে বহুমূল্য সম্পত্তির অধিকারী করেন।" ফ্র্যাঙ্কলিন বলিয়াছেন—"ধন উপায়ের পথ, হাটে যাইবার পথের মত প্রশস্ত, পরিশ্রম ও মিতব্যয়ের উপর ইহা নির্ভর করে।"

সময় বা অর্থের অপচয় করিও না, উভয়েরই সদ্ব্যবহার কর। পরিশ্রম ও মিতব্যয় ব্যতিরেকে কোন কার্য্য হয় না, কিন্তু এই দুইটী অবলম্বনে সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে।"

স্যার টমাস ফাউয়েল ব্যাক্‌ষ্টনের উক্তি—"আমি বাল্যকালে অসার আমোদজনক পুস্তক পাঠে কালক্ষেপ করিতাম; কিন্তু পরিণামে আমার লেখাপড়ায় এরূপ অনুরাগ জন্মিল যে, প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হইয়া যখন যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতাম,তখনই তাহা শেষ না করিয়া কখন নিবৃত্ত হইতাম না। আলস্য প্রযুক্ত পূর্ব্বে যে সকল বিষয়ে আদৌ মনোযোগী হই নাই, আমার পক্ষে অসাধ্য ভাবিয়া যাহা তৎকালে উপেক্ষা করিয়াছিলাম,এক্ষণে অনুরাগ সহ সেই সকল বিদ্যার অনুশীলনে, যথেষ্ট আমোদ উপভোগ করিতে লাগিলাম। তরুণাবস্থায় যে ভাবে দিনপাত হইয়াছিল, এক্ষণে মতিগতির পরিবর্ত্তন হওয়ায় জীবনের যত কিছু সুখ সৌভাগ্য ভোগ হইতে লাগিল। যদি কার্য্যে তৎপর ও পরিশ্রমী হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও, তাহা হইলে সম্পূর্ণরূপে তাহাতে নির্ভর কর। উত্তরোত্তর জ্ঞান সঞ্চয়ে যে আনন্দ উপভোগ করিবে, তাহা অন্য উপায়ে এ জীবনে কদাচ ভোগ হইবে না।"

পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য মহাত্মা লিগুসে বলিয়াছেন, "চতুর্দ্দশ বৎসরে আমার পিতৃমাতৃ বিয়োগ হওয়ায়, আমি সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় অবস্থায় সংসার পথের পথিক হইলাম। যৎসামান্য সাড়ে চারি শিলিং লইয়া গ্ল্যাসগো হইতে লিভারপুলে যাত্রা করিলাম। আমাকে দরিদ্র দেখিয়া ষ্টিমারের কাপ্তেন অনুগ্রহ করিয়া কয়লা সাজাইবার কার্য্যভার প্রদান করিয়া বিনা ভাড়ায় আমাকে জাহাজে স্থান দিলেন। যে ব্যক্তি জাহাজে আমার-

ম্যানের কার্য্য করিতেন, তিনি তাঁহার ভোজনের কিয়দংশ আমাকে খাইতে দিতেন, আমি সেই খাদ্য মহা উপাদেয় ভাবিয়া গ্রহণ করিতাম। পরিশ্রমলব্ধ রুটি খাইতেছি, ইহাতে আমার মন আরও প্রফুল্ল থাকিত। লিভারপুলে পৌঁছিয়া কোন কাজ কর্ম্ম না পাওয়ায়, প্রায় সাত সপ্তাহ দীনভাবে আমার দিন কাটিয়া গেল, পরে একজন ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ান আমাকে অনুগ্রহ করিয়া আশ্রয় দিলেন। ঊনবিংশ বৎসর বয়সে আমি জলযান ইণ্ডিয়া-ম্যানের ভার প্রাপ্ত হই; ত্রয়োবিংশ বয়সে জলপথের কার্য্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসি। অবিরত পরিশ্রম সহকারে কার্য্য করায় এবং অন্যের নিকট যেরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা করি, পরের প্রতি ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করায়, দিনে দিনে বহু অর্থের সংস্থান করিতে সক্ষম হই।"

সলোমানের উক্তি—"পৈত্রিক ধনসম্পত্তির অধিকারী না হইয়া, যে ব্যক্তি নিজ পরিশ্রমে দশ টাকার সংস্থান করেন, তিনিই জনসমাজে মহৎ নামে আখ্যায়িত হইয়া থাকেন। পৈত্রিক ধন নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি উপার্জ্জনে—অর্থ সংগ্রহে সক্ষম, তাহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়।"

"যে ব্যক্তি কার্য্যে ক্ষিপ্রহস্ত নহে, সদা সর্ব্বদা পরিশ্রমে কাতর, সে ব্যক্তির যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়া যায় এবং পরিণামে দরিদ্র বলিয়া পরিগণিত হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি তৎপরতার সহিত কার্য্যে সংযত হন, ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করেন। সৌভাগ্যের সমাগমে যে ব্যক্তি সঞ্চয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, তিনিই এ জগতে বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ; কিন্তু যে ব্যক্তি যে সময়ে সঞ্চয়ে উদাসীন হয়, তাহাতে মনসংযোগে আদৌ যত্ন

করে না, সেই ব্যক্তি পরিণামে লোকের উপহাসাস্পদ হইয়া থাকে।”

“যে ব্যক্তি আপনার জমী আপনি কর্ষণ করিতে পারে, সে নিজেই উদরান্নের সংস্থান করিয়া লয়; কিন্তু যাহারা তৎপ্রতি উপেক্ষা করিয়া আলস্যের দাসভাবে—পরমুখাপেক্ষী হইয়া দিন যাপন করে, কালক্রমে তাহাদের বুদ্ধিশক্তি লোপ পাইয়া যায়।”

“অলস! পিপীলিকার নিকট শিক্ষা লও, তাহার কার্য্য প্রণালী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া জ্ঞানলাভ কর! দেখ—পিপীলিকার কেহ অভিভাবক, চালক বা তত্ত্বাবধারক নাই; তথাচ সেই নিকৃষ্ট, তুচ্ছজীব নিজ বুদ্ধিবলে গ্রীষ্মকালে সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং শীতের প্রাদুর্ভাবে তাহাতেই জীবনধারণ করে! তাই বলি—নির্ব্বোধ, আর কত কাল নিদ্রা যাইবে? এ নিদ্রা ভঙ্গ না হইলে, তোমার সংসারে নিস্তার নাই।”

“জগতে উন্নতিলাভ করিতে হইলে, মিতব্যয়ী ও কর্ম্মিষ্ঠ হওয়ার প্রয়োজন।”

সঞ্চয়।

যে সকল সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে লোকে জগতে প্রশংসা ভাজন হইয়া থাকে, সঞ্চয় তাহারই অঙ্গ বিশেষ। জীবদ্দশায় উন্নতি অবনতি—ঘাত প্রতিঘাতের সম্মুখীন হইতে হয়, এজন্য উন্নতির সময়ে যাহাতে ন্যায্য ব্যয় হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া যাহার দশ টাকা সংস্থান হয়, সেই ব্যক্তি অসময়ে সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিয়া দীনতার কঠোর হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে

পারেন। ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিচক্ষণতা সহ যে ব্যবসা চালিত হয়, দিনে দিনে তাহার অধিকতর উন্নতি হইয়া থাকে ; মিতব্যয় এই শ্রীবৃদ্ধির মুলমন্ত্র। ডাঃ জনসন বলিয়াছেন—"মিতব্যয় বিজ্ঞতার দুহিতা, মিতাচারের সহোদরা এবং দানশীলতার জননী।" যে ব্যক্তির অপব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি নাই, অল্প দিনের মধ্যেই তিনি যথা সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া নিঃস্ব হইয়া পড়েন, দারিদ্র্যতার ভীষণ পীড়নে তাহাকে পরের অধীন হইতে হয়, তদ্ব্যতীত নানোবিধ দোষে তিনি জড়িত হইয়া পড়েন। আয়ের অধিক ব্যয় হইলেই, অভাব উপস্থিত হইয়া থাকে ; সে সময়ে পরিমিত ব্যয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সঞ্চয়ে দৃষ্টি না রাখিলে, পরিণামে দীনতার অত্যাচার অবশ্য ভোগ করিতে হয়। যথায় ন্যায়সঙ্গত মিতব্যয়ের অভাব, তথায় সঞ্চয় সম্বন্ধে সাফল্যের সম্ভাবনা নাই। প্রচুর ধন থাকিলেই ধন বৃদ্ধি হয় না, মিতব্যয়ের অভাব প্রযুক্ত দিনে দিনে সেই অতুল ঐশ্বর্য্য হ্রাস হইয়া যায়, অবশেষে সেই ধনাঢ্য ব্যক্তি নিঃসম্বল হইয়া দীনতার দারুণ কঠোরতা ভোগ করিয়া থাকেন। প্লেটোর উক্তি—"আত্মার ধ্বংস নাই, দেহ হইতে আত্মা বিমুক্ত হইয়া পুনরায় শরীরের অন্বেষণ করিতে থাকে, কিন্তু তৎকালে মৃত দেহের চলৎশক্তি লোপ হইয়াছে, এজন্য আত্মা দেহলাভে চেষ্টা করিলেও তাহাকে নিস্ফলঃ হইতে হয়। সেইরূপ অমিতব্যয়ী আমোদ প্রমোদ, বিলাসভোগ বাসনায় যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া, পরিণামে নষ্টধনের উদ্ধার আশায় বৃথা চেষ্টা পাইয়া থাকে, অধিকন্তু সে সময়ে শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট সকলের নিকটেই তাহাকে হতাদৃত হইতে হয়।

আকাঙ্ক্ষায় ধন বৃদ্ধি হয় না, তথাচ আমরা উচ্চ আশা হৃদয়ে ধরিয়া নিজ নিজ অবস্থা গোপন রাখিয়া, লোকসমাজে অধিকতর উন্নত অবস্থার পরিচয় দিয়া থাকি। যদি মানুষ ইহার সবিশেষ মর্ম্ম বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে কেহই উচ্চাভিলাষী হইত না। সঞ্চয় আমাদিগের পক্ষে যে কত উপকারী, দারিদ্রতা না আসিলে, তাহার গৌরব সম্যক বুঝিতে পারা যায় না। প্রবাদ আছে যে, যে ব্যক্তি মিতব্যয়ী এবং পরিশ্রমী, সে ব্যক্তি সঞ্চিত অর্থে অপরের ভূসম্পত্তি সমস্তই ক্রয় করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সঞ্চিত অর্থ ব্যতীত কি ব্যবসা বাণিজ্য, কি সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ, কোন কার্য্যই হইতে পারে না।

সতর্কতা।

ইটালিয় প্রবাদ যে, যে ব্যক্তি ধীরে ধীরে চলে, সে ব্যক্তি নিরাপদে যায়; যে নিরাপদে চলে,সে ব্যক্তি বহুদূর যাইতে পারে। অগ্রগামীর প্রতি যাহার আদৌ দৃষ্টি নাই, সে ব্যক্তি পশ্চাতে পড়িয়া থাকে; কিন্তু যে ব্যক্তি ভাবি সতর্কতার লক্ষণগুলির প্রতি মনোযোগী হয় না, সে ব্যক্তি জ্ঞাতব্য বিষয় কিছুই জানিতে পারে না, যেহেতু ভুল না হইলে, শিক্ষালাভ হয় না। যে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ ভ্রমে পতিত হইয়া সতর্ক হয়, প্রকৃত পক্ষে তাহার নিকটেই সতর্কতা সম্বন্ধে সবিশেষ শিক্ষালাভ হইয়া থাকে। চলিত কথায় বলে—বড়গাছে বড় ঝড় লাগে, তৃণাদির তাহাতে অনিষ্ট হয় না। "হুডিব্রাস্" পুস্তকে লিখিত আছে,—বৃদ্ধেরা বিজ্ঞতার সহিত বলেন--ভাগ্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাক, লক্ষ

প্রদানের পূর্ব্বে কোথায় পড়িবে—দেখা কর্ত্তব্য; যেমন বপন করিবে, সেই পরিমাণে ফসল পাইবে। স্কচ প্রবাদ—অপেক্ষা কর, তরঙ্গ বহিয়া যাইতে দাও। সতর্কতা সম্বন্ধে হোমার বলিয়াছেন—শক্তিতে পুরস্কার লাভ হয় না, কৌশলে তাহা লাভ হইয়া থাকে; কোন কার্য্যে তৎপর হইবার পূর্ব্বে বিজ্ঞতার প্রয়োজন। টেবল টক্ পুস্তক পাঠে আমরা জানিয়াছি যে,—এক জন মহামান্য ব্যক্তির সহিত একটী ভদ্র লোকের কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে দুই হাতে ঠেলিতে ঠেলিতে একটি গোবৎস লইয়া এক বালক তথায় উপস্থিত হয়। মহামান্য ব্যক্তি সেই ভদ্র লোকটীকে বলিলেন, "মহাশয়! ছোকরার হাত হইতে বাছুরটীকে এই ছাড়াইয়া দিই—দেখুন।" এই কথা বলিয়া তিনি বালকের দিকে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছোকরা! তুমি আমায় কি চিনিতে পার নাই? তবে যথাযথ সম্মান করিতেছ না কেন?" তদুত্তরে বালক বলিল, "প্রভু! একবার আমার বাছুরটীকে যদি ধরেন, তাহা হইলে আমি টুপি খুলিয়া আপনার উপযুক্ত সম্মান রক্ষা করিতে পারি।"

জ্ঞানী ব্যক্তি ভাল মন্দ উভয়ের প্রতিই লক্ষ্য রাখেন। তিনি সতর্কতার সহিত দৃষ্টি পাত করিয়া, কোনটী করা কর্ত্তব্য এবং কোন কার্য্য করা বিধেয় নহে, বিচার দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন।

যুক্তি।

মনোবৃত্তিতে চরিত্রের বিকাশ—ধীশক্তির পরিচয়; যে চরিত্রে প্রবৃত্তির স্ফুরণ হয় না, তাহা অসার; মেধা শক্তির বিকাশ না

হইলে, কোন কার্য্যই হইতে পারে না। মিঃ ডিসুরেলি যখন হাউস অফ্ কমন্সে প্রথম বক্তৃতা করিতে উঠেন, সভ্যগণ সকলেই তাঁহাকে তৎকালে অবজ্ঞা করিয়াছিলেন; অগত্যা তিনি আসন গ্রহণ করিয়া টুপি দ্বারা মুখ ঢাকিয়া রাখিয়া ছিলেন এবং তন্মুহূর্ত্তেই বলিয়াছিলেন—"এমন সময় আসিবে, যখন তোমরা সাগ্রহে আমার বক্তৃতা শুনিবে।" কালক্রমে তিনি নানা স্থানে বক্তৃতা দিয়া, পরিশেষে মহাসভায় প্রধান বক্তার পদ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। প্রবাদ আছে—লৌহ যে সময়ে উষ্ণ থাকে, সেই সময়ে তাহাতে ঘা মারিতে হয়। এক সময়ে এমন সুযোগ উপস্থিত হয় যে, সকল পক্ষে তাহাতে অনুকুল হইয়া উঠে। কারিকরের হাতে মুদ্গরের আঘাত যেমন ব্যর্থ হয় না, সেইরূপ ভবিষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে যুক্তি অবলম্বন করা যায়, তাহা প্রায়ই নিষ্ফল হয় না। যুক্তি সম্বন্ধে স্যার হেন্‌রি টেলর বলিয়াছেন—"দুই পথের কোনটী অবলম্বন করিব, যখন স্থির করিতে পারিতেছ না, তখন সুগম ও সুলভের প্রতি দৃষ্টি রাখাই কর্ত্তব্য।"

ডাঃ সামুয়েল জনসন বলিয়াছেন,—"ধর্ম্মাধর্ম্মের, অল্প বিস্তর চিন্তায় মানুষ বিচলিত হইয়া পড়ে; মিথ্যা যতই কেন সৌন্দর্য্য দ্বারা ভূষিত হউক না, তাহা পরিত্যাগ করা বিধেয়; যেহেতু অনুসন্ধান ও পরীক্ষার জন্য জীবনে অতি অল্পমাত্র সময় পাওয়া যায়। যে ব্যক্তি যে পদে বা কার্য্যে অধিষ্ঠিত বা সংযত আছে, সে ব্যক্তি যদি যথাশক্তি তাহার উন্নতি সাধনে চেষ্টা পায়, সময়ে তাহা হইতে সমাজের বিশেষ উপকার হইয়া থাকে; পথিক নতোন্নত ও কণ্টকময় পথে যতই ভ্রমণ করিতে থাকে, ততই গন্তব্য স্থানে

সন্নিকটে উপনীত হইতে পারে; কিন্তু যে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ গন্তব্য পথের পরিবর্ত্তন করে, তাহার অদৃষ্টে সুগম পথ অন্বেষণেই—দিবার আলোক শেষ হইয়া যায়; অধিক দূর অগ্রসর হইতে হয় না।

আলস্য।

কাউপারের উক্তি—"ঘণ্টা ও মিনিটের কাঁটাহীন ঘড়ি চলিলে বা বন্ধ থাকিলে, তাহাতে যেমন কোন কার্য্য হয় না, সেইরূপ অলস ব্যক্তিরও এ সংসারে আবশ্যক নাই। অলস ব্যক্তি কার্য্যের নাম শুনিলেই ভীত হয়, অথচ সেই কার্য্যের ফল ভোগের জন্য তাহার একান্ত আগ্রহ থাকে। যে ব্যক্তি গুরুতর পরিশ্রম করিয়া জীবনধারণ করে,সে ব্যক্তিই প্রকৃত সুখের আস্বাদন পাইয়া থাকে; যাহারা আলস্যের দাস, তাহাদের অদৃষ্টে কদাচ সে সুখ ভোগ হয় না।" বিশপ উইলবার্ ফোর্শ পরীক্ষা কালে ছাত্রদিগকে বলিয়াছিলেন;—"আমাদের প্রত্যেকেরই অল্পবিস্তর আরাম, আলস্য ও সুখের প্রতি অনুরাগ আছে। ব্যক্তি বিশেষে ইহার পার্থক্য থাকিলেও সকলেরই একই উদ্দেশ্য।" হেন্রি ক্রিস্ ওয়েল অলস ব্যক্তির চরিত্র সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন;—অলস ব্যক্তি বিরক্তি ও অনিষ্টের মূল। তাহার দ্বারা সমাজে কাহারও কখন কোন উপকার হয় না,অধিকন্তু কার্য্যময় দৈনিক জীবনে অলস ব্যক্তি প্রতিবন্ধক স্বরূপ; সে ব্যক্তি আমাদের কার্য্যক্ষেত্রের সম্মুখ পথে দাঁড়াইলে, আমরা ঘৃণার সহিত তাহাকে সে স্থান হইতে তাড়াইয়া দিই; তাহার দ্বারা কাহারও কোন উপকার হয় না। অন্যপক্ষে অলস ব্যক্তির দ্বারা কর্ম্মশীল

লোকে পদে পদে বাধা পাইয়া থাকেন, তাহার সংস্রবে কর্ম্মিষ্ঠ লোকেরা অসুখ বোধ করেন। সমাজের পক্ষে সে ব্যক্তি কণ্টক সদৃশ, একমাত্র সহৃদয় বন্ধুবান্ধবের গলগ্রহ হইয়া তাহাকে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়। আলস্য সম্বন্ধে ভল্ টেয়ার বলিয়াছেন ;—"যাহারা সময়ের অপব্যয় করে,তাহাদের গণনা ভ্রমপূর্ণ, এই জন্যই তাহারা জীবন ক্ষণস্থায়ী বলিয়া অভিযোগ করে; প্রকৃত পক্ষে এ সিদ্ধান্ত সঙ্গত নহে। কার্য্যে সংযত থাকিয়া আমরা জীবনের কর্ত্তব্য পালন করি, কিন্তু আলস্যে মৃতপ্রায় নিশ্চেষ্ট থাকি; কাষ্ঠ প্রয়োগে অগ্নির দাহিকা শক্তি স্থায়ী হয়, নতুবা নিশ্চয় তাহা নির্ব্বাণ হইয়া যায়। আত্মারূপ অগ্নিতে যদি শ্রমকাষ্ঠ সংযোজিত না করা যায়, তাহা হইলে আত্মার তেজ ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আইসে।"

ডাঃ সামুয়েল জনসন আলস্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন ;—"সম্ভবতঃ সাবকাশ মতে প্রত্যেক ব্যক্তিই অনুষ্ঠিত অসৎ কার্য্যের কথা স্মৃতি-পথে জাগ্রত করিয়া, কিয়ৎক্ষণ অনুতাপে কাটাইয়া থাকে ; যেহেতু সে ব্যক্তি অকর্ম্মণ্যতা যে মহাপাপ, তাহা সবিশেষ জানিতে পারে না ; একারণ আপনার বা অপরের প্রতি তাহার তাদৃশ দৃষ্টি থাকে না।" কোল্ টনের উক্তি—"আলস্যই অভাব ও লজ্জার সোপানস্বরূপ। অলস ব্যক্তি অর্থ ও সময় বৃথা নষ্ট করিয়া পরিণামে যে অশেষ যন্ত্রনা ভোগ করে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া জীবন যাপন করে, তাহার সময় সুখে অতিবাহিত হয়, কিন্তু যাহারা আলস্যের দাস, তাহারা ইহজীবনে, কদাচ সে সুখের অধিকারী হইতে পারে না।"

ইটালিয় প্রবাদ—যে ব্যক্তি পরিশ্রম করে, তাহাকে মন্দ

বস্তুঃ একটীমাত্র পিশাচ বিপথগামী করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু অলস ব্যক্তিকে শত সহস্র পিশাচ বেষ্টিত করিয়া থাকে। "টেবিল টকে" লেখা আছে—মনুষ্য মাত্রেই বিভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট, যদিও সময়ে সময়ে দুই জনকে সমান বলবান বলিয়া অনুমিত হয়, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাহাদের ইতর বিশেষের অবশ্যই পরীক্ষা হইয়া থাকে; যাহার শরীরে বল অধিক, হয়ত তাহার মানসিক শক্তি তাদৃশ অধিক নাই। এইরূপ আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে, এক ব্যক্তি যাবজ্জীবন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া কালক্ষেপ করিতেছে, আর কাহারও বা আলস্যের বিলাস উপভোগে কালক্ষেপ হইতেছে। "মার্চ্চ্যাণ্টস্ মেগাজিন" পাঠে জানিতে পারা যায় যে, যে ব্যক্তির কার্য্যে মনোযোগ নাই, তাহার আত্মার দ্বার উন্মুক্ত থাকে, এ কারণ তস্কর তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া যাহা কিছু রত্নাদি অনায়াসে অপহরণ করিয়া লয়।

স্কচ প্রবাদ যে, অলস ব্যক্তির চিরদিনই দুঃখে কাটে। ফ্র্যাঙ্কলিন বলিয়াছেন,—"ব্যবহৃত চাবির দিন দিন উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হইতে থাকে, আলস্যরূপ মরিচায় যতটা শরীর ক্ষয় করে, পরিশ্রমে শরীর কখন সেরূপ নষ্ট হয় না, অধিকন্তু তাহাতে উত্তরোত্তর লাবণ্যের বৃদ্ধি হয়।" গোয়েথ বলিয়াছেন—"প্রকৃতির বিরাম নাই, এজন্য যাহারা অলস ও অকর্ম্মণ্য ভাবে দিন যাপন করে, তাহারা অভিশম্পাত গ্রস্থ হয়। যাহারা গ্রীষ্মকালে কার্য্যে নিয়োজিত না থাকে, তাহাদিগকে শীতকালে অনাহারে থাকিতে হয়।" গ্রীক কবি বলিয়াছেন—"গোলাপ শীঘ্র শুকাইয়া যায়, সৌরভ একবার মাত্র বিকাশ হয়, যে ব্যক্তি বিলম্বে গোলাপের আঘ্রাণ লয়, তাহার পক্ষে গোলাপ—কাটা গোলাপ সদৃশ হইয়া থাকে।"

অলস ব্যক্তি ভিক্ষুক শ্রেণীভুক্ত। সলোম্যান বলেন, "অলস ব্যক্তির গতি মন্থর ও কণ্টকাকীর্ণ পথে, কিন্তু যাহারা যথানিয়মে পরিশ্রম করিতে সক্ষম, তাহাদের পক্ষে সকল দিকই সুলভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির কার্য্যে ঔদাস্য, সে ব্যক্তি অমিতব্যয়ীর ভ্রাতা স্বরূপ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তাহার আশার কখন নিবৃত্তি হয় না; কিন্তু অলস ভাবে দিনযাপন করিলে, নীরাশ-সাগরে ভাসিতে হয়। যে ব্যক্তি কার্য্যে আমোদ অনুভব করে, সে ব্যক্তি দৈনন্দিন কার্য্যে অতুল আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে।"

বর্টন বলিয়াছেন,—"আলস্য শরীর ও মনের শত্রু, গর্হিত কার্য্যের ধাত্রী, সদুপদেশের বিমাতা, অন্যায় কার্য্যের পোষক, নির্দ্দিষ্ট সাতটী মহাপাপের একটী পাপ, সয়তানের আসন, চিত্ত-বিকার ও অন্যান্য পীড়ার নিদান। মন কখন স্থির থাকিতে পারে না, কোন না কোন চিন্তায় সংযত থাকে। যদি চিত্তকে সৎকার্য্যে অনুরক্ত না রাখা যায়, তাহা হইলে মন অপকর্ম্মে আসক্ত হইয়া বিকারগ্রস্থ হয়।" জার্ম্মি টেলার বলিয়াছেন;—"আলস্য ত্যাগ করিয়া গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ কর, আত্মার কোন কার্য্য না থাকিলেই বিলাস ভোগের ইচ্ছা বলবতী হইয়া থাকে, যখন আত্মার সহিত দেহের সম্বন্ধ রহিয়াছে, তখন আত্মার শ্রম না থাকিলে, দেহেরও শ্রম থাকে না; অলস ব্যক্তি কখনই নিষ্কলঙ্ক অবস্থায় কাটাইতে পারে না, শারীরিক পরিশ্রমে সয়তান দূর হইয়া যায়।"

কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ নির্ব্বোধের পরিচয়, যে ব্যক্তি নিশ্চিন্তভাবে কালক্ষেপ করে, তাহার জীবনে উন্নতির পথ রোধ

হইয়া আইসে। যতদিন দেহে প্রাণ আছে, ততদিন পরিশ্রমে বিরত হওয়া বিবেচক ব্যক্তির পক্ষে কদাচ যুক্তিসঙ্গত নহে, শ্রমেই সুদীর্ঘ জীবন লাভ হইয়া থাকে।

উপায় ও অনুষ্ঠান।

পোপ বলেন—"শৃঙ্খলা যদি জগদীশ্বরের প্রথম নীতি হয়, তাহা হইলে সেই ধারাই কার্য্যপক্ষে শ্রেষ্ঠ নিয়ম; কল্পনা ও সাধন সম্বন্ধে এই নীতির সমধিক প্রয়োগ হইয়া থাকে। ইহা ব্যতিরেকে মিতব্যয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিলেও কোন কাজ হয় না।" শিসিল বলিয়াছেন,—"বাক্স মধ্যে জিনিষ পত্র যেরূপ সাজান হয়,প্রণালীও তাহাই; যে ব্যক্তি ভাল সাজাইতে জানে, সে ব্যক্তি অন্যের অপেক্ষা দ্বিগুণ সামগ্রী তাহাতে ধরাইতে পারে।" শৃঙ্খলানুসারে কার্য্য করিলে তাহা সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। কোল্‌টন্ বলিয়াছেন;—"দুর্ব্বল হৃদয় কার্য্যের জন্য ব্যগ্র হয়, তাড়াতাড়ি করে; কিন্তু ক্ষমতাপন্ন লোক তাহা শৃঙ্খলার সহিত সুসম্পন্ন করে। পিঞ্জরাবদ্ধ কাঠবিড়ালের মত দুর্ব্বল ব্যক্তি কার্য্যক্ষেত্রে অনবরত শ্রম করিতে থাকে, কিন্তু তাহাতে কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না।" সার হেন্‌রি টেলারের উক্তি—"কাজের লোক সর্ব্বাগ্রে যে কাজটী কঠিন,তাহাতেই হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে; যেহেতু সতেজ ক্ষমতার তখন কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই, এ কারণ পূর্ণ উৎসাহে ও উদ্যমে সে ব্যক্তি কার্য্যে ব্রতী হইতে পারে, কিন্তু ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি ব্যতিরেকে অন্যের দ্বারা ইহা কখন সমাধা হইতে পারে না।" সদা সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায় যে, সকলেই সহজ উপায়ে কার্য্য করিবার জন্য উৎসুক হইয়া থাকেন, যে কার্য্য সম্পন্ন করিতে

মানসিক চিন্তা প্রয়োগের আবশ্যক হয় না, লোকে তাহা করিতেই ব্যস্ত হয়; যাহারা সহজ কার্য্যে অভ্যস্ত, গুরুতর কার্য্য তাহাদের দ্বারা কদাচ সিদ্ধ হইতে পারে না; যেহেতু কোন্ উপায় অবলম্বনে কঠিন কার্য্য করা যাইতে পারে, সে দিকে তাহাদের আদৌ দৃষ্টি থাকে না, এই নিমিত্ত যাহারা গুরুতর কার্য্যে পারদর্শী, অন্যকে পদে পদে তাহাদের অধীন ভাবে কার্য্য করিতে হয়।

ফ্র্যাঙ্কলিন বলিয়াছেন—"তুমি কার্য্য নির্ব্বাহ কর, কার্য্য যেন তোমার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে না পারে।" যে ব্যক্তি প্রণালী মতে কার্য্য করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহার পক্ষে কোন কার্য্য সম্পাদনেই ভার বোধ হয় না। প্রণালী—কার্য্য-দ্বারের কব্জা স্বরূপ। সময়ের প্রতি দৃষ্টি না থাকিলে, প্রণালী রক্ষা হয় না। যে ব্যক্তির কার্য্যে বন্দোবস্ত নাই, তাহার লোকের সহিত কথা কহিবারও সাবকাশ হয় না, যেহেতু তাহাকে নানা স্থানে ঘুরিতে হয়। সেই ব্যক্তি এক স্থানে যাইয়া সময় নষ্ট করায়, অন্য স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ে পৌঁছিতে পারে না, এজন্য তাহার দ্বারা কার্য্যও সম্পাদিত হয় না। লোক প্রবাদ— 'যদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা থাকে, অগ্রসর হও এবং তাহাতে সংযত হও; যদি ইচ্ছা না থাকে, তাহা হইলে অন্যকে পাঠাও।"

বন্দোবস্ত না করিয়া কোন কার্য্য করিলে, তাহা তাদৃশ ফল-দায়ক হয় না। যখন যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হয়, অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে বন্দোবস্তের প্রয়োজন, বন্দোবস্ত না করিয়া কার্য্য করিলে, তাহা কদাচ সুচারু রূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে না। কোন বিষয়ের নিষ্পত্তি করিবার পূর্ব্বক্ষণেই তৎসম্বন্ধে চিন্তা করা আবশ্যক। কার্য্য সম্পাদন সম্বন্ধে সরলতার বিশেষ প্রয়োজন,

যেহেতু ব্যবসাসূত্রে ভদ্র, ইতর বহুবিধ লোকের সহিত মিলিত হইতে হয়, এ স্থলে যদি পরস্পর সকলের সহিত সরল ভাবে ব্যবহার করা যায়,তাহা হইলে অল্প দিনের মধ্যেই লোকের নিকট বিশ্বাসভাজন হওয়া যাইতে পারে, ব্যবসার পক্ষে লোকের বিশ্বাস লাভ—উন্নতির প্রধান সহায়। সরলতার সহিত কার্য্য করিলে, কণ্টকাবৃত জটিল পথের পথিক হইতে হয় না; সদা সর্ব্বদা যে পথে লোকের যাতায়াত, অনায়াসেই সেই পথের সন্ধান হইতে পারে। ব্যবসা স্থলে একবার বিশ্বাস ভঙ্গ হইলে, বহু যত্নেও তাহা পুনরায় পাওয়া যায় না, একবার অবিশ্বাসী হইলে, উত্তরোত্তর অবনতি নিশ্চয়ই হইয়া থাকে।

যখন যেমন তখন তেমন।

বিশপ টেলার লিখিয়াছেন যে, মানুষ কোন সময়ে কথা কহিতে হয় এবং কখন চুপ করিয়া থাকিতে হয়, এ বিষয়ে যদি আপনার যুক্তি অনুসারে কার্য্য করিতে না পারে, পরিণামে সে ব্যক্তি পর-নিন্দুক ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া লোকসমাজে ঘোষিত হয়। সেল-ডন তাঁহার "টেবেল টকে" উল্লেখ করিয়াছেন,"বালকেরা কবিতা রচনায় শিক্ষিত হইলে, বিশেষ আনন্দিত হয়; কিন্তু বয়োপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যদি তাহারা অন্যের মত জ্ঞানপূর্ণ যুক্তিসঙ্গত কথাবার্ত্তা কহিতে না পারে, কেবল মাত্র তাহাদের রচিত কবিতায় মত্ত থাকে, তাহা হইলে লোকের নিকট তাহাদিগকে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। যে ব্যক্তি নৃত্য করিতে পারে, লোকে তাহাকে আদর করিলেও, চলিবার সময় সে ব্যক্তি যদি নাচিতে থাকে, তাহা হইলে সকলেই তাহাকে বিদ্রূপ করে এবং ঘৃণায় চক্ষে দেখে।

কোন সময়ে কাহার কি সুযোগ উপস্থিত হইবে, তাহার কিছুই অবধারিত নাই; তথাচ আমাদের প্রতিক্ষণেই বিবেচনার সহিত কার্য্য করা কর্ত্তব্য।

কথার ও সময়ের ঠিক।

কথার ও সময়ের ঠিক রাখিয়া যে ব্যক্তি কার্য্য করিতে পারে, সে ব্যক্তি কর্য্যে সফলতা লাভ করে। যুবক বৃন্দ, বিশেষতঃ যাহারা অপেক্ষাকৃত মেধাশালী, তাহারা মনে মনে স্থির নিশ্চয় করিয়া রাখে যে,এই দুইটীর প্রতি মনযোগী হইলে,তাহাদের উন্নতির পক্ষে ব্যাঘাত ঘটিবে; কিন্তু তাহাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। স্মাইল বলিয়াছেন—"স্যার ওয়াল্‌টার স্কট যথাসময়ে সংর্কতার সহিত কার্য্য করিতে অভ্যস্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই, তাঁহার দ্বারা সাহিত্যের ভাণ্ডার এরূপ পুষ্ট হইয়াছে। পত্র পাইবা মাত্র উত্তর দেওয়া তাঁহার নিয়ম ছিল, তিনি প্রতিদিন প্রাতে পাঁচ ঘটিকার সময় শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, স্বয়ং অগ্নি প্রজ্জলিত করিতেন। আট নয় ঘটিকার সময়, যখন তাঁহার পরিবারবর্গ প্রতঃকালীন খানায় সমবেত হইত, তৎপূর্ব্বে তিনি বহুকার্য্য শেষ করিয়া রাখিতেন। তিনি এরূপ অধ্যবসায় সহ কার্য্য করিয়াও এক সময়ে বলিয়াছিলেন—'আমার মূর্খতার কারণ অনেক সময় নষ্ট হইয়াছে।' যে ব্যক্তি জগতে যথেষ্ট হিতসাধন করিয়াছেন, যিনি অবিরত পরিশ্রম করিয়াও অবসন্ন হইতেন না, সেই উদারচেতা মহাপুরুষের মুখে যখন এইরূপ কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তখন অন্যের কথা উল্লেখযোগ্যই নহে।"

পৃথিবীতে যে সকল ব্যক্তি কার্য্য দ্বারা "মহৎ" বলিয়া পরিচিত

হইয়াছেন. তাঁহাদের সকলেরই কখন কোন কার্য্য করিতে হইবে, এবং কাহাকে কোন সময়ে কি বলিতে হইবে, এই উভয় বিষয়েই দৃষ্টি ছিল। নেলসন্ যুদ্ধ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইবার সময়ে শকট চালককে গাড়ী আনিতে বলায়, সে উত্তর করিয়াছিল—"ঠিক ছয়টার সময় গাড়ী আনিব।"তদুত্তরে নেলসন বলিয়াছিলেন—"না, এক কোয়ার্টার পূর্ব্বে আনিতে হইবে, আমি সময়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই, জগতে মনুষ্য নামে পরিচিত হইয়াছি।"

ওয়েলিংটন যে সময়ে উপস্থিত হইবেন বলিয়া যাইতেন, ঠিক সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিতেন; পাঁচ মিনিটের জন্যও কখন তাঁহার বিলম্ব হয় নাই। জেনারাল ওয়াসিংটন তাঁহার সেক্রেটারি এক দিবস নির্দ্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত না হওয়ায়, বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তদুত্তরে সে ব্যক্তি 'ঘড়ি ঠিক ছিল না' উত্তর দেওয়ায়, ওয়াসিংটন বলিয়াছিলেন—"হয় তোমার অন্য একটী ঘড়ী কিনিতে হইবে, নতুবা আমাকে অন্য একজন সেক্রেটারি নিযুক্ত করিতে হইবে।" কার্য্য পাইবা মাত্র, তাহাতে সংযত হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য; যে ব্যক্তি 'এখন নহে, অন্য সময়ে করিব' বলিয়া নিশ্চিন্ত হয়, তাহার পক্ষে সে কার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া গুরুভার হইয়া উঠে।

জ্ঞানীর উক্তি, "বুদ্ধিমান ব্যক্তি কার্য্য পাইবা মাত্র তাহাতে সংযত হইয়া থাকে, বর্ত্তমান সময়ে তদ্বিষয়ে উপেক্ষা করিলে, আর সে কার্য্য সুসিদ্ধ হইবে না; এই সামান্য কথাটী আমাদের সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। দৈহিক বা মানসিক যে কোন কার্য্য আমাদের সম্মুখীন হউক না কেন, এখন ভিন্ন আর সময় নাই জানিয়া, আমাদের যথাশক্তি তৎসাধনে ব্রতী হওয়া বিধেয়।

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, তাহা তৎসম্পাদনের পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে। যে ব্যক্তি এই নিয়মাধীন হইয়া চলে,তাহার কোন কার্য্যেই বিলম্ব হয় না। অলস ব্যক্তি এটা সেটা করিয়া যে সময় বৃথায় নষ্ট করে, পরিশ্রমী সেই সময়ের নিয়মিত সদ্ব্যবহার করিয়া আপনার উন্নতি করিয়া লয়। যতক্ষণ না কার্য্যসাধনে তৎপরতা অভ্যাস হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সময়ের সঠিক নির্ণয়করণে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। সংসারজীবনে নানাবিধ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হয়; একারণ কোন সময়ে কোন কার্য্য করিতে হইবে, তাহার নির্দ্ধারণ করা সর্ব্বতোভাবে এবং সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। আমরা যাহা কিছু বলি বা করি, সকল বিষয়েই কথার ঠিক রাখা প্রয়োজন; অনেকের ধারণা যে, কথার ঠিক রাখা অতীব গুরুতর কার্য্য, কিন্তু যাহারা বাল্যজীবন হইতে ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিয়া আসিতেছে এবং ইহাতে অভ্যস্থ হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে ইহা সহজ সাধ্য, এজন্য ইহা রক্ষা সম্বন্ধেও কোন গোলযোগই ঘটে না। যাহাদের কথার ঠিক আছে, তাহারা সরল ভাবে আত্ম-পরিচয় প্রদান করে। কোন পক্ষে তাহাদের প্রাগল্ভতা বা দাম্ভিকতা প্রকাশ পায় না; যেহেতু সে সকল ব্যক্তি কখনও নিজ ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে না, যাহা আপনাদের শক্তিতে কুলাইবে না, সহসা কখনও সেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না; নিজের কি জানা বা অজানা,সবিশেষ বুঝিয়া তাহারা কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া থাকে। সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ সম্বন্ধে যাহারা এই ভাবে অভ্যস্থ হইয়াছে, কথার ঠিক রাখিয়া চলিবার পক্ষে, তাহাদের কোন প্রকার অসুবিধা হয় না। যখন যে কার্য্য করিতে হইবে, ঠিক সেই সময়ে যে ব্যক্তি কার্য্য করিতে

সক্ষম, তাহার পক্ষে কার্য্য সহজসাধ্য হইয়া থাকে। জনৈক কৃষক এক সময়ে বলিয়াছিল—'যখন যে কাজ করিতে হয়, তাহার পূর্ব্বেই সে কাজ শেষ করিতে যে ব্যক্তি চেষ্টা করে, তাহাকে দুঃখ পাইতে হয় না। লোকে জমীতে নিড়ান দিবার পূর্ব্বেই আমি নিড়াম দিতাম, কর্ষণ করিবার অগ্রেই কর্ষণ করিতাম, এইরূপে আগে ভাগে আবাদ করিয়া সকলের অপেক্ষা অগ্রে শস্য সঞ্চয় করিতাম।"

বিলম্ব ও তৎপরতা।

চলিত কথায় বলে—"বিলম্বে কার্য্য হন্তারং" কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে অভ্যাস হইয়া যায়, এজন্য যে ব্যক্তি কার্য্যে বিলম্ব করে, তাহার আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক উভয় পক্ষেই অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। বিলম্বে সময় নষ্ট হয়, তাড়াতাড়িতে ক্ষমতার হ্রাস হয়। "তৃতীয় রিচার্ড" নাটকে সেক্‌সপিয়ার লিখিয়াছেন—"আমি শুনিয়াছি, সেই ভয়ঙ্কর কর্ম্মচারীগণের তর্ক বিতর্ক জন্য কার্য্য সাধনে অনর্থক বিলম্ব হওয়ায়, পরিণামে অকর্ম্মণ্যতা এবং দুর্নীবার দরিদ্রতা রাজ্যে প্রবল হইয়াছে, অতএব এই দণ্ডেই কার্য্য করিব, এক মুহূর্ত্তও উপেক্ষা করিব না। যাহা শিখিবার, অদ্যই শিখিয়া জ্ঞানলাভ কর, বিলম্ব করা উন্মাদের লক্ষণ, গৌণ সময়াপ-হরণকারী।" আজ যে কার্য্য করিতে পারা যায়, 'অন্যসময়ে করিব' বলিয়া বর্ত্তমান সময়ে কখনও তৎসাধনে উপেক্ষা করিও না। বিলম্ব—কার্য্য সিদ্ধির পক্ষে ঘোর প্রতিকুলাচরণ করে। যাহা আয় নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, তাহার অতিরিক্ত ব্যয় হইলেই দুঃখ; নতুবা অবশ্যই সুখলাভ হইবে নিশ্চিত রহিয়াছে। ফুল

ফুটিলেই শুকাইয়া যায়, সৌরভ থাকিতে তাহা ঘ্রাণ কর। ছিপে স্থংস্য গাঁথিয়া যে ব্যক্তি তদ্দণ্ডে ধরিবার জন্য উৎসুক হয়, তাহার পক্ষে কাদা ঘাঁটাই সার হইয়া থাকে; জলের মাছ জলেই থাকিয়া যায়। এরূপ তাড়াতাড়িতে মৎস্যের পরিবর্ত্তে ভেক গাঁথা পড়ে। যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি কাজ সারিতে চেষ্টা করে, অনেক সময়ে তাহাকে বিলম্ব কারণ নিস্ফলতা ভোগ করিতে হয়। এরূপ তৎপরতায় আমাদের যে কত অনিষ্ট হয়, চেষ্টার ফিল্ড নিম্নোক্ত কয়েক পংক্তিতে তাহা সুন্দররূপে উল্লেখ করিয়াছেন;—"জ্ঞানী ব্যক্তি যাহাতে কার্য্য সত্বর সম্পাদিত হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখেন। তিনি কখন বিশেষ তাড়াতাড়ি করিয়া কোন কার্য্য করিতে অগ্রসর হন না, যেহেতু এরূপ তাড়াতাড়িতে কার্য্য কখনও সুচারু রূপে সম্পন্ন হইতে পারে না, ইহা তাঁহার সম্যক জানা আছে। কোন বিষয় গুরুতর বিবেচিত হইলে, লঘুচেতা এককালে তাহা শেষ করিবার অভিপ্রায়ে বিশেষ সত্বর ও উৎসুক হইয়া থাকে, কিন্তু অবশেষে সে ব্যক্তি সেই কার্য্যে ক্লান্ত হইয়া পড়ে, অধিকন্তু হয়ত সে বিষয়টী তাহার দ্বারা কদাচ সম্পন্ন হয় না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্থিরমস্তিকে কোন কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়া নির্দ্ধারিত সময়ে তাহা পূরণ করেন; যতক্ষণ না তাহা শেষ হয়, ততক্ষণ তিনি অন্য কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না, একাগ্রচিত্তে তৎসাধনে সংযত থাকেন।

স্থির প্রতিজ্ঞা।

চিত্তস্থিরতা—চরিত্র সংশোধনের মূল উপকরণ। ইহা না থাকিলে, উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া যায়। অন্যান্য গুণ সমূহ সম্ভবতঃ যে যাহার স্থান অধিকার করিয়া এই ভিত্তির চতুষ্পার্শ্বে দৃঢ় ভাবে জড়িত রহিয়াছে; স্থিরপ্রতিজ্ঞা এই সকল গুণের উপর কর্তৃত্ব করিতে থাকে, এজন্য যাবতীয় গুণ তাহার আনুসঙ্গিক হইয়া কার্য্য করে। লোকে কথায় বলে—"ইচ্ছা হইলেই উপায় হয়।" ফ্র্যাঙ্কলিন বলিয়াছেন—"কর্ত্তব্য সাধনে স্থির-প্রতিজ্ঞ হও, যে কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবে, তাহাতে কদাচ পশ্চাৎপদ হইও না।" এতৎসম্বন্ধে স্কিলার কবিতায় লিখিয়াছেন—বিশ্বাস কর, তোমার অদৃষ্ট-নক্ষত্র তোমার সম্মুখেই রহিয়াছে। নিজের উপর নির্ভর করিয়া প্রতিজ্ঞা পূরণে উদ্যোগী হও, ইহাই ইহজীবনের ধ্রুবতারা। পরম অনিষ্টকারী সন্দেহ এক মাত্র আত-তায়ী ভাবে তোমার অনিষ্ট করিতে পারে। প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে সেক্স-পীয়ার বলিয়াছেন—"যাহা অভিপ্রায় করিয়াছ, তাহা যুক্তি ও ন্যায় সঙ্গত কি না, সর্ব্বাগ্রে পরীক্ষা কর, সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও, সামান্য বিঘ্ন সংঘটনে যে কার্য্য সম্পাদনে স্থিরসঙ্কল্প হইয়াছ, তাহা পূরণ করিতে কখন ক্ষান্ত হইও না।" চলিত কথায় বলে,—'ভাবিতে উচিত ছিল, প্রতিজ্ঞা যখন।' যখন সংকল্প করিয়া কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যায়, শত সহস্র বিঘ্নবিপত্তি তৎসাধনে প্রতিকূল হইলেও, কোনক্রমে তাহাতে ভগ্নোৎসাহ হওয়া উচিত নহে। কোয়ার্লস বলিয়াছেন, "প্রতিজ্ঞায় সংশয় না থাকে, কার্য্যে মতভেদ না ঘটে, অনুরাগের কোন ব্যতিক্রম না হয়, এই সকলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া

কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, তাহা অনায়াসে সম্পন্ন হইতে পারে।" প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইবে কিনা—এবিষয়ে মনে মনে যদি দ্বিধা হয়, কার্য্য করিতে পারিবে কিনা—যদি সে বিষয়ে সাহস না থাকে, সহিষ্ণুতার সহ কার্য্য করিয়াও—সফললাভ হইবে কি না, যদি সংশয় জন্মে, তাহা হইলে তোমার দ্বারা সে কার্য্য কদাচ সম্পন্ন হইবে না স্থির জানিও। কিন্তু,পুনঃ পুনঃ মত পরিবর্ত্তন—কাপুরুষের লক্ষণ।" স্যার টমাস ফাউল প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছেন, "জগৎবাসী বিদিত হউক যে, তুমি যাহা বল, কার্য্যে তাহাই কর—তোমার সঙ্কল্পের ভেদান্তর নাই, একবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে—প্রলোভনেও তুমি কদাচ বিচলিত হইবে না।"

সুখ ও সন্তোষ।

স্ত্রী পুরুষ যে সম্বন্ধ-সূত্রে মিলিত, সুখ ও সন্তোষ সেই সম্বন্ধে জড়িত, একটী কার্য্যক্ষম, অন্যটী তাহার সাহায্য সাপেক্ষ। জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে সুখ সহজেই নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু সন্তোষ সতেজে ও সদর্পে চালিত হইয়া থাকে; যেহেতু কার্য্যক্ষম ব্যক্তির পক্ষে ইহা পুরস্কার স্বরূপ, এজন্য সংসারে যে ব্যক্তি পরিশ্রম দ্বারা দশ টাকা উপার্জ্জন করিয়া আপনার ও অন্যের ভরণ পোষণ করে, সন্তোষ তাহার সহিত সমভাবে পরিচালিত হইয়া থাকে। অ্যাডিশন তাঁহার "স্পেক্টেটার" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—সুখ যদিও মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক কষ্ট দূরীকরণে অক্ষম, তথাচ কতক পরিমাণে উভয়কেই তৃপ্তি দান করে। সুখ আত্মীয় স্বজন পরিবেষ্টিত মনুষ্য হৃদয়ে কতক পরিমাণে বিরাজ করিয়া থাকে; ইহাতে অশান্তি, অনুতাপ এবং

কৃতঘ্নতা কিয়ং পরিমাণে দমিত হয়। মানুষ যে সম্প্রদায় ভুক্ত হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহাদের অতিরিক্ত উচ্চাভিলাষ ও দুরাকাঙ্ক্ষা দূর করিয়া সুখ অনিষ্ট নিবারণে উদ্যোগী হয়। সুখসম্ভোগে লোকে মিষ্টভাষী হইয়া থাকে, অধিকন্তু স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করিতে সক্ষম হয়। যে সকল উপায়ে সুখ লাভ হইতে পারে, তন্মধ্যে নিম্নোক্ত দুইটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখিলে, অনেক কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে;—প্রথমতঃ, মানুষের ভাবা উচিত যে, তাহার প্রকৃত অভাব অপেক্ষা কত অধিক সঞ্চয় রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, তিনি বর্ত্তমানে যে অবস্থায় রহিয়াছেন, ইহাপেক্ষা হয়ত তিনি কত অসুখী হইতে পারিতেন। যে সকল লোকে অল্পে তুষ্ট হন, তাঁহাদিগকে সচরাচর মনকষ্টে কালযাপন করিতে হয় না, যেহেতু কার্য্যসূত্রে অদৃষ্ট ক্রমে ক্ষতিগ্রস্থ হইলেও তাঁহারা ক্ষণকালের জন্য বৈরাগ্য ভাব অবলম্বন করিয়া থাকেন এবং অনুষ্ঠিত বিষয়ে সফল মনোরথ হইলেও যৎসামান্য আনন্দ প্রকাশ করেন।

সন্তোষ সম্বন্ধে অ্যাডিসনের "স্পেক্টেটার" প্রবন্ধ পাঠে জানিতে পারা যায়—সন্তুষ্টচিত্ত ব্যক্তি কেবল মাত্র কোমল ভাবাপন্ন ও অনুগ্রাহক, এরূপ নহে; অধিকন্তু তৎসংক্রান্ত সকল ব্যক্তির যাহাতে সেইরূপ প্রকৃতি হয়, তদ্বিষয়ে তিনি সহায়তা ও কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন। সন্তুষ্টচিত্ত ব্যক্তির সহিত লোকে আলাপ পরিচয়ে, কথাবার্ত্তায় আনন্দ উপভোগ করে। এরূপ বাক্যালাপে লোকের হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হইতে থাকে এবং যে কোন উপায়ে হউক সেই ব্যক্তি তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে মিলিত হইবার জন্য উৎসুক হয়।

গোয়েথ বলেন—"সন্তোষ সকল সৌজন্যের জননী, ক্ষণেরুষ্ট ব্যক্তির অন্তর্দ্দেশ এককালে গুণহীন, অকস্মাৎ ক্রোধ সঞ্চারে নিজ অনভিজ্ঞতা মাত্র পরিচয় দিয়া থাকে।" জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়াছেন;—"সন্তোষ মধুমক্ষিকা মত প্রত্যেক পুষ্পের মধু আহরণ করে।"

ডাঃ জনসন বলিয়াছেন—"প্রফুল্লতা ও স্বচ্ছন্দতা প্রাণীজ ও উদ্ভিজ্জ সৌরভ বিশেষ; একটীর গন্ধ অন্যটীর অপেক্ষা প্রবল হওয়ায়, প্রাধান্য লাভ করে; অন্যটী সেই গন্ধকে সতেজ ও তীব্র করণে সহায়তা করে।"জর্ম্মান কবি টীয়েক লিখিয়াছেন—যে ব্যক্তি কার্য্যে প্রফুল্লতা লাভ করেন এবং কর্ম্মক্ষম, তিনি কথন শ্রমে কাতর হন না। অলস ব্যক্তি নিশ্চিন্ত ভাবেই বসিয়া থাকে, যে গৃহে বসিয়া আছে—তাহার ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িলেও তাহার চৈতন্যোদয় হয় না। সন্তুষ্ট ব্যক্তি আনন্দের পাইল তুলিয়া জীবন-সমুদ্র সুখে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন।

স্যাটার্ডে রিভিউতে লেখা আছে—প্রফুল্লতাই প্রকৃত শক্তি,ইহা প্রচুর ভার বহনে সক্ষম; অধিকন্তু ইহা দুর্ব্বলের পোষক, উদার-তার অংশ বিশেষ; জীবনের ঘাতপ্রতিঘাতে প্রফুল্লতায় পশ্চাৎ-পদ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। অকস্মাৎ কোন বিপাকের সম্মু-খীন হইলে, যথাসাধ্য উদ্ধার লাভের ইহা চেষ্টা পাইয়া থাকে এবং অন্যকে সেই ভাবে অভ্যস্থ করিবার জন্য উপদেষ্টার কার্য্য করে। উদার প্রকৃতি, সূক্ষ্ম বিচার শক্তি, এবং অন্যান্য গুণের সম্মিলন না হইলে, এই বিমল আনন্দ লাভ হয় না। আভ্যান্তরিক সমঞ্জস্যের উহা একমাত্র পরিচায়ক। প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তি লোকের মুখ দেখিয়াই কাহার কিরূপ মতিগতি ঠিক করিয়া লইতে পারেন। তাঁহার

ভাবিবার কোন বিষয়ই নাই, যাহাতে সুবিধা বিবেচনা করেন, সেই পন্থাই অবলম্বন করিয়া থাকেন। অতএব ইহা হইতে আমরা স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, প্রফুল্ল চিত্ত ব্যক্তি অবশ্যই কর্ম্মিষ্ঠ, সদা সর্ব্বদা তিনি কোন না কোন কাজে সংযত থাকেন; কদাচ অকর্ম্মণ্য ভাবে কালযাপন করেন না। প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তির গোপনীয় বিষয় কিছুই নাই।

আশা।

জীবন সঙ্গিনী মায়াবিনী আশা—প্রফুল্লতার প্রধান সহচরী, আশাভঙ্গ হইলে, আমরা কাজ কর্ম্মে শৈথিল্য প্রযুক্ত দিনে দিনে এককালে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ি; আশা ব্যতিরেকে কোন কার্য্য সম্পাদনে, আমাদের উৎসাহ থাকে না।

আশা আমাদিগের কার্য্য-জগতে উৎসাহদায়িনী। সন্তরণ শিক্ষা কালে, কলাগাছের ভেলায় আমরা যেরূপ সাহায্য পাই; কার্য্যক্ষেত্রে আশা আমাদিগকে সেইরূপ সহায়তা করে। সদিচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া, আশায় নির্ভর করিয়া, যদি আমরা কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, অবশ্য তাহা সময়ে পূরণ হইয়া থাকে। গাইসিয়ার্ডিনি বলিয়াছেন—"বিজ্ঞ ব্যক্তিরা যখন কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে, তখন একমাত্র আশার উপর নির্ভর করিয়া থাকেন।" উচ্চ আশায় অনেক সময়ে বিপরীত ফল হইয়া থাকে, যেহেতু আশায় ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া কার্য্যে যদি সফলতা লাভ না হয়, তাহা হইলে মানসিক উদ্বেগের বৃদ্ধি হইয়া কষ্টের অধিকতর কারণ হইয়া উঠে। একারণ, যে ব্যক্তি যে ভাবে কার্য্যে নিযুক্ত হইবে, সে ব্যক্তির

আশা সেই পরিমাণে সীমাবদ্ধ থাকিলে, সমধিক অবনতি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

উপদেশ ও উপদেষ্টা।

সৎপরামর্শ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে যদি জ্ঞানের বৃদ্ধি হইত, তাহা হইলে সংসারে সকলেই জ্ঞান লাভ করিত। উপাসনা-গৃহ, সাহিত্য, সংবাদপত্র, রঙ্গভূমি প্রভৃতি অনেক স্থানে সদুপদেশ বিতরিত হইয়া থাকে; কিন্তু সেই উপদেশ মতে কার্য্য করিতে এ সংসারে কয় জন সক্ষম হইয়াছেন? সাধারণতঃ উপদেশ বিতরণে কিছু উপার্জ্জন করা, উপদেষ্টার উদ্দেশ্য; কিন্তু তাহাতে শিক্ষার্থী শ্রোতাবৃন্দের প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না, এই জন্যই টেনিসন বলিয়াছেন—"শিক্ষা যথেষ্ট পরিমাণে বিতরিত হইতেছে বটে, কিন্তু জ্ঞান কোথায়?"

জগতে এমন নির্ব্বোধ ব্যক্তি কেহ নাই যে, কোন না কোন সৎপরামর্শ প্রদান করিতে না পারেন, এমন বিজ্ঞও কেহ নাই যে, যাঁহার সৎপরামর্শ গ্রহণের আবশ্যক হয় না। পরামর্শ সহজেই প্রদত্ত হইতে পারে, প্রত্যেকেই অন্যকে পরামর্শ দানে আপনাকে যথেষ্ট সক্ষম বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন; কিন্তু যে ব্যক্তি উপদেশ প্রদান করেন, তদনুসারে স্বয়ং কার্য্য করিতে নিজেই অনেক সময়ে অক্ষম হইয়া থাকেন। এজন্য তাঁহার অনুষ্ঠানেই তাহা ব্যক্ত হইয়া পড়ে, এরূপ বক্তৃতাপূর্ণ উপদেশে কোন ফল লাভ হয় না। ধর্ম্ম-যাজক প্রমুখাৎ আমরা যে উপদেশ গ্রহণ করি, তাহাতে চরিত্রের অবশ্য সংশোধন হইতে পারে, যেহেতু এরূপ উপদেষ্টার চরিত্র নির্ম্মল হইবার কথা। স্যাটার্ডে রিভিউতে লেখা আছে—যাহারা

তোমার নিকট পরামর্শ গ্রহণ জন্য উপস্থিত হয়, তাহারা নিশ্চয়ই মনে মনে ইহা সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছে যে, তোমাকে সন্তুষ্ট করাই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তোমার সদিচ্ছা লাভ করিতে যদি তাহাদের কিছু ব্যয় হয়, তাহাতেও তাহারা কদাচ নিবৃত্ত হয় না; কিম্বা তোমার সহিত কোন গতিকে বন্ধুত্ব সংস্থাপন করিতে পারিলে, তাহাদের সংসারজীবনে কথঞ্চিৎ সুবিধা হইতে পারে স্থির জানিলে, তাহারা তোমার সহিত আলাপ পরিচয় করিতে আগ্রহ প্রকাশ করে; এরূপ অবস্থায় তোমার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া তাহাদের আত্মোন্নতি সাধন যে অভিপ্রেত নহে, তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। এজন্য পরামর্শ প্রদান কালে যে ব্যক্তি গৃহীতা স্বরূপ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাকে সর্ব্বাগ্রে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য যে, তুমি যখন যাহা বলিবে, তিনি ঠিক সেই মতে চলিবেন কি না? নতুবা এরূপ অবস্থায় উপদেশ দিয়া লোকসমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হয়।

একজনের অপেক্ষা দুই জনের যুক্তি কার্য্যকালে বিশেষ উপকারে আসিয়া থাকে। অধিকন্তু যে ব্যক্তি সকল বিষয়ে বিচক্ষণ এবং জ্ঞানে প্রবীণতা লাভ করিয়াছেন, তিনিই উপদেষ্টা পদের যোগ্য ব্যক্তি। এরূপ লোকের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিলে, বিশেষ উপকার লাভ হয়, যেহেতু এরূপ সদুপদেষ্টা শিষ্যের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী ও ব্যথায় ব্যথিত হইয়া থাকেন। এরূপ মহাপুরুষই প্রকৃত গুরুপদ বাচ্য, যেহেতু তিনি শিষ্যের ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে সহভাগী হইয়া থাকেন। সচরাচর কোন কার্য্য করিতে হইলে, পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিসঙ্গত নহে, বন্ধু বান্ধবের সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিলে, অনেক সময়ে

বিপত্তির হস্ত হইতে সহজে মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, এজন্যই লোকে বলে—'দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।'

পরামর্শ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েক ছত্রের প্রতি মনোযোগী হওয়া আবশ্যক ;—

"কোন কার্য্য করিতে হইলে, তাহার লেখা পড়ার প্রয়োজন ; এজন্য বুদ্ধিজীবিকে তাঁহার যথাযথ পারিশ্রমিক দিয়া সৎপরামর্শ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।"

"সাংসারিক বিষয়ে প্রিয়বন্ধুর নিকট সৎ পরামর্শ গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত। যে ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকিয়া একজন সুখস্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন, সে ব্যবসা সম্বন্ধে তাঁহার নিকট কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে সুবিধা হয় না।"

"যে ব্যক্তির সম্প্রতি বিবাহ হইয়াছে, তাহার নিকট বিবাহ-সুখ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, সবিশেষ উত্তর পাওয়া যায় না।"

"শুদ্ধ পরামর্শ গ্রহণে কার্য্য পক্ষে সুবিধা হইতে পারে না। তৎসম্বন্ধে সবিশেষ সংবাদ লওয়া ও অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য ; যেহেতু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সন্ধান লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে না। মনুষ্যের হৃদয়ক্ষেত্র ও হিতাহিত বিচার শক্তি তৎসাধনে প্রধান সদুপদেষ্টা ; প্রবীণ ও বিচক্ষণ বন্ধুর নিকটে পরামর্শ গ্রহণ করিলেও ঈদৃশ ফললাভ হয় না। ব্যবসা সম্বন্ধে সকল কথা বন্ধুসমীপে মুক্তকণ্ঠে খুলিয়া বলিলেও, অনেক সময়ে অনেক কথা তাঁহাকে জ্ঞাত করা হয় না ; এজন্য তাঁহার নিকট পরামর্শ গ্রহণে—সময়ে সময়ে ত্রুটী লক্ষিত হয়।"

স্যার আর্থার হেল্প বলিয়াছেন—"যদি বন্ধুর নিকট পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তাঁহার বুদ্ধি অপেক্ষা সারল্যে

দৃষ্টি রাখিও।" বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া কাজ করিলে, অনেক সময়ে উপকার হইয়া থাকে, কিন্তু এ সংসারে প্রকৃত বন্ধু অতীব দুর্লভ, সমান সমান না হইলে প্রকৃত বন্ধুত্ব লাভ হয় না, আমার অবস্থা হইতে যে ব্যক্তি সমধিক সঙ্গতিসম্পন্ন, আলাপ পরিচয়ে তিনিও বন্ধুর স্থান অধিকার করিতে পারেন; কিন্তু সকল সময়ে ও সকল বিষয়ে তাঁহার নিকট হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া সকল কার্য্য সম্পাদন করিবার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে।

পরামর্শ সম্বন্ধে স্যার আর্থার হেল্প বলিয়াছেন—"যে কার্য্যে নিজের স্বার্থ রহিয়াছে, সে বিষয়ে যদি কাহাকেও পরামর্শ দিতে হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহার নিকট নিজের স্বার্থের কথা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য, নতুবা পরিণামে মনান্তর ঘটিতে পারে। কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে, একের মনোগত ভাব অন্যের নিকট কিছুই অব্যক্ত থাকে না, সে সময়ে এক ব্যক্তি অন্যের কার্য্যে সন্দেহ করিতে পারেন। খোঁড়া ও কানায় কোন কাজ করিলে, কানাকে খোঁড়া বলিতে পারে,—"ভাই! আমার চক্ষু দুইটী তোমার সাহায্য করিতেছে" কিন্তু কানা তাহার এরূপ কথা শুনিয়া অনায়াসেই তাহাকে পথি মধ্যে ফেলিয়া সরিয়া পড়িতে পারে। পরস্পরের মনের কথা পরস্পরের নিকট ব্যক্ত থাকিলে, ভবিষ্যতে কোন দিকে গোলযোগ হয় না।

অনিষ্ট ও বিরক্তি।

কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইলেই বিঘ্ন বিপত্তির সম্ভাবনা আছে, প্রতিমুহূর্ত্তে সেই ঘাত প্রতিঘাতের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে ব্যক্তি কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হয়, সময়ে তাহার মনস্কামনা

সিদ্ধ হইয়া থাকে। নির্ব্বিঘ্নে কোন কার্য্য শেষ করা যাইতে পারে না, একটা না একটা এরূপ কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইতে পারে যে, তাহাতে হয়ত বিরক্ত হইতে হয়। একবার এরূপ মন-বিকার ঘটিলে, অনুষ্ঠিত কার্য্যের প্রতি আর পূর্ব্ব অনুরাগ থাকে না; কিন্তু কতক পথ অগ্রসর হইয়া মধ্যভাগে এরূপ উৎসাহ ভঙ্গ হইলে, সে কার্য্য সম্পাদন দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। কষ্ট ভোগ না করিলে সুখাস্বাদন লাভ হয় না, কার্য্য করিতে হইলেই কষ্ট ভোগ করিতে হইবে, এবিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া তাহাতে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য, নতুবা পদে পদে বিপদ আপদের সম্ভাবনা আছে। সংস্থান করিতে হইলেই গুরুতর পরিশ্রমের প্রয়োজন, নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া থাকিলে, অর্থাগমের উপায় লাভ হয় না। যাহারা সামান্য অনিষ্টে এককালে অধীর হইয়া পড়ে, অনুষ্ঠিত কার্য্যে শৈথিল্য দেখাইয়া থাকে, ইহ জীবনে সে সকল লোকের শ্রীবৃদ্ধি হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। আমরা ইসপের গল্পে পড়িয়াছি—কোন সময়ে এক দল সেনা দূর দেশে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল দলপতির সহিত এক জন ভৃত্য ছিল,অন্যান্য ভৃত্যরা যখন সরঞ্জমাদি লইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল, দলপতির ভৃত্য তৎকালে সৈন্যবর্গের আহার সামগ্রীর ভার গ্রহণে স্বীকৃত হইল। স্বেচ্ছায় এরূপ গুরুতর ভার গ্রহণে ব্যগ্র দেখিয়া অন্যান্য লোকে তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল, কিন্তু সে ব্যক্তি তাহাদের বিদ্রূপে আদৌ কর্ণপাত করিল না। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সৈন্য দল যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়া দূরপথে যাত্রা করিল, পথিমধ্যে যত বিলম্ব হইতে লাগিল, আহার সামগ্রীর ভার তাহার ক্রমশঃ লাঘব হইয়া আসিতে লাগিল, অবশেষে যখন অন্যান্য ভৃত্য সরঞ্জমাদি

লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িল, তখন ইহার বোঝা—খাদ্য দ্রব্যাদির ভার, এক কালে শেষ হওয়ায় সে অবলীলা ক্রমে ভার বহনে অব্যাহতি পাইয়া, খালি হস্তে অগ্রসর হইল। ইহা হইতে শিক্ষা লাভ হইতেছে যে, প্রথমে যাহা গুরুভার বলিয়া অনুমিত হয়, কার্য্যকালে তাহা সহজে নিষ্পন্ন হয়, যাহারা পরিশ্রমে প্রথমে কাতর বোধ করে, তাহারা বার্দ্ধক্যে সুখ ভোগে বঞ্চিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রথমে সুখ স্বচ্ছন্দে দিন যাপন করেন, জীবনের পথে ক্রমে ক্রমে যতই তিনি অগ্রসর হইতে থাকেন, ততই তাঁহাকে বহু পরিশ্রম করিতে হয়। পরিশ্রম না করিয়া ইহ জগতে কেহ কখন সুখলাভ করিতে পারে না।

এক সময়ে একটী কার্য্য।

মনুষ্য জীবন কার্য্যেই অতিবাহিত হইয়া যায়। কার্য্য লইয়া মনুষ্যের জীবনধারণ। যখন যে কার্য্য করিতে হইবে, তখনই তদ্বিষয়ে মন-সংযোগ ও সঙ্গে সঙ্গে পরিশ্রমেরও আবশ্যক। এক ব্যক্তি এক সময়ে একটীর অধিক কার্য্যে সংযত হইতে পারে না; হস্তদ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, কিরূপে সেই কার্য্য সহজে সম্পাদিত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে চিত্ত সহায়তা করে। লর্ড লিটন অবিশ্রান্ত কর্ম্মজীবনে সংযত থাকিয়াই সাহিত্য ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছেন। এজন্য অনেকেই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত, "মহাশয়! আপনি এতগুলি পুস্তক কখন লিখিলেন? এজীবনে এত কাজ কিরূপে হইল?" তদুত্তরে তিনি ইংলণ্ডে বক্তৃতা প্রদান কালে বলিয়াছিলেন, "আমি এক সময়ে একটী ভিন্ন অন্য কার্য্যে সংযত হই নাই, তাহাতেই আমার এ উন্নতি। কোন ব্যক্তি যদি সুচারু

রূপে কার্য্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে অতিরিক্ত পরিশ্রমের কিছু মাত্র আবশ্যক হয় না; আজ গুরুতর পরিশ্রম করিলে, পর দিবস হয়ত শরীর অসুস্থ হইতে পারে, পূর্ব্বদিনের মত কাজ করিতে পারা যায় না। আমার পঠ-দশায় লেখা পড়ায় তাদৃশ মনোযোগ ছিলনা, কিন্তু যখন অধ্যয়নে আমার অনুরাগ সঞ্চার হইল, তখন হইতে আমি তাহাতে একাগ্র চিত্তে সংযত হইলাম। আমি বহু স্থান পর্য্যটন করিয়াছি, অনেক দেখিয়াছি, আমি রাজ নৈতিক, সাংসারিক ও সামাজিক ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে বহু সময় ক্ষেপণ করিয়াছি, এই সমস্ত বিষয়ে সম্যক লক্ষ্য রাখিয়াও আমি ষাট খণ্ড পুস্তক রচনা করিয়াছি। কোন কোন পুস্তক লিখিবার সময়ে সবিশেষ সন্ধান ও মীমাংসার জন্য অনেক গুরুতর শ্রমও করিতে হইয়াছিল। তোমরা হয়ত মনে করিতে পার, আমি দিবা ভাগের অধিকাংশ সময় পুস্তক রচনায় ব্যয় করিয়াছি, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে—আমি প্রতিদিন তিন ঘণ্টার অধিক সময় কখনও পুস্তক রচনায় ব্যয় করি নাই, কিন্তু সেই তিন ঘণ্টা বিশেষ মনোযোগের সহিত আমি নিজকার্য্যে সংযত থাকিতাম।"

স্যার টমাস ফাউএল বক্সটন জীবন চরিতে লিখিয়াছেন—বর্ত্তমান সময়ে কেহই স্যার এডওয়ার্ড স্যাগডেন সদৃশ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। ওয়েমাউথের নির্ব্বাচনের পর আমি তাঁহার সহিত একবার এক গাড়ীতে যথাক্রমে চব্বিশ ঘণ্টা একত্রে ছিলাম। এই সুযোগে আমি কথায় কথায় তাঁহাকে সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলাম—"মহাশয়! আপনি কিরূপে এরূপ উন্নতি লাভ করিলেন?" তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—"যখন আমি আইন

পুস্তক পড়িতে আরম্ভ করি, সেই সময়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যে, যাহা আমি পড়িব, তাহা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত রাখিব এবং প্রথমেই এইরূপ ভাবে অভ্যাস করিব, যাহাতে দ্বিতীয় বার পড়িবার আবশ্যক না হয়। আমার সহপাঠীগণ এক দিনে যাহা পাঠ করিতেন, তাহা অভ্যাস করিতে আমার এক সপ্তাহ লাগিত, কিন্তু এক বৎসর পরে আমি সেই সমস্ত পাঠ অনায়াসে মুখস্থ বলিতে পারিতাম, যৎকালে আমার সহপাঠীগণ সে পাঠ এক কালে বিস্মৃত হইয়া যাইতেন। আমি এই পথ অবলম্বন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়া ছিলাম।"

ডাঃ জন হণ্টার স্বীয় জীবন চরিতে লিখিয়াছেন;—আমি কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে, সে কার্য্য আমার দ্বারা সম্পন্ন হইবে কি না, সেই বিষয়ে বিশেষ মনযোগের সহিত ভাবিতে থাকি; যদি সে কার্য্য আমার সাধ্যাতীত বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা হইলে আমি তাহা করিবার জন্য কদাচ উদ্যোগী হই না; কিন্তু আমি যাহা করিতে পারিব বলিয়া মনে মনে বুঝিতে পারি, তাহার জন্য যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিয়া তৎসম্পাদনে বিশেষ উদ্যোগী হই এবং যতক্ষণ না সেই কার্য্যটী শেষ হয়, ততক্ষণ তাহাতে প্রবৃত্ত থাকি, অধিকন্তু অন্যকার্য্যেও হস্তক্ষেপ করি না। আমি এই নিয়ম অবলম্বনে কৃতীত্ব লাভ করিয়াছি।

প্রকৃত পক্ষে কার্য্যে সফলতা লাভে ইচ্ছা থাকিলে, এক সময়ে একটী কার্য্যে নিযুক্ত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। একটী কার্য্য এক সময়ে যদি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে বহুকার্য্য সমাধার ফলভোগ হইয়া থাকে। আমরা স্বভাব প্রযুক্ত এক সময়ে বহুকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যোগী হই, কিন্তু তাহাতে

সফলতা লাভ দূরে থাকুক, অনেক সময়ে আমাদের অভাবেরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে, অধিকন্তু হয়ত আমরা সামান্য লাভের প্রত্যাশায় অপেক্ষাকৃত অধিক লাভে বঞ্চিত হইয়া থাকি। সিশিল বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি অনেক কাজ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে একটি কার্য্য শেষ করাই সহজ উপায়।"

নিজের কার্য্য নিজে কর।

জীবিকা নির্ব্বাহ কারণ সকলকেই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হয়; যাহার যে কার্য্য, তাহার তাহাতেই মনযোগের প্রয়োজন, মনযোগী না হইলে কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। গ্রীক ইতিহাসবেত্তা হিরোডোটস বলিয়াছেন—"মানুষের উচিত—তাহার নিজ সংক্রান্ত বিষয়ে মনযোগ দেওয়া" জার্ম্মি টেলারের উক্তি "আমাদিগের নিজ সংক্রান্ত কার্য্যে অধিক পরিমাণে আগ্রহের এবং অন্য সংক্রান্ত বিষয়ে আপনাকে সাবধানে ও দমনে রাখা বিধেয়; যে কার্য্যে আমাদের কোন্ সংস্রব নাই, তৎসম্বন্ধে বিশেষ জানিবার জন্য উৎসুক হওয়া কদাচ কর্ত্তব্য নহে; অধিকন্তু অপরের বিষয়ে সংস্রব রাখিতে যাইলে, আমাদের সময়ের অপব্যয় হইয়া থাকে। অনেকের স্বভাব আছে যে, তাহারা নিষ্কর্ম্মা ভাবে লোকের বাড়ী বাড়ী বেড়াইয়া কাল যাপন করে, তাহাদের এইরূপ ঘুরিয়া বেড়ানতে কোন কার্য্যই হয় না, অধিকন্তু আলস্যে যে কেবলমাত্র সময়ের অপব্যবহার হয়, তাহা নহে; পরিণামে তজ্জনিত বহুবিধ কষ্ট ভোগ হইয়া থাকে।"

সেলডন বলিয়াছেন—"বিপদের সময়ে যতদূর পার, আপনাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে। একটী কুকুর এক টুকরা মেষমাংস

ক্রয় করিতে গিয়াছিল, সে বাটী আসিবার সময়ে পথে—দুইটী কুকুর তাহাকে আক্রমণ করিল ; সে মাংস খণ্ডটী রাখিয়া একটী কুকুরকে যেমন আক্রমণ করিতে যাইল, তখনই অন্য কুকুরটী সেই মাংস খণ্ড খাইতে লাগিল ; তাহা দেখিয়া সে প্রথমটীকে ছাড়িয়া দ্বিতীয়টীকে আক্রমণ করিল ; কিন্তু তাহাতেও তাহার কিছু সুবিধা হইল না। প্রথমটী অন্যটীর মত সেই মাংস খণ্ডের অবশিষ্ট অংশ ভক্ষণ করিতে লাগিল, তখন সে সারমেয়টী নিরুপায় হইয়া আপনি সেই মাংস খণ্ডের অবশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিল।"

ডনকুইজোটে বর্ণীত আছে—আমরা যে সকল সুযোগের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, বহুদিনের পর, হয়ত তাহাতে এরূপ অসুবিধা ঘটিবে যে, আমরা প্রকৃত পথ নির্ণয় করিতে পারিব না ; অতএব এসময়ে আমার মতে পল্লীগ্রামে ফিরিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য ; এখন ফসলের সময়, এ সময়ে আমাদের উচিত সযত্নে আবাদের কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া, নতুবা নিস্ফল হইতে হইবে।

যখন যে কার্য্য করিতে হয়, তৎসাধনে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। কার্য্য সম্বন্ধে কোন কথা জানিবার আবশ্যক হইলে, কার্য্যের সময়েই কর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া তৎসম্বন্ধে সবিশেষ পরামর্শ গ্রহণ করা ; অধিকন্তু তিনি কি ভাবে কাজ করিতেছেন, তন্ন তন্ন রূপে সে সকলও দেখা আবশ্যক ; যাহা জানিবার বা বুঝিবার, তৎসম্বন্ধে বিজ্ঞতা লাভ করিয়া নিজ কার্য্যে নিজে সংযত হও। নতুবা যাঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ জন্য আসিয়াছ, তোমার জন্য তাঁহর কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে, অথচ তোমার তাহাতে কিছুই ফল লাভ হইবে না।

আত্ম নির্ভর।

সংসারে থাকিতে হইলে, ভাল মন্দ সকল বিষয়েই জড়িত হইতে হয়; আমরা সংসার-জীবনে কার্য্যক্ষেত্রে যে অভিজ্ঞতা লাভ করি, তাহা হইতেই আত্মজ্ঞান জন্মে; শিক্ষায় এ অভিজ্ঞতা লাভ হয় না, দেখিয়া শুনিয়া এই জ্ঞান সঞ্চিত হইয়া থাকে। বাই-বেলে লেখা আছে;—"লৌহ দ্বারা লৌহের যেমন ধার করা হয়, সেইরূপ মানুষের মুখশ্রীতে তাহার কিরূপ সংসর্গ জানিতে পারা যায়।" আমরা যখন অপরের প্রকৃতি বুঝিতে অক্ষম হই, তখনই চিন্তিত ও অবসন্ন হইয়া পড়ি। গোয়েথ বলিয়াছেন—"যাহারা আমাকে জানেন, আমি তাহাদিগকে ভয় করি, কিন্তু তাহাদের পরিচয় গ্রহণের পূর্ব্বেই যদি তাহাদের সংস্রব ত্যাগ করি, তাহা হইলে তাহাদের প্রতি অন্যায় করা হয়।" যাহাদের চিত্ত সর্ব্বদা সন্দিগ্ধ, তাহারা অন্যকে কখনও বিশ্বাস করিতে পারে না। যে কার্য্যে নিজের অভিজ্ঞতা নাই, তৎসাধনে পদে পদে সকল বিষয়ে পরের মুখাপেক্ষি হইয়া থাকিতে হয়, সে কার্য্যে কখন উন্নতি লাভ হইতে পারে না। নিজের কাজ নিজে না করিলে, আপনার ক্ষমতা বোঝা যায় না। প্রত্যেক মনুষ্যেরই মনের ভাব ভিন্ন ভিন্ন, প্রত্যেকই আপনার মন্তব্যে নির্ভর করিয়া সংসারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে। উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই হয় না, অন্যভাবে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে, নিষ্ফল হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। সুন্দর গোলাপ কণ্টকাবৃত থাকে, বিঘ্ন বিপত্তি প্রতি কার্য্যেই পদে পদে লক্ষিত হয়, এজন্য যতই কেন বিঘ্ন বিপত্তি উপস্থিত হউক না,

যাহা মনে মনে অবধারিত করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছি, কোন মতে তাহা হইতে পশ্চাৎপদ হইব না—এই স্থির বিশ্বাসে যাহারা কার্য্য করে, তাহাদিগকে তৎসাধন সম্বন্ধে নিস্ফলতা ভোগ করিতে হয় না। সততা ও সারল্যের উপর নির্ভর করিয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলে, সহসা কোন অনিষ্টের সম্ভাবনা হয় না। আড়ম্বরে অনেক সময়ে মনের লাঘবতার পরিচয় পায়, যে ব্যক্তি সরলভাবে লোকের সহিত মিলিত হইয়া, কোন কার্য্যে বা বিষয়ে সহায়তা গ্রহণ করে, তাহার আশা অচীরে পূর্ণ হইয়া থাকে। সকল কার্য্যেই নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, যেহেতু যাহার উপর নির্ভর করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছ, হয়ত সময়ে সে ব্যক্তি তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে, এরূপ অবস্থায় তোমার কাজ কর্ম্ম এক কালে বন্ধ হইয়া যাইতে পারে, অধিকন্তু এরূপ অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে বিপদেরও সম্ভাবনা আছে।

অভিজ্ঞতা।

জল যেরূপ সমতল ভূমির উপরে উঠিতে পারে না, সেইরূপ মনুষ্যের সংসার সম্বন্ধে বিজ্ঞতা তাঁহার নিজের কীর্ত্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা যেখানে যাহা হইতেছে, আমরা দেখিতে পাই, সেই দৃষ্টি হইতে আমাদের সাংসারিক জ্ঞান-লাভ হইয়া থাকে। যাঁহাদের এ বিষয়ে সূক্ষ্মদৃষ্টি আছে, তাঁহারা সংসার সম্বন্ধে বিজ্ঞতা সহ আত্মোৎকর্ষ লাভ করেন। কেবল পুস্তক অধ্যয়নে এ শিক্ষা লাভ হয় না, অন্যের চরিত্র এবং

নিজের প্রকৃতির উপর সম্যক দৃষ্টি রাখিতে হয়, ইহাতে যদি কোন বিষয়ে সন্দেহ জন্মে, তাহা হইলে স্পষ্টবাদী বন্ধুর উপদেশ গ্রহণ কর, মিষ্টভাষী কপট বন্ধুর নিকট এবিষয়ের প্রতিকার চেষ্টায় কোন ফললাভ হয় না; প্রবঞ্চনাপূর্ণ মিষ্টালাপ অপেক্ষা অপ্রিয় সত্য কথায় অনেক উপকার সাধিত হয়। যেমন নিম্ব ভক্ষণে জিহ্বায় তিক্ত রস অনুভব করিলেও, উহা অভ্যন্তরে যাইয়া দেহের মঙ্গল সাধন করে, সেইরূপ সত্য কথা অপ্রিয় হইলেও মনুষ্যের পক্ষে মঙ্গলপ্রদ; অধিকন্তু ইহাতে পরম উপকার সাধিত হইয়া থাকে। রচিফোকল্ড বলিয়াছেন—"পুস্তক পাঠে আমরা নিজের ক্ষমতা বুঝিতে পারি, কিন্তু মনুষ্যচরিত্র পর্য্যবেক্ষণে আমরা কি ভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইব, তাহার ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়া থাকে।" মনুষ্য মাত্রেই যখন ভিন্ন প্রকৃতিগত, তখন সকলের দ্বারা সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, এরূপ আশা করা ন্যায়সঙ্গত নহে; এরূপ কতক লোক আছেন যাঁহারা যোগাড় যন্ত্রে বিশেষ পারদর্শী, কিন্তু কার্য্যস্থলে তাঁহাদের দ্বারা কোন উপকার দর্শে না, লোক পরীক্ষা অপেক্ষা কার্য্য চিনিয়া লওয়া এ সংসারে কঠিন ব্যাপার; মানুষের ভাবগতি দেখিয়া কাহার কিরূপ স্বভাব, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে; কিন্তু কোন কার্য্যের পরিণামে কিরূপ ঘটিবে, ইহা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে। লেখা পড়া শিখিয়াছি বলিয়া অধিক জ্ঞানবান হইয়াছি, এরূপ গর্ব্ব করিবার অধিকার কাহারও নাই, শিক্ষিত ব্যক্তি কোন কার্য্য কি রূপে করিতে হইবে, সে বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারেন; কিন্তু বিজ্ঞব্যক্তি প্রত্যুৎপন্নমতিদ্বারা তাহা সহজে করেন। আমরা অন্যের নিকট যেরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা করি, লোকের প্রতি

আমাদেরও সেইরূপ ব্যবহার করা বিধেয়। এজন্য যাহাদের সহিত একসঙ্গে বসা দাঁড়ান যায়, একত্র কথাবার্ত্তা কহি, তাহাদের স্বভাব চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। সাংসারিক বিজ্ঞতা লাভে আমরা যে এককালে সর্ব্ববিষয়ে বিশারদ হইতে পারি, এরূপ নহে; কিন্তু যে ব্যক্তির সংসার সম্বন্ধে আদৌ অভিজ্ঞতা নাই, সে ব্যক্তি সংসারজীবনে উন্নতিলাভে অনেক সময়ে ব্যাঘাত পাইয়া থাকে। কর্ম্মিষ্ঠ জীবনে ও সামাজিকতা সম্বন্ধে সংসার-জ্ঞান বিশেষ প্রয়োজনীয়। সাংসারিক অভিজ্ঞতার সহিত আমরা তৈলের তুলনা করিতে পারি; তৈল দ্বারা প্রত্যক্ষে আমাদের বিশেষ কোন কার্য্য হয় না বটে, কিন্তু পরক্ষে তৈল আমাদের আহার বিহার সকল বিষয়েই সহায়তা করে; অর্ণবপোত, কলের গাড়ী, যাবতীয় কল কারখানা, নিত প্রয়োজনীয় সকল বিষয়েই তৈলের প্রয়োজন; তৈলের অভাব হইলে, আমাদিগকে অনেক সময়ে এক কালে নিষ্কম্পপ্য ভাবে বসিয়া থাকিতে হয়। কার্য্য ভিন্ন সংসার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার বিকাশ হয় না, যে ব্যক্তি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে ধারা বাহিক নিয়মে কার্য্য সমাধা করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত সংসার-জ্ঞানী। সংসার-জ্ঞানলাভ আমাদের দৈহিক ও মানসিক কার্য্যে সহায়তা করিয়া থাকে; সংসারে নিত্য নিত্য যে সকল ঘটনা ঘটিতেছে, প্রকৃত সংসারজ্ঞানী তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্যকালে বিচক্ষণতার সহিত চলিতে পারেন। সংসার-জ্ঞানলাভ ব্যতিরেকে জগতে যে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ কর না কেন, সকলই যেন এক কালে নূতন বলিয়া অনুভূত হইবে, তৎসাধনে উৎসাহ অনুরাগের

পরিবর্ত্তে সহসা ভাবান্তর ঘটিতে পারে, এরূপ অবস্থায় পদে পদে বিড়ম্বনা যে অবসম্ভাবী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

চাল চলন।

লর্ড চেষ্টার ফিল্ড বলিয়াছেন—"প্রথম সাক্ষাতেই মনুষ্যের অদৃষ্ট নির্ণীত হয়, যেহেতু প্রথমেই যদি লোকে আগন্তুকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সন্তুষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে যে, সে ব্যক্তি অবশ্যই গুণসম্পন্ন হইবে, এ কারণ সকলেই তাহার প্রতি অনুরাগ দেখাইয়া থাকে, কিন্তু প্রথম সাক্ষাতে লোকের অপ্রিয়ভাজন হইলে, সে ব্যক্তি বহুগুণশালী হইলেও সহজে সাধারণের অনুরাগ লাভ করিতে পারে না।" স্যার হেনরি টেলার বলিয়াছেন—"মানুষের প্রকৃতি ও ভাবগতি চাল চলনে বুঝিতে পারা যায়, সে ব্যক্তি যে সমাজে সদাসর্ব্বদা অবস্থিতি করে এবং যেরূপ শিক্ষিত হয়, তাহাতেই যে তাহার প্রকৃতির সম্যক পরিচয় হইল, এরূপ নহে; লোকের এমনও স্বভাবও আছে যে, বাহ্যিক নিদর্শনে কিছুমাত্র জানিতে পারা যায় না, কিন্তু স্বাভাবিক লক্ষণে সে ব্যক্তি কি ভাবের—তাহা সহজেই বোঝা যায়।" জনৈক আর্ল "শিষ্টতা—নিকৃষ্টের প্রতি দয়াভাব" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। লর্ড মেকলেও বলিয়াছেন;—"শিষ্টতা সামান্য বিষয়ে সদয় ভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে।" ইমারসনের উক্তি—"আত্ম নির্ভর সচ্চরিত্রের মূলকারণ। প্রকৃত পক্ষে চালচলনেই স্বভাবের পরিচয়, ইহা দ্বারা আমরা কার্য্যে সুবন্দোবস্ত করিতে পারি; যেহেতু চালচলন ভাল হইলে, সহজেই লোকের প্রিয়ভাজন হওয়া যাইতে পারে; এরূপ অবস্থায় পদে পদে

অযাচিত ভাবে লোকের সাহায্য লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি বাল্যকাল হইতে চরিত্র সংশোধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আসিয়াছে, যৌবন কালে কোন কার্য্য সম্পাদনে তাহার পক্ষে কোন ব্যাঘাতই ঘটে না, ভাল ব্যবহার ও সংশিক্ষা পাইলে সংসার-পথে যতই অগ্রসর হওয়া যায়, উত্তরোত্তর তাহার উন্নতি হইতে থাকে; চালচলনে, হাবভাবে, আচার ব্যবহারে লোকে এককালে মুগ্ধ হইয়া পড়ে; এজন্য কোন কার্য্যেই সে ব্যক্তির বিপত্তি ঘটে না। মিস্ ল্যাণ্ডন ঠিক কথাই বলিয়াছেন যে, শিষ্টতা আমাদের চিন্তার সহচরী, প্রকাশ্যে বিকাশ হইবার পূর্ব্বেই সেই রমণী পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও চারু সাজে সজ্জিতা হইতে থাকেন। হাজলিট বলিয়াছেন;—"জগতে উন্নতি লাভ করিতে হইলে, বিশুদ্ধ চরিত্র ও পুরুষোচিত কার্য্যের প্রয়োজন। কুৎসিৎ প্রকৃতির পরিচয়ে লোকের কুসংস্কার হইয়া যায়। যাহাদের চাল চলনে আচার ব্যবহারে শিক্ষাদীক্ষায় দৃষ্টি নাই, সহসা কোন ব্যক্তি তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই মনে মনে সন্দেহ করিয়া থাকেন যে, অবশ্যই এই ব্যক্তি দূষিত, যাহাদের আচার ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য নাই, তাহারা নিজের উপর নিজেই বিশ্বস্ত নহে। যে সকল লোক লোকলৌকিকতা ও সামাজিকতায় দৃষ্টি রাখিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহারা সরল ও স্বাধীনচেতা, অধিকন্তু তাহারা সকলের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া স্বল্পদিনে ও সহজেই লোকের অনুরাগভাজন হয়।" লর্ড চেষ্টার ফিল্ড বলিয়াছেন;—"মুখ বাঁকাইয়া যদি কাহাকে সহস্র মুদ্রা দান কর, তদপেক্ষা কাহারও হাত হইতে একখানি পাখা পড়িয়া যাইলে, নম্রতাসহ তাহা উঠাইয়া দেওয়ায় তোমার গুণের সমধিক পরিচয় প্রকাশ পায়।" কেহ কোন প্রকার

অনুগ্রহ করিলে, অবনত মস্তকে তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া এবং দাতার প্রতি অনুগত ভাব দেখান অবশ্য কর্ত্তব্য।" সংসারে পদে পদে আমাদের শিষ্টতার প্রয়োজন, কেবলমাত্র এই আচরণে লোককে তুষ্ট করা যাইতে পারে। যে ব্যক্তি চালচলনে সাধারণের প্রিয়ভাজন হয়, ক্রমে ক্রমে সেই ব্যক্তি জগতে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। সেলিউন বলিয়াছেন;—"বাহ্যাড়ম্বরে সকল জিনিষ সুন্দর দেখায়, ইহা উৎকৃষ্ট মদিরাপাত্র সদৃশ; কিন্তু সেই পাত্রের জল না মুছিয়া, যদি তাহাতে সরাপ ঢালা হয়, তৎক্ষণাৎ সেই সুরা নষ্ট হইয়া যায়।" লেডি মেরি উর্টলে মণ্টেগ বলিয়াছেন;—"শিষ্টতায় জগৎ সংসার জয় করা যাইতে পারে, অথচ ইহাতে কিছুমাত্র ব্যয় নাই।" বেকন বলিয়াছেন;— "যে ব্যক্তি সামান্য বিষয়ে শৃঙ্খলতায় দৃষ্টি রাখেন না, ভাগ্যক্রমে হয়ত তিনি বড়লোক হইতে পারেন, কিন্তু সে সময়ে তিনি অজ্ঞানী বলিয়া জনসমাজে পরিচিত হইবেন।"

সদ্ব্যবহারে সকলের সহিত আত্মীয়তা ও সখ্যতা সংস্থাপিত হয়। আত্মদমনও সহানুভূতি এবিষয়ে প্রধান সহায়। সৌজন্যতা অপেক্ষা সদ্ব্যবহারে অধিক কার্য্য হইয়া থাকে। পরের বেদনায় যাহার হৃদয় ব্যথিত না হয়, সে ব্যক্তি কখন লোক চরিত্র বুঝিতে পারে না; কিন্তু মনুষ্য চরিত্রে মর্য্যাদানুসারে স্বেচ্ছায় সহানুভূতি প্রকাশ কোন মতে যুক্তি সঙ্গত নহে। প্রকৃত মনুষ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে হইলে, যে কোন প্রকারে পরের উপকার করিতে পারা যায়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কোন বিষয়ে আড়ম্বর করিলে, এক কালে সমস্ত নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

লর্ড চেষ্টার ফিল্ড বলিয়াছেন ;—"যদি কোন লোক তোমাকে অস্পষ্টভাবে বা মৃদু স্বরে কোন কথা বলেন, তাঁহার কথায় মন সংযোগ না করিয়া উপেক্ষা করা, নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম।" লোকের সহিত এরূপ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাব দেখাইলে, আত্ম গৌরবেরই লাঘব হইয়া থাকে।

কেন অপরাধী ?

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, জ্ঞানী ব্যক্তিরা কার্য্যস্থলে আপনাদিগের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদানে চেষ্টা করেন না, বাস্তবিকই বিজ্ঞগণ ইহা বিশেষ মঙ্গলজনক বলিয়াই জানেন। তর্ক বিতর্ক স্থলে যে ব্যক্তি মিমাংসার জন্য সর্ব্বাগ্রে কথা কহেন, তিনি তৎসম্বন্ধে সবিশেষ অবগত না থাকিলে, কথা প্রসঙ্গে তাঁহার যুক্তি খণ্ডন হইয়া যায়। কিন্তু আদ্যোপান্ত শুনিয়া যে ব্যক্তি শেষ কালে কথা কহেন, তাঁহার যুক্তি সকলেই সারগর্ভ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে। আলেকজাণ্ডারের জনৈক সেনা সর্ব্ব প্রথমে রাজার নিকট উপস্থিত হওয়া গুরুতর কার্য্য জানিয়া, নাসিকা ও কর্ণ পালকে আবৃত করিয়া প্রাচীন ধরণে নৃত্য আরম্ভ করায়, ভূপতির আদেশানুসারে পারিষদবর্গ তাহাকে দরবারে লইয়া আসিলে, সে বলিল, "দরবারে বাতুল সাজিয়া আজ আমার রাজদর্শন হইল, বাস্তবিক আমি পাগল নহি, এই দেখুন পালক ও ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া আমি ভাল মানুষ হইতেছি ; আপনি যে কার্য্যে আমায় নিযুক্ত করিবেন, আমি তাহাই করিব।" প্রাণী-তত্ত্ববিদ্ মোজেস মেণ্ডেলশন সম্রাট ফেডারিক দি গ্রেটের চরিত্র সম্বন্ধে কোন পত্রিকায় সরলভাবে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করেন।

লোকে অতিরঞ্জিত করিয়া সেই বিষয় সম্রাটের নিকট বর্ণনা করায়,তিনি উক্ত পণ্ডিতের উপর সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। মেণ্ডেলশন ভূপতির বিরাগভাজন হইয়াছেন জানিতে পারিয়া সাক্ষাতে সকল কথা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিবার অভিপ্রায়ে তৎসমীপে আবেদন করিলেন; কিন্তু নৃমণি লোক প্রমুখাৎ তৎবৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া তাঁহার প্রতি এরূপ বিরক্ত হইয়াছিলেন যে, রাজ-প্রাসাদে তাঁহার প্রবেশই নিষেধ হইয়াছিল। মেণ্ডেলশন্ রাজার গ্লানি করিয়াছেন, এ সংবাদ রাজকর্ম্মচারীর কর্ণগোচর হওয়ায় পদে পদে তাঁহার অনিষ্টের সম্ভাবনা ছিল,তাহাতে তিনি সম্রাটকে যতক্ষণ না সত্য ঘটনা জানাইতেছেন তদবধি আলফ্রেডের ক্রোধ কিছুতেই ক্ষান্ত হইতেছে না, এইরূপ পাঁচ সাত ভাবিয়া তিনি ছদ্মবেশে সজ্জিত হইয়া এক দিবস প্রাসাদাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া দ্বাররক্ষক জিজ্ঞাসা করিল, “কে তুমি? কাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে?” তদুত্তরে তিনি বলিলেন, “আমি একজন যাদুকর, সম্রাটের নিকট আমার হস্তকৌশল দেখাইয়া পুরস্কার লইব বলিয়া, আসিয়াছি।” তাঁহার কথায় প্রতিহারী আর কোন দ্বিরুক্তি করিল না, অধিকন্তু তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া নৃমণি সন্নিধানে উপস্থিত হইল। ভূপতির সাক্ষাৎলাভে মেণ্ডেলসন্ সভয়ে আপন মন্তব্য জানাইলেন; কিন্তু তিরস্কারের বিনিময়ে যথেষ্ট পুরস্কৃত হইলেন। সেলডন তাঁহার ‘টৈবেল টকে’ গল্পচ্ছলে দেখাইয়াছেন—‘টাকায় লোক হাসায়’—এক অন্ধ কতকগুলি লোকের সম্মুখে বেয়ালা বাজাইতেছিল, তাহার বাদ্য তানলয়ে সঙ্গত না হওয়ায়, শ্রোতাগণ সকলেই হাসিয়া উঠে। শ্রোতাবৃন্দ উপহাস

করিতেছে বুঝিতে পারিয়া, অন্ধের পথ-নিদর্শক পুত্র পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "বাবা! চল আমরা এখান হইতে চলিয়া যাই, বাজান বন্ধ কর; সকলেই তোমাকে উপহাস করিতেছেন।" তাহার কথায় অন্ধ উত্তর করিল, "বালক! মন খারাপ করিতেছ কেন? এখনই উঁহারা আমার পারিশ্রমিক দিবেন, তদ্দণ্ডে আমরা উঁহাদিগকে উপহাস করিয়া হাসিতে হাসিতে গৃহে চলিয়া যাইব, তাহার জন্য ভাবনা কি? মন খারাপ করিতেছ কেন?"

প্রতিজ্ঞা পালন।

ইহজীবনে প্রতিজ্ঞা পূরণ একটি মহৎ ধর্ম্ম, যদিও মুখের কথায় প্রতিজ্ঞা করা হয়, তথাচ যখন আমরা কোন কার্য্য করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হই, তখনই ধর্ম্মতঃ তাহাতে আবদ্ধ হইয়া থাকি। ব্র্যাসে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াই এক সুবৃহৎ রেলওয়ে সেতু নির্ম্মাণের ঠিকা লইয়াছিলেন, দৈবক্রমে তাঁহার নির্ম্মিত সেতুর কতকাংশ প্রবল ঝটিকা ও জলপ্লাবনে ভাঙ্গিয়া যায়; বহু অর্থ ব্যয় করিয়া তিনি যে সেতু নির্ম্মাণ করিতেছিলেন, সহসা তাহার কতকাংশ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, তিনি নিতান্ত বিপদগ্রস্থ ও ভাবিত হইলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া অনেকেই যে কোম্পানীর নিকট হইতে তিনি কাজ চুক্তি করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করিতে বলিল। কেহ কেহ স্থির করিল যে, তিনি যদি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট মাল মসলা দিয়া মেরামত করেন, তাহা হইলে বহু অর্থব্যয় হইতে কথঞ্চিৎ অব্যাহতি পাইতে পারেন; কিন্তু তিনি এই দুই দলের কাহারও কোন পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া নিজ ব্যয়ে নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে সেই সেতু এরূপ সুন্দরভাবে

পুনর্নির্ম্মিত করিলেন যে, তাহা সম্পূর্ণ নূতন বলিয়া বোধ হইল। দৈবদুর্ব্বিপাকে সেতুটি ভাঙ্গিয়া যায়, ইহাতে তাঁহার কোন দোষই ছিল না, তথাচ তিনি ক্ষতিপূরণের জন্য কোম্পানীর নিকট কোন কথাই বলেন নাই; কোম্পানী তাঁহার এই সরলতা ও সততার পরিচয় পাইয়া চুক্তি টাকার অপেক্ষা এত অধিক মুদ্রা ব্র্যাসেকে পুরস্কার দিলেন যে, তাহাতে তাঁহাকে আদৌ ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইল না। তিনি এই কার্য্যের দ্বারা কোম্পানীর নিকট যে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, অর্থ-বিনিময়ে কাহারও অদৃষ্টে সে সম্মান লাভ হয় না। তিনি স্বেচ্ছায় প্রণোদিত হইয়াই এই কার্য্য করিয়াছিলেন। প্রতিজ্ঞা পূরণ কাহারও অনুরোধ উপরোধে সাধিত হয় না, ইহা সম্পূর্ণরূপে নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

যে কার্য্য করিতে আমাদের কোন কষ্ট হয় না, অধিকন্তু সন্তোষ লাভ করি, সে কার্য্য অনায়াসেই সম্পাদিত হইয়া থাকে, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে লোকের বিশ্বাসভাজন হওয়া ও একাগ্রচিত্তে তাহাতে অনুরক্ত থাকা, সহজ সাধ্য নহে। কেহ যদি কোন কার্য্যের ভার কাহারও উপর ন্যস্ত করেন, যত কেন বিঘ্ন বিপত্তি সংঘটিত হউক না, বিশ্বাসরক্ষার জন্য প্রাণপণে তাহা সমাধা করা আবশ্যক। যখন কোন কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছি, তখন, তাহার জন্য যথাসর্ব্বস্বে বঞ্চিত হইয়া, এককালে নিঃস্ব হইয়া পড়িলেও তাহাতে নিবৃত্ত হওয়া কোনমতে উচিত নহে। যখন কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হয়, তখন তৎসাধনে শত সহস্র প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলেও কদাচ কোনমতে পশ্চাৎপদ হইব না, মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা হওয়া কর্ত্তব্য; তবে, যদি ইহা রাজকীয় নীতির বহির্ভূত হয়, অথবা নিজ শক্তির অসাধ্য হয়,

অগত্যা সে সময়ে ত্যাগস্বীকার করায় কোন দোষ নাই ; কিন্তু সাধ্যমত চেষ্টা না করিয়া, প্রতিশ্রুত বিষয় সম্পাদনে নিবৃত্ত হওয়া বিবেচক ব্যক্তির কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

গুপ্ত বিষয়।

ব্যবসায় শ্রীবৃদ্ধি সাধনের পক্ষে গোপনীয়তার প্রয়োজন, কিন্তু সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা বিশেষ গুপ্তভাবে কার্য্য করে, তাহাদের মনে সহসা একটা অবিশ্বাস জন্মিয়া যায়। যাঁহারা কার্য্য-জগতে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন, তাঁহারা কতকগুলি বিষয় সাধারণের অগোচর রাখিয়া লোকের নিকট কার্য্যদক্ষ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। যাঁহার নিকট মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলে, কোন প্রকার অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই ; অধিকন্তু যাঁহার স্বভাব চরিত্র ভাল এবং বুদ্ধির প্রাখর্য্য আছে, তাঁহাদ্বারা উপকার দর্শীয়া থাকে। সার আর্থার হেল্পের উক্তি, "গম্ভীর প্রকৃতি ও পারদর্শী লোকের উপর বিশ্বাস সংস্থাপনে অনিষ্টের কোন আশঙ্কা নাই। কোন বিষয় অপ্রকাশ রাখা, সম্পূর্ণ অভ্যাসের উপর নির্ভর করিয়া থাকে।" টমাস ফুলার বলিয়াছেন, "জ্ঞানী ব্যক্তি গোপনীয় বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না, তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে, গুপ্ত কথা অন্যের কর্ণগোচর হইলে, তাঁহার বিষয় সম্পত্তি সমস্ত নষ্ট হইতে পারে। যেহেতু তিনি কোন কর্ম্মচারীর নিকট গুপ্তকথা ব্যক্ত করিলে,কর্ম্মচারী তাঁহার উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে ; বন্ধুর নিকট তাহা প্রকাশ করিলে, তিনি শত্রুতে পরিণত হন এবং ইচ্ছা করিলেই তাঁহার অনিষ্ট করিতে পারেন।"

কর্ম্মসূত্রে বা স্বার্থসাধন উদ্দেশ্যে, একের প্রতি অন্যে নির্ভর

করিয়া থাকে ; এজন্য যে ব্যক্তি স্বাবলম্বনে কোন কার্য্যানুষ্ঠানে লোকসমাজে প্রতিপত্তি লাভে সক্ষম, কি উপায়ে তাঁহার অন্যান্যের অপেক্ষা সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, সকলেই তদ্বিষয়ে সবিশেষ সন্ধান লইবার জন্য উৎসুক হয় ; কথাপ্রসঙ্গে বা কার্য্যক্ষেত্রে সকলেই সেই ভাগ্যবান পুরুষের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া থাকে এবং যে কোন উপায়ে হউক, তাঁহার গুপ্ত বিবরণ অবগত হইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করে, কিন্তু নির্ব্বোধ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য দ্বারা কখনই সেই গুপ্তকথা প্রকাশ হয় না, যদি কোন সুযোগে সৌভাগ্যশালীর কার্য্যপ্রণালী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্যে জানিতে পারে, সে ব্যক্তি সেই কার্য্যের ধারাবাহিক অনুষ্ঠানে সংযত হইয়া, তাঁহার অনিষ্ট সাধনে তৎপর হইয়া থাকে।

গোপনীয় কথা কাহাকে যদি প্রকাশ করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে দেখা উচিত যে, যে কথা প্রকাশ করিতে উদ্যত হইতেছ, তাহার কিছু গুরুত্ব আছে কি না ? সময়ে সময়ে সামান্য গুপ্ত বিষয় প্রকাশে মহা অনিষ্ট ঘটিয়া যায়। স্যাটার্ডে হেরল্ডে লিখিত আছে—লোকে এরূপ অভিপ্রায় করিয়া কার্য্য সম্বন্ধে অন্যের সঙ্গে এমন ভাবে কথাবার্ত্তা কহে যে, তাঁহার কথায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই যে রহস্য ভেদ করিয়া লইবে, সে সম্ভাবনা থাকে না। ডাঃ সামুয়েল জনশন নিম্ন লিখিত নিয়মগুলির উল্লেখ করিয়াছেন—“গোপনীয় বিষয় জানিবার জন্য উৎসুক হইও না, যদি কেহ কোন গুপ্ত কথা বলিতে উদ্যত হয়, তাহা শ্রবণে অনিচ্ছা দেখাইও। কেহ কোন গুপ্ত-কথা তোমার নিকট ব্যক্ত করিলে, কদাচ তাহা অপরের নিকট প্রকাশ করিও না।”

গুপ্ত কথা একজনের মুখে ব্যক্ত হইলে, স্বল্প সময়ের মধ্যেই

তাহা অনেকে জানিতে পারে; এজন্য অপ্রকাশ রাখাই কর্ত্তব্য। সকলের প্রবৃত্তি সমান নহে, আমি তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া যে কথা তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম, তোমার মনের তাদৃশ দৃঢ়ত্ব না থাকায়, তুমি কর্ত্তব্যসাধনে অগ্রাহ্য করিয়া অন্যের নিকট তাহা প্রকাশ করিলে, এইরূপ লোকপরম্পরায় সে কথা রাষ্ট্র হওয়ায়, আমার পক্ষে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিল। বিজ্ঞ-ব্যক্তির নিকট হইতে গোপনীয় কথা প্রকাশ পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

নাম।

মনুষ্য মাত্রেই নিজ নিজ শক্তির পরিচয় দিয়া জনসমাজে প্রতিপত্তি লাভের চেষ্টা পাইয়া থাকে। বক্তা তাহার বক্তৃতা সংবাদপত্রের কতটা স্থান পূর্ণ করিল, দেখিবার জন্য উৎসুক থাকে; গ্রন্থকার স্বরচিত পুস্তক পাঠে লোকের অনুরাগ আছে কিনা, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখে; অভিনেতা নিজ চরিত্রের অভিনয় দেখাইয়া দর্শকবৃন্দকে পরিতুষ্ট করিতে সক্ষম হইল কিনা, তৎপ্রতি মনোযোগী হয়; এইরূপ সকলেই সংসার-জগতে নাম কিনিবার জন্য ব্যগ্র থাকে। লোকের নিকট খ্যাতি-লাভ কিন্তু সকলের অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে না, সাধারণে যাঁহাকে আদর করে, সংসারে সেই ব্যক্তিই সম্মানভাজন হইয়া থাকেন; নিজ শক্তির পরিচয় দ্বারা লোকের অনুরাগভাজন হওয়া সকলের অদৃষ্টে ঘটে না। যতক্ষণ না এক ব্যক্তি কার্য্যজগতে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া জনসাধারণের অনুরাগভাজন হইতেছেন, তদবধি তাঁহার গুণগরিমা কিছুই প্রকাশ পায় না; যে ব্যক্তি

কার্য্যসূত্রে শ্রেষ্ঠত্বলাভে বঞ্চিত, তাহার পক্ষে এ প্রতিপত্তি লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব। বাহ্যিক চাক্‌চিক্য বা বেশভূষায় যে ব্যক্তি লোকের সন্মানভাজন হইবার জন্য উৎসুক হন, তাঁহার অনুগত ব্যক্তি, স্বার্থ-সিদ্ধির অভিপ্রায়ে, সেই প্রতিপালককে অবশ্য যথা-সাধ্য মান্য দিয়া থাকে, কিন্তু সাধারণ্যে তাঁহার সে গৌরব রক্ষা হয় না। এরূপ বাহ্যাড়ম্বর দ্বারা যাঁহারা সমাজে গণ্য মান্য হইতে বাসনা করেন, তাঁহাদের সে আকাঙ্ক্ষা ইহজীবনে পূরণ হইবার নহে। যে ব্যক্তি এমন কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, যাহাতে সর্ব্বসাধরণের উপকার দর্শে, তাঁহার সুনাম সহজেই জন-সমাজে ঘোষিত হয়; নাম প্রচার জন্য তাঁহার কোন প্রকার আড়ম্বর করিবার আবশ্যক হয় না, স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিয়া কেহ কখনও সুনাম লাভ করিতে পারে নাই। ব্যবসাদার, শিল্পী বা চিত্রকর আপনাপন কার্য্যের প্রতি মনোযোগী হইয়া,লোকসমাজে এক সময়ে যথেষ্ট সুনাম লাভ করিতে পারে, কিন্তু নিজ অনুষ্ঠিত কার্য্যে তাহাদেরও গুরুতর পরিশ্রম, সততা, সময়ের নির্দ্ধারণ এবং যাহাতে সুচারু ভাবে কার্য্য সম্পন্ন হয়, তৎসমুদয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

পক্ষ ও বিপক্ষ।

যেমন সূর্য্য ব্যতিরেকে জগৎ অন্ধকার, সেইরূপ বন্ধু বিহনে জীবন শূন্যপ্রায় হইয়া থাকে; প্রকৃত বন্ধু সরল, সত্যবাদী, স্বার্থহীন ও মঙ্গলাকাঙ্খী; কিন্তু জগতে এরূপ বন্ধু অতি দুর্লভ, এজন্য পরস্পর বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে কাহার কিরূপ মতিগতি, আচার ব্যবহার, ভাবভঙ্গি তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়া

আবশুক। সমান সমান না হইলে প্রকৃত বন্ধুত্ব হয় না। বিপদ কাল উপস্থিত না হইলে, প্রকৃত বন্ধুর পরীক্ষা হয় না, সম্পদের সময়ে অনেকেই সহানুভূতি ও সানুরাগ দেখাইয়া বন্ধু বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকে, কিন্তু বিপদের সময় ভিন্ন শত্রু মিত্রের ভেদাভেদ বুঝিতে পারা যায় না। কাহারও সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে মিলিত হইবার পূর্ব্বে তাহার স্বভাব চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। যাঁহাকে প্রকৃত বন্ধু বলিয়া মনে মনে নির্ব্বাচিত করিয়াছ, তাঁহার নিকট অকপট চিত্তে হৃদয়-দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিতে পার; তোমাতে তাঁহাতে অভেদ আত্মা জ্ঞান করিয়া, তোমার মনের কথা তাঁহাকে জানাইয়া, তাঁহার কথা তুমি জ্ঞাত হইয়া উভয়ের পরামর্শে, উভয়ের উন্নতি কামনায় উদ্যোগী হইতে পার; তখন সেই বন্ধু তোমার কোন জিনিষ গ্রহণ করিলে, অথবা তুমি তাঁহার কিছু লইলে, উভয়ের মনোভাবের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটিবে না।

মুখের কথায় বন্ধুত্ব হয় না,প্রকৃত বন্ধুত্বে পরস্পর সহানুভূতি ও হিতকামনার বিকাশ পাইয়া থাকে। কথায় বলে,—"পুরাতন চাউল ভাতে বাড়ে", প্রকৃতপক্ষে যাঁহার সহিত যত সুদীর্ঘ কাল বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ থাকা যায়, তাঁহার নিকট ততই অধিক উপকৃত হইবার কথা। পলেনিয়স লার্টেয়শকে পরামর্শ দিয়াদিলেন যে, •যাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছ, তাহাদের সকলের কার্য্যপ্রণালী পরীক্ষা করিয়া যাহা সঞ্চিত করিতে পারিয়াছ,তাহা হৃদয়ের নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রাখিও; কিন্তু তাহাদের সহিত যেরূপ সাদর সম্ভাষণ করিতেছ, তাহার কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য না হয়। পোপ বলিয়াছেন—"জগতে ধর্ম্ম ও বন্ধুত্ব লাভ ব্যতীত শ্লাঘার বিষয়

আর কিছু নাই।"বাস্তবিকই বন্ধুত্ব ধর্ম্মের অংশ বিশেষ। স্বার্থত্যাগ না করিলে, প্রকৃত বন্ধুত্ব লাভ হয় না, যেহেতু ইহাতে সহানুভূতির সম্পূর্ণ প্রয়োজন। যাঁহাকে বন্ধু বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছি, যদি তাঁহার হিতসাধনে উদ্যোগী না হইলাম, তাহা হইলে আমি তাঁহার বন্ধু নামের কদাচ যোগ্য নহি; প্রকৃত বন্ধুত্বে বন্ধুর দোষ ধর্ত্তব্যের মধ্যে গৃহীত হয় না, অধিকন্তু তাঁহার নিজের ব্যবহারে যাহাতে বন্ধুর কোন প্রকার ত্রুটী না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। গোয়েথের উক্তি,—"যাঁহার বন্ধুর প্রতি অনুরাগ নাই, তিনি কখন লোকপ্রিয় হইতে পারেন না।" হাজলিট বলিয়াছেন—"নির্ব্বাচিত বন্ধু বা যাঁহাকে বন্ধু বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছ, তাঁহার সহিত কখনও বিবাদ করিও না; যদি তাঁহার সম্বন্ধে তোমার কোন মতভেদ হয়, তাহা হইলে সেভাব মনে মনে গোপন রাখিও। বন্ধুর সহিত পুনঃ পুনঃ দেখা সাক্ষাতে এবং আলাপ পরিচয়ে তাঁহার কোন দোষ আছে কিনা—অনায়াসে জানিতে পারা যায়। যে ব্যক্তি আপনার প্রতিপত্তি দেখাইয়া অন্যের সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে মিলিত হয়, সে ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্ব কখন স্থায়ী হইতে পারে না। লোকের সুখ্যাতি লাভের পরিবর্ত্তে যে ব্যক্তি সাধারণের উপকার জন্য চেষ্টা পায়, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বন্ধু পদবাচ্য।" যাঁহারা রাজনৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত থাকেন, অথবা যাঁহারা উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, তাঁহাদের সম্বন্ধে লর্ড বর্লে বলিয়াছেন, "বড় লোকের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে মিলিত হইলে, সামান্য বিষয় লইয়া তাঁহাকে কখনও বিরক্ত করিও না। সময়ে সময়ে দুই একটী সামান্য সামগ্রী তাঁহাকে উপহার দিয়া তাঁহার অনুরাগ লাভে সচেষ্টিত হইও, কিন্তু কোন গুরুতর

ব্যাপারে তাঁহার কৃতজ্ঞতাভাজন হইতে কখন ইচ্ছা বা চেষ্টা করিও না।”

এক পক্ষে জগতে বন্ধুত্ব সংস্থাপনের যেমন আবশ্যক, অন্যপক্ষে বন্ধুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণও সেইরূপ কর্ত্তব্য কার্য্য। গোল্ড স্মিথের “ভাইকার অভ্ ওয়েক্‌ফিল্ডে” বর্ণীত আছে;—আমাদের কোন আত্মীয় স্বজন অসচ্চরিত্র বা বিরক্তিকর হইলে, তাহার সহিত আমাদের যাহাতে কোন সংস্রব না থাকে, সে বিষয়ে আমরা চেষ্টা পাই; এরূপ অবস্থায় সেই অসৎ ব্যক্তিকে পরিধেয়, পিরাণ, জুতা বা অন্য কোন সামগ্রী ব্যবহার জন্য প্রদান করিলে, সে ব্যক্তি তখনই সরিয়া পড়ে; যেহেতু যে জিনিষ সে গ্রহণ করিয়াছে, তাহা সে কখন প্রত্যর্পণ করিতে চাহে না।”

পরিত্যক্ত বন্ধু সদৃশ জগতে দ্বিতীয় শত্রু আর নাই; যাঁহার সহিত একত্র বসিয়া দাঁড়াইয়াছি, কথাপ্রসঙ্গে মনের কথা বলিয়াছি, সে ব্যক্তি অবশ্য আমার সম্যক অনিষ্ট করিতে পারেন, এজন্য বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই যে ব্যক্তির সহিত মিলিত হইব, তাহার স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে সবিশেষ সন্ধান লওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। বন্ধুর নিকট সকল কথাই খুলিয়া বলা যায়, সে ব্যক্তির অজানিত কিছুই থাকে না, তাঁহার উপর বিশ্বাস করিয়া সংসার-জীবনের সকল কথাই প্রকাশ হইয়া পড়ে; এরূপ অবস্থায় সে ব্যক্তির সহিত যদি সৌহৃদ্দাতার লাঘব হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি অনায়াসেই সকল প্রকারে আমার অনিষ্ট করিতে পারে। এই জন্যই খ্রীষ্ট নীতিতে উল্লেখ আছে—“শত্রুর উপকার কর, সে ব্যক্তি তোমার বন্ধু হইবে।” লর্ড চেষ্টার ফিল্ড বলিয়াছেন, “লোকের প্রতি যুক্তিযুক্ত অবজ্ঞা থাকিলেও, তাহা গোপন রাখা

কর্ত্তব্য। মনুষ্য অপকর্ম্ম অপেক্ষা দুর্ব্বলতা ও নিষ্ফলতায় সমধিক লজ্জা বোধ করে। যদি কথাপ্রসঙ্গে কোন ব্যক্তিকে ধূর্ত্ত, মূর্খ বা অসভ্য বলিয়া সম্ভাষণ কর, তাহা হইলে তোমার প্রতি তাহার চির বিদ্বেষ জন্মিয়া যায়, কিন্তু কথাচ্ছলে তাহাকে প্রতারক বলিলেও সে ব্যক্তি সম্ভবতঃ তোমার উপর তাদৃশ বিরক্ত হয় না।" শত্রুতাচরণ সম্বন্ধে ম্যাচিভেলি বলিয়াছেন—"অপকার সহ্য করিয়া প্রতি-শোধ লইবার জন্য যে ব্যক্তি মুখে আস্ফালন করে, আমি স্থির বলিতে পারি যে, সে ব্যক্তির বিবেচনা শক্তির লোপ পাইয়াছে; যেহেতু এরূপ করিলে শত্রু পক্ষ কিছুতেই দমিত হয় না, অধিকন্তু তুমি প্রতিশোধ লইব বলায়, তাহারা বিশেষ সতর্ক থাকিয়া তোমার সমধিক অনিষ্টসাধনে প্রয়াস পাইয়া থাকে। এজন্য যাহার সহিত কাহারও শত্রুতা থাকে, সে ব্যক্তির বিশেষ সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য, যেহেতু শত্রুপক্ষ তৎসম্বন্ধে সামান্য ত্রুটী পাইলেই সমধিক অনিষ্টের চেষ্টা করে।"

চাটুতা ও চাটুকার।

জনৈক প্রাচীন ইংরাজী লেখক বলিয়াছেন,—"একটা জিনিষের উপর যদি আর একটা স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে একক বা পৃথকভাবে কোনটাই পড়িয়া থাকে না; চাটুতা ঠিক এরূপ না হইলেও, ইহার প্রামাণ্য কতক পরিমাণে সংশ্লিষ্ট বলিয়া অনুমিত হয়।" এক কথায় চাটুতাদ্বারা সমাজকে সহজে প্রীত করা যাইতে পারে, ইহা কল্পনাশক্তির কথঞ্চিৎ বিকাশমাত্র; শিষ্টতা, মিষ্টালাপ, সামাজিক আমোদ প্রমোদ সকল বিষয়েই কিয়ৎ পরিমাণে চাটুতার আবশ্যক আছে; কিন্তু ইহার অযথা প্রয়োগে লোকের চক্ষে দূষ্য

বলিয়া পরিগণিত হয়। কোয়ার্লস বলিয়াছেন,—"যাহারা তোমার দোষ দেখিয়া কোন কথা কহে না, কোন প্রকার ত্রুটী হইলেও গ্রাহ্য করে না, তোমার নির্ব্বুদ্ধিতায়ও কোনকথা বলে না, স্থির জানিও —তাহারা হয় ভীরু, না হয় চাটুকার, নতুবা নির্ব্বোধ। তোমার সৌভাগ্যে তাহারা সকলেই উপস্থিত থাকিবে, কিন্তু তুমি কোন বিপদগ্রস্থ হইলে, তাহারা কাপুরুষের মত যে যাহার স্থানে সরিয়া পড়িবে; দুঃখের সময়ে সেই চাটুকারগণের আর দেখাও পাইবে না, কিন্তু নির্ব্বোধ তোমায় তৎকালেও ত্যাগ করিবে না।" লর্ড বেকন বলিয়াছেন—"ব্যয়বাহুল্যে পারিষদ রাখা কর্ত্তব্য নহে, যে ব্যক্তি বহু লোক বেষ্টিত হইয়া পথে বাহির হয়, তাহার গতি সত্বরই মন্থর হইয়া পড়ে।" সেক্সপিয়ারের উক্তি—"যে সকল ব্যক্তি এক্ষণে তোমার তোষামোদ করিতেছে, তুমি দুঃখের অবস্থায় পতিত হইলে, তাহারা কেহই তোমার বন্ধু থাকিবে না; মুখের কথা বাতাসের ন্যায় সুগম—এই আছে, এই নাই; সেইরূপ চাটুকারের সহিত বন্ধুত্বেরও কিছুমাত্র স্থিরত্ব নাই; কিন্তু বিশ্বস্তবন্ধু এ সংসারে একান্ত দুর্লভ।" তুমি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে পারিলে, অনেকেই তোমার বন্ধু হইতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু যে দিন তোমার সেই ঐশ্বর্য্য শেষ হইয়া আসিবে, মনে রাখিও, তোমার অভাব পূরণে তখন তাহারা কেহই অগ্রসর হইবে না; অমিত-ব্যয়ীকে চাটুকারেরা দাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ধনাঢ্য ব্যক্তি পাপকর্ম্মে আসক্ত হইলে, তাহারা সত্বর তাঁহাকে সেই গর্হিত কার্য্যে অধিকতর উৎসাহিত করে, সৌভাগ্যলক্ষ্মী একবার সেই ভাগ্যবানের প্রতি বিরূপ হইলে, তাঁহার সে পূর্ব্ব খ্যাতি প্রতিপত্তি সমস্তই লোপ হইয়া যায়! যাঁহারা এক

সময়ে তোমাকে ভাল বলিয়া যথেষ্ট মান্য দিয়াছে, তাহারা আর সে ভাবে তোমার সঙ্গে মিশিবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি তোমার প্রকৃত বন্ধু, সে ব্যক্তি তোমার অভাবে প্রাণপণে সাহায্য করিবেন, যদি তুমি দুর্দ্দশাগ্রস্থ হও, তিনি তোমার ব্যথায় ব্যথিত হইবেন, তুমি জাগ্রত থাকিলে, সে ব্যক্তি কখন ঘুমাইতে পারিবেন না, তিনি তোমার দুঃখে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ করিবেন, তোমার কষ্টে তাঁহার নিজের কষ্ট বোধ করিবেন। তোষামোদীশক্র ও বিশ্বস্তবন্ধু উভয়ে— আকাশ পাতাল প্রভেদ জানিও।

ডাঃ সাউথ বলিয়াছেন,—"তোষামোদে মুগ্ধ হইয়া লোকে ভীষণ শক্রর নিকটে হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করে, অন্যপক্ষে সেই ইতর লোকের প্ররোচনায় বিশ্বস্ত বন্ধুর প্রতি বিরূপ হইয়া মহাভ্রমে পতিত হয়।"

কথাবার্ত্তা।

পরস্পর কথোপকথনে আমাদের মনের ভাব ব্যক্ত হয়; যাহাকে যে কথা বলিতে হইবে, তাহা যদি শৃঙ্খলা পূর্ব্বক আমরা বলিতে পারি, তাহা হইলে শ্রোতাকে অবশ্যই তুষ্ট করা যাইতে পারে। লর্ড চেষ্টার ফিল্ড বলিয়াছেন,—"অনেকের স্বভাব, কথা কহিতে কহিতে শ্রোতার হাত ধরে, গাত্র স্পর্শ করে; যদি শ্রোতার তাঁহার কথা শুনিতে ইচ্ছা না থাকে, অথবা সে কথায় তিনি কোন উপকার জ্ঞান না করেন, তাহা হইলে বক্তার নিবৃত্ত হওয়াই কর্ত্তব্য। যদি পাঁচ জনে একত্র হও, অবশ্য পরস্পর কথাবার্ত্তা হইবে, এরূপ স্থলে কথা প্রসঙ্গে কথা কহিতে কোন বাধা নাই বটে, কিন্তু এরূপ ভাবে কথা

কহা উচিত নহে, যাহাতে সুদীর্ঘ সময় কাটিয়া যায়; যেহেতু তোমার কথায় লোকে তুষ্ট হইলেও, যদি সেই বক্তৃতায় বহুক্ষণ যাপিত হয়, তাহা হইলে হয়ত শ্রোতাবর্গ তোমার উপর কেহ না কেহ বিরক্ত হইতে পারেন।" ফ্র্যাঙ্কলিন বলিয়াছেন,—"বাজে কথার প্রয়োজন নাই, যাহাতে নিজের বা অপরের উপকার দর্শে, এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিও।"

টমাস কুলার বলিয়াছেন,—"যাহারা দুই একটা কথা কহে, তাহাদের সাবধান হইয়া কথা কহা আবশ্যক, একটা কথা মুখ হইতে বহির্গত হইলে, সুদীর্ঘ বক্তৃতার কার্য্য করিয়া থাকে। এজন্য বিচক্ষণ লোকের কথা—ভাবিবার ও বুঝিবার বিষয়।"

জার্ম্মি কলিয়ার বলিয়াছেন—"কথোপকথনে মনুষ্য নিজের শক্তি নিজে বুঝিতে পারে এবং যাহাতে তাহা সাধারণের আবশ্যকীয় হয়, সে বিষয়ে সযত্ন থাকে। কিন্তু অনেক সময়ে অনাবশ্যকীয় কথাবার্ত্তায় সময় নষ্ট ভিন্ন আর কিছুই হয় না।" ডেভিড হিউম বলিয়াছেন—"সাধু সঙ্গের উপযোগী হইতে হইলে,মনুষ্য মাত্রেরই সচ্চরিত্র, বাক্‌পটুতা ও দক্ষতার প্রয়োজন; যে কথা শ্রোতাগণ সমাদরে গ্রহণ করে এবং উত্থাপন হইবামাত্র প্রত্যেকেই সন্তুষ্ট ও আনন্দিত হয়, তাহাই বাক্‌পটুতা। লোকের সহিত নম্র ও বিনীতভাবে কথা কহিলে, সহজেই তাহার অনুরাগ লাভ করা যাইতে পারে; যে ব্যক্তি আপনার আনুগত্য ভাব দেখাইয়া কথাবার্ত্তা কহেন, সাধারণতঃ কেহ তাঁহার উপর বিরক্ত হয় না, অধিকন্তু এইরূপে অভ্যস্থ হইয়া সে ব্যক্তি জনসমাজে সদালাপী বলিয়া পরিগণিত হন।"প্রবাদ আছে—"ঠাট্টা বিদ্রূপে শত্রুকে জয় করিতে

পারা যায় না, কিন্তু বন্ধুকে হারাইতে হয়।" সলোমানের উক্তি, —"বিচক্ষণ ব্যক্তির হৃদয় বিজ্ঞতাপূর্ণ, তিনি মিষ্টভাষী, ও সদালাপী হওয়ায় জ্ঞানী ব্যক্তির অপেক্ষা লাভবান অধিক হইয়া থাকেন।" লর্ড চেষ্টার ফিল্ড বলিয়াছেন,—"কোন সম্প্রদায়ে যে কথা শ্রবণ করিয়াছ, অন্য সম্প্রদায়ে তাহা প্রকাশ করিতে হইলে, সতর্ক হইয়া তাহা বলা কর্ত্তব্য। অসঙ্গত বিষয় ঘোষণায়—কল্পনার অপেক্ষা অধিক অনিষ্ট হইয়া থাকে। কথাপ্রসঙ্গে যাহা গোপন রাখা আবশ্যক ছিল, এমন কথাও কোন না কোন সময়ে উঠিতে পারে, অতএব যাহাতে তাহা প্রকাশ না হয়, সে বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য; এক স্থানে কোন কথা শুনিয়া, তাহা অন্য স্থানে বলিবার সময়ে নানাভাবে অলঙ্কৃত হইলে, গোলযোগ বাধিয়া থাকে।" সেল্‌ডন তাঁহার "টেবেল টকে" বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি কাহারও সম্বন্ধে কুৎসা ঘোষণা করে, সে ব্যক্তি প্রথমে বুঝিতে পারে না যে,তাহার নিজেরই সে বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে; যেহেতু সে ব্যক্তি যদি সৎ ও ভদ্রবংশোদ্ভব হয়, তাহা হইলে এরূপভাবে অপরের গ্লানি ও কুৎসার কথা কখনই তাহার মুখ হইতে বাহির হইতে পারে না।" স্যার হেন্‌রি টেলারের উক্তি—"কথা প্রসঙ্গে তর্ক বিতর্ক হইলে, জ্ঞানী ব্যক্তি নিরুত্তর থাকিবেন,যেহেতু বাক্‌বিতণ্ডায় সহজে কোন বিষয় মীমাং-সিত হয় না।" বেকন বলেন—"বক্তা যে যে বিষয় আদৌ দেখে নাই, তৎসম্বন্ধে—'লোকে বলে', 'প্রবাদ আছে' ইত্যাদি কথার ভূমিকা করিয়া বক্তৃতার সূত্রপাত করিয়া থাকেন।

রাজার দোহাই।

রাজনীতিকে বিলাসভোগ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই পথ অবলম্বনে করিলে লোকের সুখসম্ভোগ দূরে থাকুক, অনর্থক ব্যয়ভারে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। নির্ব্বোধ ও অর্ব্বাচীন লোকেই রাজ নীতির অনুসরণ করে। মিঃ টমাস ব্র্যাসি ঠিকাদারের কাজ করিয়া বহুঅর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, স্পেনের রেলপথ নির্ম্মাণকালে তাঁহার সহিত এক জন অংশীদার থাকে, কার্য্য সম্বন্ধে কোম্পানীর নিকট হইতে তিনি ঠিকা লইয়াছিলেন; উভয় পক্ষে মনান্তর হওয়ায় তিনি অংশীদারের উত্তেজনায় বিচারালয়ের আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন; এতাবৎকাল কাজকর্ম্ম করিয়া তিনি কখন বিচারক সমীপে উপস্থিত হন নাই, তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কোন অভিযোগে জড়িত হইলে, অর্থহানি অবসম্ভাবী; মোকদ্দমায় জিত হইলেও যে অর্থ আদায় তাহাতে কোন মতে ক্ষতিপূরণ হইতে পারে না; অধিকন্তু যতদিন মামলায় লিপ্ত থাকিতে হয়, সে সময়ের একদিনও মনের স্ফূর্ত্তি থাকে না। এদিকে কাজকর্ম্মের প্রতি আদৌ লক্ষ্য না থাকায়, দিনে দিনে নিজ ব্যবসায় পক্ষে বিশেষ অনিষ্ট হইয়া থাকে।

একবার সামান্য মোকদ্দমায় জড়িত হইলে, তাহা হইতে মুক্তিলাভ করা সহজ নহে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেক বড় বড় ঘর এইরূপ মোকদ্দমায় লিপ্ত হইয়া, এককালে নিঃস্ব ও সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছে, এজন্য মামলা মোকদ্দমায় সূত্রপাতেই তৎ পরিণামের বিষয় ভাবিয়া তাহা হইতে এককালে নিবৃত্ত হওয়াই সদ্বিবেচকের কর্ত্তব্য।

বেশবিন্যাস।

চলিত কথায় বলে—"আপরুচি খানা,পররুচি পর'না।" বাস্তবিকই বেশভূষা পরের পছন্দের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। লর্ড চেষ্টার ফিল্ডের উক্তি, "আমি স্বীকার করিতেছি যে, বেশভূষা দেখিয়া লোকের কিরূপ স্বভাব চরিত্র, তাহা স্থির করিতে পারা যায়। অধিকন্তু আমার মনে এই রূপ সংস্কার হয় যে, যে ব্যক্তির বুদ্ধি তাদৃশ প্রখর নহে, সেই ব্যক্তিই বেশ ভূষার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তি পরিষ্কার ও পরিপাট্যের প্রতিই লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন,তাঁহার বেশভূষায় কোনপ্রকার পার্থক্য লক্ষিত হয় না। বাল্যকাল হইতে যদি এঅভ্যাসের প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখা যায়, তাহা হইলে আমরা সাবধান হইতে পারি; কিন্তু যাঁহারা এবিষয়ে আজন্মকাল দৃষ্টিহীন, তাঁহাদের বার্দ্ধক্যেও এ স্বভাবের কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হয় না।"

পোষাক সম্বন্ধে কোয়ার্লস বলিয়াছেন, "তোমার বেশ ভূষায় পার্থক্য, আধিক্য এবং আড়ম্বর যাহাতে না থাকে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিও; নিজে ইচ্ছা করিয়া কখন নূতন ধরণ বাহির করিও না, সাধারণ লোকে যাহা পছন্দ করে,সেইভাবে পোষাক পরিচ্ছদে সজ্জিত হওয়া কর্ত্তব্য। পরিচ্ছন্নতা—অবহেলা ও আগ্রহের সন্ধিস্থল; শরীর যখন আত্মার আচ্ছাদন, যদি সেই শরীর পোষাক দ্বারা আবৃত করা হয়, তাহা হইলে, সেই বেশ ভূষায় লোকের আত্মার পরিচয় না পাইবে কেন?"

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে,যাহারা অধিক ভোগবিলাসী, তাহারাই সৌখীন পোষাক পরিচ্ছদের জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকে; প্রকৃত পক্ষে এরূপ বেশ ভূষায় তাহাদের কেবলমাত্র অসারতা

প্রমাণ পাইয়া থাকে। যেরূপ বেশ ভূষা সকলের পছন্দমত, সেরূপ সাজ সজ্জায় সজ্জিত হইলে, কোন পক্ষেই ক্রটী ঘটে না। পশ্চিম আফ্রিকাবাসীদিগের প্রচলিত কথাটি এই স্থলে উদ্ধৃত করা হইল—"যে ব্যক্তি অতি সুন্দর ও সূক্ষ্ম বেশ ভূষায় সজ্জিত থাকে, পরিণামে তাহাকে ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া দিনযাপন করিতে হয়।"

ভাগ্য।

মানুষের মতিগতির কিছুমাত্র স্থিরত্ব নাই, আজ যে ভাবে চলিতেছে,কাল হয়ত আর সে ভাব থাকিবে না,এজন্য সদা সর্ব্বদা অনিশ্চিত অবস্থায় কাটাইতে হয়। যদি সকলেই কি ভাবে সংসার-পথে অগ্রসর হইতে হইবে, স্থির জানিয়া নীতি অনুসারে কার্য্য করে,তাহা হইলে সংসারে ঘোর পরিবর্ত্তন জনিত কাহাকেও সহসা কোন কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। অবস্থার পরিবর্ত্তনে 'অদৃষ্টাধীন' বলিয়া আমরা স্থিরসিদ্ধান্ত করিয়া লই, কিন্তু সত্য কথা বলিতে হইলে, আমরা অবশ্য বলিতে বাধ্য যে, আমাদের এরূপ পরিবর্ত্তন, কেবলমাত্র মানসিক দুর্ব্বলতার পরিচয়; যাঁহারা বিজ্ঞ ও মেধাবী, তাঁহারা এসকল পরিবর্ত্তনের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, স্বচ্ছন্দে দিনাতিপাত করেন। এমারশন বলিয়াছেন—"লঘুচেতারা অদৃষ্টবাদী, তাহারা সময়ের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে, কিন্তু উদ্যোগী পুরুষ শুদ্ধমাত্র কার্য্য ও কারণের উপর নির্ভর করে।" যাঁহারা কার্য্যজগতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে বলিয়া থাকেন, "কার্য্য ভিন্ন উন্নতি নাই",উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গেই কার্য্যের বিকাশ

হয় ; প্রাণপণ যত্নে, অধ্যাবসায় সহ কার্য্যে ব্রতী হইলে, তাহাতে নিষ্ফল হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই।" গোয়েথ বলিয়াছেন—"মেধাবী লোকের প্রতি কমলার কৃপাদৃষ্টি হইয়া থাকে।" ভাগ্য-ক্রমে যদি সুখের সময় উপস্থিত হয়, সে সময়ে যে ব্যক্তি বিশেষ বিবেচনার সহিত কার্য্য করিতে পারে, তাহারই সুখ স্থায়ী হয়, নতুবা অল্পদিনেই যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট হইয়া পুনরায় সে ব্যক্তি দুঃখের দুরবস্থায় পরিণত হইয়া থাকে। সেক্‌সপিয়ার বলিয়াছেন—"আমরা দৈব বলিয়া যাহা সিদ্ধান্ত করি, প্রকৃত পক্ষে তাহা দৈব নহে, আমাদের স্ব স্ব কার্য্য অনুষ্ঠানের পরিচয় মাত্র ; আমাদের উদ্যম ভঙ্গ হইলেই বিবিধ বিড়ম্বনা ঘটিয়া থাকে, কিন্তু উৎসাহ ও অধ্যবসায় সহ কার্য্যে ব্রতী থাকিলে, উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন হইবার কথা। যে কার্য্য অন্যে করিয়াছে, তাহা আমার দ্বারা কদাচ সম্পন্ন হইবে না, কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই যদি মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করি, তাহা হইলে আমাদের সফলতা লাভের সম্ভাবনা কোথায়? পরিশ্রম, ধৈর্য্য, ভবিষ্যৎ দৃষ্টি, কৌশল, প্রতিজ্ঞাপূরণ, কার্য্যসাধনে উদ্যোগ ও বিজ্ঞতা সহ কার্য্যনির্ব্বাহকরণ সংসারে উন্নতি সাধনের মূলমন্ত্র। মিঃ শিলার সম্পূর্ণ অদৃষ্টবাদী ছিলেন, তিনি বলিয়াছেন—"অদৃষ্ট ভিন্ন গতি নাই, আমরা যাহা দৈব বলিয়া উল্লেখ করি, তাহাই আমাদের চরমগতি।" এমারশনের পুনরুক্তি "মানুষ বলে—কপালে না থাকিলে, সাফল্য লাভ হয় না। লাভের জন্য যদি কর্ম্ম হয়, সেই কার্য্য সম্পন্ন হইলে, লাভ না হইবে কেন? ইহাতে ভাগ্যাভাগ্য কি? যখন যাহা করিব, তদ্বিষয়ে কর্ত্তব্যের নির্ভরতা চাই ; নিজের উদ্দেশ্য ঠিক থাকিলে, কোন পক্ষেই প্রতিবন্ধক ঘটিবে না।

যে ব্যক্তির কার্য্য সাধনে উদ্যোগ বা তৎপরতা নাই, সে ব্যক্তি ভগবানের প্রতি নির্ভর করিয়া নিশ্চিত হইতে পারে না।" এ্যাডিশন 'অদৃষ্ট' সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"সৌভাগ্য এবং দুর্ভাগ্যের লক্ষণ এই যে, কতক লোকের বিশ্বাস যে, তাহাদের প্রতি জগদীশ্বরের চির অভিশম্পাত, এ কারণ তাহারা বার্দ্ধক্য বয়সেও দারিদ্রতার ঘোর অত্যাচার সহ্য করে; ভাগ্যলক্ষ্মী তাহাদের প্রতি আজন্ম কাল বিমুখ, কিন্তু অন্যের প্রতি তিনি সুপ্রসন্না থাকেন। অনেক সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাজের লোক হইয়াও কেহ নদীতে নদীতে মৎস্য ধরিয়া সময় নষ্ট করে, কেহবা লাভের ব্যবসায় নিযুক্ত থাকিয়াও ক্রোধস্বভাব প্রযুক্ত অধীন কর্ম্মচারী-গণের প্রতি পীড়ন করে, অগত্যা তাহারা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, কার্য্যদক্ষ লোক কর্ম্মত্যাগ করিয়া যাইলে, ব্যবসায়ী তদ্দণ্ডে সেরূপ উপযুক্ত লোক না পাইতে পারেন, একারণ তাঁহার ক্ষতি হইবার সম্যক সম্ভাবনা; কাহারওবা যে ব্যবসায় দুই পয়সা আসিতেছে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি নাই, অথচ বিষয়ান্তরে তিনি গুরুতর পরিশ্রম করিতেছেন; কেহবা একদিকে ব্যবসায় অনুরাগী, অন্যপক্ষে সুরাসক্ত; কাহারওবা সততার সহিত কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সময় কাটিতেছে বটে, কিন্তু তিনি সর্ব্বদাই ভ্রমাত্মক অথবা তাঁহার তৎকার্য্যসম্বন্ধে বিজ্ঞতা নাই। শত সহস্র ব্যক্তি কেবলমাত্র নাম স্বাক্ষর করিয়া, হঠাৎ বড় মানুষ হইবার কামনায় প্রতারকের প্রতি বিশ্বাস করে এবং অসৎ উপায়ে ধনাগম চেষ্টায় পূর্ব্ব অবস্থার বৈলক্ষণ্য ঘটাইয়া থাকে। অসতী সহধর্ম্মিণীর পতি ইহ জীবনে কখন ভাগ্যবান হইতে পারে না। যাহার প্রাতরুত্থান, গুরুতর শ্রম, বিচক্ষণতা, উপায়ের প্রতি সম্যকদৃষ্টি,

এবং সততায় পূর্ণনির্ভর,সে ব্যক্তিকে কখন দুরাদৃষ্টের পীড়ন ভোগ করিতে হয় না। নির্ব্বোধ লোকেই আপনাকে হতভাগ্য বিবেচনা করিয়া আক্ষেপ করে ; কিন্তু যাহাদের স্বভাব চরিত্র ভাল এবং পরিশ্রমে কদাচ কাতর নহে, তাহারা ভাগ্যদেবীর প্রহেলিকায় কদাচ সঙ্কুচিত হয় না, কিন্তু যখন আমি কোন মুদিখানার দোকানদারকে দিন দিন শোচনীয় অবস্থাপন্ন হইতে দেখিতে পাই, ক্রমে ক্রমে তাহার ব্যবসা বন্ধ হইয়া আসিতেছে জানিতে পারি, তাহার দোকানে জিনিষ পত্র আর কিছু নাই বুঝি, তখনই দুর্ভাগ্যের কথা আমার স্মৃতিপথে উদয় হইতে থাকে। আলস্য, অমিতব্যয়, আতিশয্য, বাহ্যাড়ম্বর, মদ্যপান ও প্রতারণাদি কার্য্যে যাহারা সংযত, তাহারা ভিন্ন প্রসন্নময়ী কমলার কৃপাদৃষ্টি হইতে কাহাকেও বঞ্চিত হইতে হয় না।”

উদ্যমশীল ব্যক্তিকে কদাচ ভাগ্য বিভ্রাট ভোগ করিতে হয় না; যেহেতু উদ্যোগ সৌভাগ্যের সোপান। আমরা নিম্নে “হিতোপদেশ” হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, যথা ;—

“উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী,
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।”